

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭



বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭



বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭

প্রকাশকাল-জানুয়ারি ২০১৮

মুদ্রণঃ উৎস

১১৯, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০



মন্ত্রী

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রসঙ্গ কথা

আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশটিকে পুনর্গঠনের কাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন—সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন তিনি। দেশে বিজ্ঞান গবেষণার উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন তিনি করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্নের পথ ধরে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ঘোষণা করেছে রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১। উদ্দেশ্য, ক্ষুধা-দারিদ্র্য-অশিক্ষামুক্ত একটি আধুনিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠা করা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়ন করা। উন্নয়নের এ বিশাল কর্মযজ্ঞে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে সরকার। আমাদের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকাকে নির্ধারণ করা হয়েছে 'as central to our national development।' বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সকল ক্ষেত্রে করা হয়েছে উন্নয়নের বিপুল আয়োজন।

বর্তমান সরকার কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এর প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি এবং আইন প্রণয়নসহ উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ এবং এ খাতের উৎকর্ষ সাধন ও সার্বিক উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশ ও জাতির আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা প্রদান এ মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ সকল কর্মকাণ্ড দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সেই সাথে বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন, গবেষণার জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করার নিরলস প্রচেষ্টা করে চলেছে এ মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ আজ পরমাণু শক্তি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের



সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি জীবপ্রযুক্তি, সামুদ্রিক সম্পদ এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের ওপর গবেষণা, প্রযুক্তির উন্নয়ন ও এর সফল প্রয়োগের কর্মকাণ্ড অব্যাহত আছে। আশা করা যায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অদূর ভবিষ্যতে উন্নত বিজ্ঞানচর্চা এবং প্রযুক্তিনির্ভর দেশের সমপর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম হবে। সাফল্যের এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা এবং এর সর্বোচ্চ প্রায়োগিক ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সক্ষম হব—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমাদের সকল কার্যক্রম জাতির সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে আয়োজন করা হয়েছে এই প্রতিবেদন প্রকাশের।

আমি এর সঙ্গে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।



(স্থপতি ইয়াফেস ওসমান)





সচিব
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারি কার্যক্রমের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মানদণ্ড। এ লক্ষ্যে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের গঠন-কাঠামো, কর্মপরিধি, কর্মবিন্যাস এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে লাখো শহীদের আত্মত্যাগে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু-কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ন্যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ও নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। মূলত বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০), ভিশন-২০২১ ও নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গঠন এবং বিজ্ঞানমনস্ক, প্রযুক্তিনির্ভর ও আত্মনির্ভরশীল জাতি তৈরি করাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির উদ্ভাবন, সমৃদ্ধ বিষয়ক জ্ঞান ও সম্পদ আহরণ, দক্ষ মানবসম্পদ সৃজন, সর্বোপরি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ ও পরমাণু চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করে আসছে। এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাস্বাধীন সংস্থাসমূহও তাদের নিজ নিজ কর্মপরিধি অনুসারে জনগণকে বিশেষায়িত সেবা প্রদান করে আসছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের কাছে এ সকল সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও বিকেন্দ্রীকরণও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এ প্রতিবেদনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়সহ এর প্রশাসনাস্বাধীন সংস্থাসমূহের গঠনকাঠামো, কর্মপরিধি ও কর্মবিন্যাসের তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। উপরন্তু, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ও বৈঠক, মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প ও কর্মসূচির বিবরণ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবেদনটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে। এছাড়া ১৯৯৬ থেকে ২০০১ এবং জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত এ মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহও প্রতিবেদনটিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিবেদনটি একদিকে যেমন এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে, অপরদিকে কার্যক্রমসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের আত্মমূল্যায়নেও প্রতিবেদনটি ব্যবহৃত হবে।

এ প্রতিবেদন সংকলন ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো. আনোয়ার হোসেন

সচিব

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



অধ্যায়-১

মন্ত্রণালয় পরিচিতি

পটভূমি

শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা ও আণবিক শক্তি বিভাগ' নামে মার্চ ১৯৭২-এ বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। ডিসেম্বর ১৯৭৪-এ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা এবং আণবিক শক্তি বিভাগ' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে রূপান্তরিত হয়। ডিসেম্বর ১৯৭৬-এ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অংশ হিসেবে এ বিভাগটি সরাসরি রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত হয় এবং 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা বিভাগ' নামকরণ করা হয়। মার্চ ১৯৮৪-তে এটি পুনরায় স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হয়। আগস্ট ১৯৯৩-এ বিভাগটি 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়' নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ে উন্নীত হয়। মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি পুনর্বিন্যাস করে ২৪ মার্চ ২০০২-এ এর নামকরণ করা হয় 'বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়'। অতঃপর ২৮ এপ্রিল ২০১১-এ বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ' এবং 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ' নামে দু'টি পৃথক বিভাগে পুনর্গঠিত হয়ে সর্বশেষ ৪ ডিসেম্বর ২০১১-এ যথাক্রমে 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়' এবং 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়' নামে দু'টি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ অর্জন, সময়োপযোগী কর্মোদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবানুগ ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এর প্রশাসনাধীন বিভিন্ন সংস্থা দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নয়ন, প্রচার, প্রসার এবং এসবের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশ ও জাতির সার্বিক আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা প্রদান মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিলক্ষ্য নির্ধারণ করেছে: যেমন:

- পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ
- জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা এবং দক্ষ মানবসম্পদ সৃজন ও উন্নয়ন
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন
- সামুদ্রিক সম্পদ বিষয়ক গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণার জন্য তথ্য-উপাত্ত সরবরাহে সমতা বৃদ্ধিকরণ এবং
- বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ

প্রধান কার্যাবলি

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও এর প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহ নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে:

- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ (এনসিএসটি)-এর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন
- বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয়ক বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ প্রদান
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন সেক্টরে গবেষণা ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক অনুদান প্রদান
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষকদের/বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান



- অভিজ্ঞতা বিনিময় ও বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অর্জনের জন্য দেশি ও বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের আয়োজন
- বিভিন্ন দেশ ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন, উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এবং পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কার্যসম্পাদন
- পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ
- সমুদ্রসম্পদ চিহ্নিতকরণ, আহরণ ও গবেষণার জন্য সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা
- দেশের নিউক্লিয়ার বিকিরণ উৎস ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদান ও তদারকিকরণ
- কেমিক্যাল মেট্রোলজি, জীবপ্রযুক্তি, ইলেকট্রনিক্স ও অন্যান্য শিল্প বিষয়ক গবেষণা
- দেশিয় লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার এবং এ সংক্রান্ত অবকাঠামো ও মানবসম্পদ উন্নয়ন
- বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও বিজ্ঞানসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে প্রতিবছর 'জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ' উদ্‌যাপন
- আধুনিক জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি, পরিবেশ, চিকিৎসা ও শিল্প ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাসহ মানবকল্যাণে এর সুফল প্রয়োগ
- জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ও বিজ্ঞান সচেতনতা সৃষ্টি করা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

■ বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ কর্মসূচি

বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ কর্মসূচির আওতায় ২২৫ জন ফেলোর দেশে-বিদেশে পিএইচডি, পিএইচডি-উত্তর ও এমএস কোর্স করার ব্যবস্থা রয়েছে এবং এ পর্যন্ত ২২১ জনকে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে এ প্রকল্পে বরাদ্দ আছে ৫ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে।

বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ অন সাইন্স অ্যান্ড আইসিটি প্রকল্প হতে দেশে-বিদেশে এম এস, পিএইচডি এবং পিএইচডি-উত্তর কোর্সে মোট ২২১ জন ফেলোকে নির্বাচন করা হয়। এর মধ্যে ১৯৩ জন কোর্স সম্পন্ন করেছেন এবং ২৮ জন চলমান রয়েছেন। নিম্নে ছক আকারে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হল:

| কোর্সের নাম | নির্বাচিত ফেলোর সংখ্যা | কোর্স সম্পন্নকারীর সংখ্যা | দেশে প্রত্যাবর্তনকারীর সংখ্যা | ফিরে না আসা ফেলোর সংখ্যা | চলমান ফেলোর সংখ্যা |
|----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|
| এম এস (বিদেশে) | ৫০ জন | ৪৫ জন | ৪৫ জন | - | ৫ জন |
| পিএইচডি (বিদেশে) | ৬০ জন | ৪৪ জন | ৪০ জন | ৪ জন | ১৬ জন |
| পিএইচডি (দেশে) | ১০০ জন | ৯৩ জন | - | - | ৭ জন |
| পিএইচডি-উত্তর (দেশে) | ১১ জন | ১১ জন | - | - | - |
| | ২২১ জন | ১৯৩ জন | | ২৮ জন | |

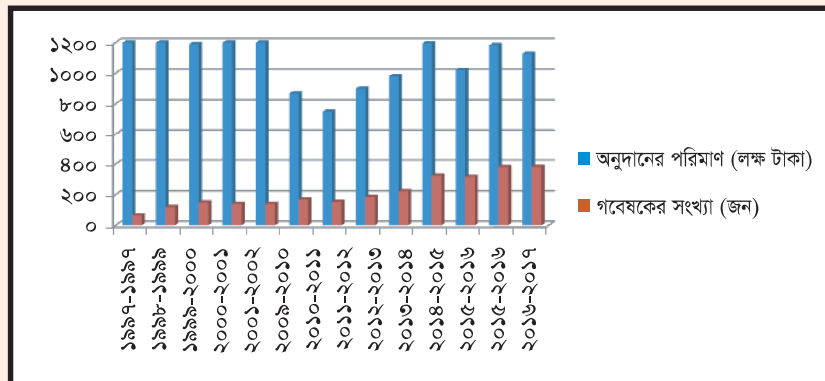


■ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিশেষ অনুদান কর্মসূচি

দেশে বিজ্ঞান চর্চা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি গবেষণা খাত হতে গবেষণা প্রকল্পে অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিশেষ অনুদান কর্মসূচির আওতায় ৩৮৩টি প্রকল্পের বিপরীতে ১১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থ-বছর থেকে দেশের বিজ্ঞানীদের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষকগণকে এ অনুদান প্রদান করা হচ্ছে, যার তথ্য নিম্নরূপ:

| বিশেষ গবেষণা অনুদান | | | |
|---------------------|-----------|----------------|----------------|
| ক্রমিক নং | অর্থবছর | প্রদানকৃত অর্থ | গবেষকের সংখ্যা |
| ১ | ১৯৯৭-১৯৯৮ | ১২,০০,০০,০০০/- | ৬৫ জন |
| ২ | ১৯৯৮-১৯৯৯ | ১২,০০,০০,০০০/- | ১১৯ জন |
| ৩ | ১৯৯৯-২০০০ | ১১,৯০,০০,০০০/- | ১৪৯ জন |
| ৪ | ২০০০-২০০১ | ১২,০০,০০,০০০/- | ১৩৯ জন |
| ৫ | ২০০১-২০০২ | ১২,০০,০০,০০০/- | ১৪০ জন |
| মোট= | | ৫৯,৯০,০০,০০০/- | ৬১২ জন |
| বিশেষ গবেষণা অনুদান | | | |
| ক্রমিক নং | অর্থবছর | প্রদানকৃত অর্থ | গবেষকের সংখ্যা |
| ১ | ২০০৯-২০১০ | ৮,৬৭,০০,০০০/- | ১৭০ জন |
| ২ | ২০১০-২০১১ | ৭,৪৯,০০,০০০/- | ১৫৩ জন |
| ৩ | ২০১১-২০১২ | ৮,৯৮,৮০,০০০/- | ১৮৫ জন |
| ৪ | ২০১২-২০১৩ | ৯,৮০,৫০,০০০/- | ২২৩ জন |
| ৫ | ২০১৩-২০১৪ | ১১,৯৫,০০,০০০/- | ৩২৪ জন |
| ৬ | ২০১৪-২০১৫ | ১০,২১,০০,০০০/- | ৩১৭ জন |
| ৭ | ২০১৫-২০১৬ | ১১,৮২,৫০,০০০/- | ৩৮১ জন |
| ৮ | ২০১৬-২০১৭ | ১১,২৭,০০,০০০/- | ৩৮৩ জন |
| মোট= | | ৮০,২০,৮০,০০০/- | ২১৩৬ জন |

বিশেষ গবেষণা অনুদান ১৯৯৭-৯৮ হতে ২০১৬-১৭



■ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ কর্মসূচি:

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণারত ছাত্রছাত্রী/গবেষকদের গবেষণা কাজে সহায়তার জন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ((১) ভৌত, জৈব ও অজৈব বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, নবায়নযোগ্য শক্তি বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ন্যানোটেকনোলজি ও লাগসই প্রযুক্তি বিষয়ক (২) জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক (৩) খাদ্য ও কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক এবং (৪) পূর্ববর্তী বছরে এমফিল ও পিএইচডি কোর্সে ফেলোশিপ প্রাপ্ত ফেলোদের নবায়নসহ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৭০২ জন ছাত্র-ছাত্রী/গবেষককে ৯ কোটি ৯১ লক্ষ ১৭ হাজার ৪৫০ টাকা ফেলোশিপ প্রদান করা হয়।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এনএসটি ফেলোশিপের চেক প্রদান

বর্তমান সরকারের ১৯৯৬-১৯৯৭ থেকে ২০০১-২০০২ অর্থবছর পর্যন্ত এবং ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ প্রদান নিম্নরূপ:

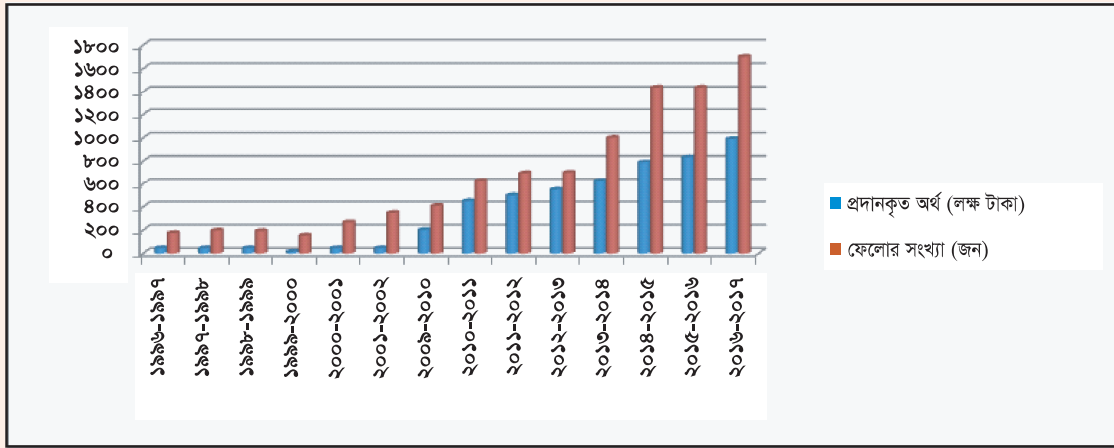
| ক্রমিক নং | অর্থবছর | প্রদানকৃত অর্থ | ফেলোর সংখ্যা |
|-----------|-----------|----------------|--------------|
| ১ | ১৯৯৬-১৯৯৭ | ৪৫,০০,০০০ | ১৭৫ জন |
| ২ | ১৯৯৭-১৯৯৮ | ৪৫,০০,০০০ | ১৯৭ জন |
| ৩ | ১৯৯৮-১৯৯৯ | ৪৫,০০,০০০ | ১৯৩ জন |
| ৪ | ১৯৯৯-২০০০ | ১৫,০০,০০০ | ১৫৪ জন |
| ৫ | ২০০০-২০০১ | ৪৫,০০,০০০ | ২৬৭ জন |
| ৬ | ২০০১-২০০২ | ৪৫,০০,০০০ | ৩৪৯ জন |

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | প্রদানকৃত অর্থ | ফেলোর সংখ্যা |
|-----------|-----------|----------------|--------------|
| ১. | ২০০৯-২০১০ | ২,০২,০০,০০০ | ৪০৯ জন |
| ২. | ২০১০-২০১১ | ৪,৫০,০০,০০০ | ৬২৯ জন |
| ৩. | ২০১১-২০১২ | ৫,০০,০০,০০০ | ৬৯৫ জন |
| ৪. | ২০১২-২০১৩ | ৫,৫০,০০,০০০ | ৭০০ জন |
| ৫. | ২০১৩-২০১৪ | ৬,২৮,২৬,০০০ | ১০০১ জন |
| ৬. | ২০১৪-২০১৫ | ৭,৯০,০০,০০০ | ১৪৩৮ জন |
| ৭. | ২০১৫-২০১৬ | ৮,৩৩,৬৩,৩০০ | ১৪৩৮ জন |
| ৮. | ২০১৬-২০১৭ | ৯,৯১,১৭,৪৫০ | ১৭০২ জন |



জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ



■ প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R & D) প্রকল্পে অনুদান:

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশীয় বিজ্ঞানীগণকে তাঁদের চলমান/প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পের জন্য প্রতি অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয় হতে অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাতে ১২৬টি প্রকল্পের অনুকূলে ৭৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। গত ২২ জুন ২০১৭ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার সম্মেলন কক্ষে প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্পে অনুদান প্রাপ্ত ৮০টি প্রকল্পের সাফল্য ও অর্জন সম্পর্কে অবহিতকরণ বিষয়ক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্বপতি ইয়াফেস ওসমান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. আনোয়ার হোসেন। ১৯৯৬-১৯৯৭ অর্থ-বছর থেকে দেশীয় বিজ্ঞানীগণকে তাঁদের চলমান/প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পের জন্য এ অনুদান প্রদান করা হচ্ছে, যার তথ্য নিম্নরূপ:

প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পে অনুদান প্রদান

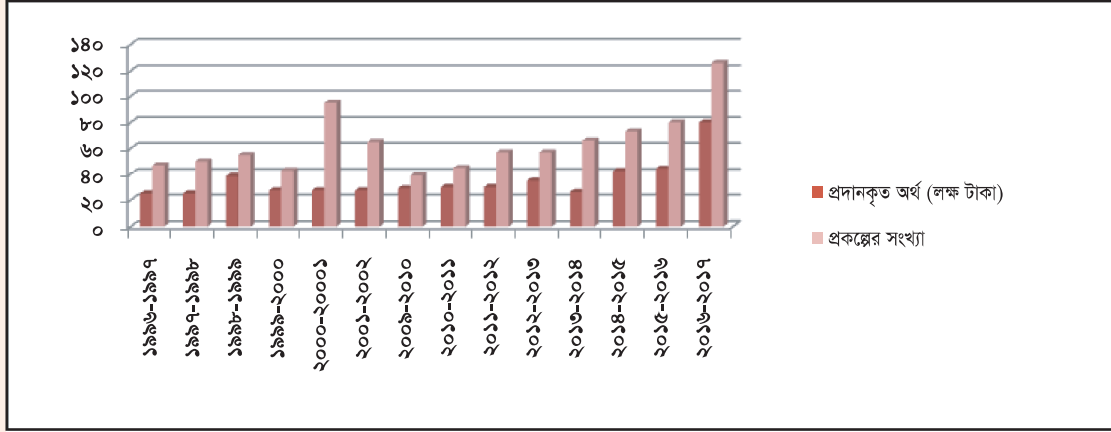
| ক্রমিক নং | অর্থবছর | প্রদানকৃত অর্থ | প্রকল্পের সংখ্যা |
|-----------|-----------|----------------|------------------|
| ১. | ১৯৯৬-১৯৯৭ | ২৫,০০,০০০ | ৪৭ |
| ২. | ১৯৯৭-১৯৯৮ | ২৫,০০,০০০ | ৫০ |
| ৩. | ১৯৯৮-১৯৯৯ | ৩৮,৩৮,০০০ | ৫৫ |
| ৪. | ১৯৯৯-২০০০ | ২৭,৫০,০০০ | ৪৩ |
| ৫. | ২০০০-২০০১ | ২৭,৫০,০০০ | ৯৫ |
| ৬. | ২০০১-২০০২ | ২৭,৫০,০০০ | ৬৫ |

প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পে অনুদান প্রদান

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | প্রদানকৃত অর্থ | প্রকল্পের সংখ্যা |
|-----------|-----------|----------------|------------------|
| ১. | ২০০৯-২০১০ | ২৯,০০,০০০ | ৩৯ |
| ২. | ২০১০-২০১১ | ৩০,০০,০০০ | ৪৫ |
| ৩. | ২০১১-২০১২ | ৩০,০০,০০০ | ৫৭ |
| ৪. | ২০১২-২০১৩ | ৫,০০,০০০ | ৫৭ |
| ৫. | ২০১৩-২০১৪ | ২৬,২০,০০০ | ৬৬ |
| ৬. | ২০১৪-২০১৫ | ৪২,৭০,০০০ | ৭৩ |
| ৭. | ২০১৫-২০১৬ | ৪৪,৫০,০০০ | ৮০ |
| ৮. | ২০১৬-২০১৭ | ৮০,০০,০০০ | ১২৬ |



প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পে অনুদান প্রদান



■ বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/ প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক অনুদান:

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৮৭টি বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানসমূহকে ৫০.০০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ১৯৯৬-১৯৯৭ অর্থবছর থেকে বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ অনুদান প্রদান করা হচ্ছে, যার তথ্য নিম্নরূপ:

বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদান প্রদান

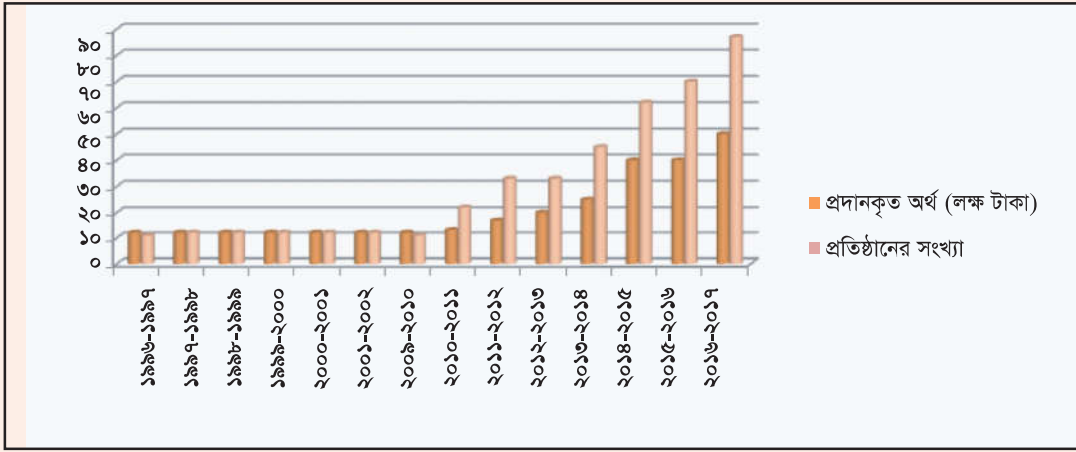
| ক্রমিক নং | অর্থবছর | প্রদানকৃত অর্থ | প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা |
|-----------|-----------|----------------|---------------------|
| ১. | ১৯৯৬-১৯৯৭ | ১২,০০,০০০ | ১১ |
| ২. | ১৯৯৭-১৯৯৮ | ১২,০০,০০০ | ১২ |
| ৩. | ১৯৯৮-১৯৯৯ | ১২,০০,০০০ | ১২ |
| ৪. | ১৯৯৯-২০০০ | ১২,০০,০০০ | ১২ |
| ৫. | ২০০০-২০০১ | ১২,০০,০০০ | ১২ |
| ৬. | ২০০১-২০০২ | ১২,০০,০০০ | ১২ |

২০০৯-১০ থেকে বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদান প্রদান

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | প্রদানকৃত অর্থ | প্রকল্পের সংখ্যা |
|-----------|-----------|----------------|------------------|
| ১. | ২০০৯-২০১০ | ১২,০০,০০০ | ১১ |
| ২. | ২০১০-২০১১ | ১৩,০০,০০০ | ২২ |
| ৩. | ২০১১-২০১২ | ১৭,০০,০০০ | ৩৩ |
| ৪. | ২০১২-২০১৩ | ২০,০০,০০০ | ৩৩ |
| ৫. | ২০১৩-২০১৪ | ২৫,০০,০০০ | ৪৫ |
| ৬. | ২০১৪-২০১৫ | ৪০,০০,০০০ | ৬২ |
| ৭. | ২০১৫-২০১৬ | ৪০,০০,০০০ | ৭০ |
| ৮. | ২০১৬-২০১৭ | ৫০,০০,০০০ | ৮৭ |



বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদান প্রদান



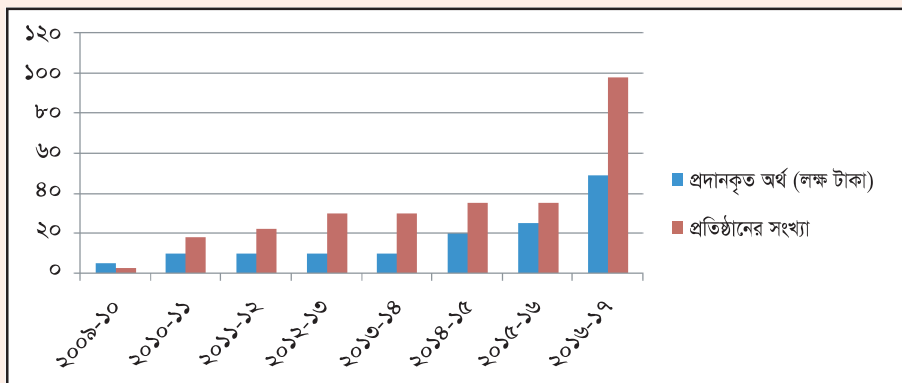
■ বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান / বিজ্ঞান ক্লাবসমূহে আর্থিক অনুদান:

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৯৮টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানাগারে ব্যবহার্য কেমিক্যাল/ যন্ত্রপাতি ক্রয়, বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নাল প্রকাশনা এবং সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কর্মশালা/প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য ৫০.০০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ২০০৯-২০১০ অর্থ-বছর থেকে বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিজ্ঞান ক্লাবসমূহে এ অনুদান প্রদান করা হচ্ছে, যার তথ্য নিম্নরূপ:

বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদান প্রদান

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | প্রদানকৃত অর্থ | প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা |
|-----------|-----------|----------------|---------------------|
| ১. | ২০০৯-২০১০ | ৫.০০,০০০ | ৩ |
| ২. | ২০১০-২০১১ | ১০.০০,০০০ | ১৮ |
| ৩. | ২০১১-২০১২ | ১০.০০,০০০ | ২২ |
| ৪. | ২০১২-২০১৩ | ১০.০০,০০০ | ৩০ |
| ৫. | ২০১৩-২০১৪ | ১০.০০,০০০ | ৩০ |
| ৬. | ২০১৪-২০১৫ | ২০.০০,০০০ | ৩৫ |
| ৭. | ২০১৫-২০১৬ | ২৫.০০,০০০ | ৩৫ |
| ৮. | ২০১৬-২০১৭ | ৫০.০০,০০০ | ৯৮ |

বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদান প্রদান



(৭) দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী:

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ব্যয়ে মোট ২৪টি উপজেলায় দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯৬-১৯৯৭ অর্থবছর থেকে দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী আয়োজনের নিমিত্ত এ অনুদান প্রদান করা হচ্ছে, যার তথ্য নিম্নরূপ:

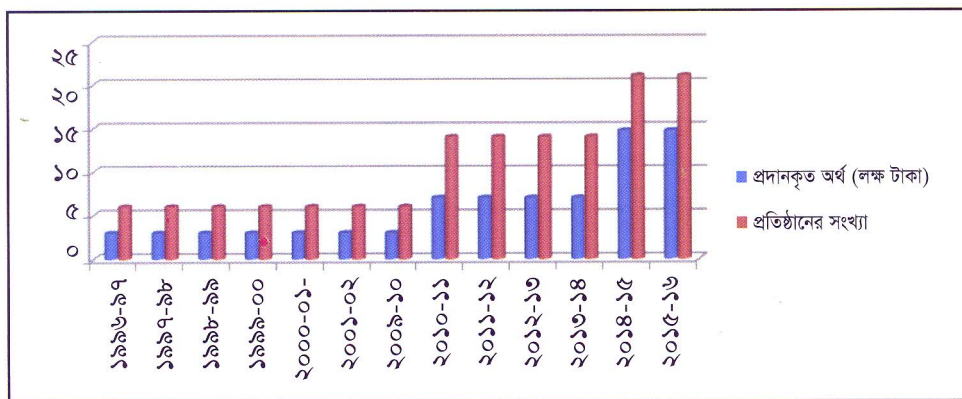
দেশে উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | প্রদানকৃত অর্থ | প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা |
|-----------|-----------|----------------|---------------------|
| ১. | ১৯৯৬-১৯৯৭ | ৩,০০,০০০/- | ৬ |
| ২. | ১৯৯৭-১৯৯৮ | ৩,০০,০০০/- | ৬ |
| ৩. | ১৯৯৮-১৯৯৯ | ৩,০০,০০০/- | ৬ |
| ৪. | ১৯৯৯-২০০০ | ৩,০০,০০০/- | ৬ |
| ৫. | ২০০০-২০০১ | ৩,০০,০০০/- | ৬ |
| ৬. | ২০০১-২০০২ | ৩,০০,০০০/- | ৬ |

দেশে উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | প্রদানকৃত অর্থ | প্রকল্পের সংখ্যা |
|-----------|-----------|----------------|------------------|
| ১. | ২০০৯-২০১০ | ৩,০০,০০০/- | ৬ |
| ২. | ২০১০-২০১১ | ৭,০০,০০০ | ১৪ |
| ৩. | ২০১১-২০১২ | ৭,০০,০০০ | ১৪ |
| ৪. | ২০১২-২০১৩ | ৭,০০,০০০ | ১৪ |
| ৫. | ২০১৩-২০১৪ | ৭,০০,০০০ | ১৪ |
| ৬. | ২০১৪-২০১৫ | ১৪,৭০,০০০ | ২১ |
| ৭. | ২০১৫-২০১৬ | ১৪,৭০,০০০ | ২১ |
| ৮. | ২০১৬-২০১৭ | ১৬,৮০,০০০ | ২৪ |

দেশে উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী



প্রশাসনামীন সংস্থাসমূহ

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামে বিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে পরমাণু শক্তিকে ব্যবহারের জন্য তাঁর দূরদর্শী পরিকল্পনায় ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার বিষয়ে গবেষণা ও সেবা প্রদানে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগ, উৎসাহ ও নির্দেশে এবং স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ খুদার নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) নতুন নামে যাত্রা শুরু করে। বিসিএসআইআর দেশে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করে যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে বাংলাদেশের একমাত্র প্ল্যানেটেরিয়াম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষকে মহাকাশ সম্পর্কে ধারণা দান এবং বিনোদনের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নভোথিয়েটারের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

২৬ এপ্রিল ১৯৬৫ তারিখে ঢাকায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০-এর মাধ্যমে এটিকে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন প্রদর্শনীবস্তু (এক্সিবিট) প্রদর্শন করে এ প্রতিষ্ঠানটি একটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাঙ্গডক)

ব্যাঙ্গডক বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণামূলক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ব্যাঙ্গডক আইন, ২০১০-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মর্যাদা প্রদান করা হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও নিরীক্ষামূলক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রের তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, সম্পাদনা ও বিতরণ করা এ সংস্থার মুখ্য কাজ।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি)

জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জুলাই ১৯৯৯-তে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি)-এর যাত্রা শুরু। জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা এবং এর সফল প্রয়োগই এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ অনুযায়ী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশের পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণসহ সকল বিকিরণ-উৎস ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদান ও তদারকি এবং বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানুষ, জীবজন্তু ও পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট

০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতোমধ্যে কক্সবাজারে একটি আন্তর্জাতিক মানের জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। এ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে সমুদ্রসম্পদ চিহ্নিতকরণ ও আহরণের নিমিত্ত সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে একটি মেরিন এ্যাকুরিয়াম নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট তিনটি বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।



বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট

বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ প্রকল্পের অধীন দেশে-বিদেশে এমএস, পিএইচডি, ও পোস্ট ডক্টরেট করার জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এডিপিতে ১১.৬৪ কোটি (এগার কোটি চৌষড়ি লক্ষ) টাকা বরাদ্দ করা হয়। বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ কার্যক্রমকে স্থায়ী রূপ দেয়ার লক্ষ্যে গত ০২ মে ২০১৬ তারিখ বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ হয় ১২.০০ (বার) কোটি টাকা। পর্যাপ্ত টাকা বিতরণের জন্য ১১৬ জন গবেষক/ফেলো নির্বাচন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট পাঁচটি বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (এনপিসিবিএল)

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের নিমিত্ত রূপপুরে প্রতিটি ১২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি ইউনিট সম্বলিত পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে। আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সংযোগ সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। এ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড গঠিত হয়েছে এবং উক্ত কোম্পানি তার কার্যক্রম শুরু করেছে। এ পর্যন্ত মোট বিশটি বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাজেট

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক খাত সংস্কার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়নের কাজ ২০০৫-২০০৬ অর্থবছর থেকে শুরু হয়েছে। এ পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সরকারের কৌশলগত উদ্দেশ্য, নীতি ও অগ্রাধিকারের সঙ্গে বাজেট বরাদ্দের যোগসূত্র স্থাপন, পর্যাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে বাস্তবসম্মত ব্যয় পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ এবং বরাদ্দকৃত বাজেটভিত্তিক কর্মসম্পাদন।

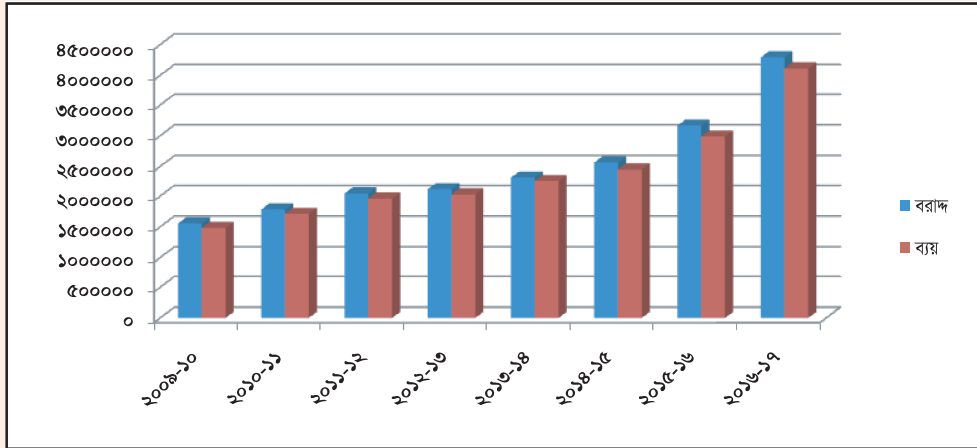
একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আধুনিকায়নের মাধ্যমে ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ একটি যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের প্রত্যয়কে বাস্তবায়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে অনুন্নয়ন খাতে ৩৯৬ কোটি ৫৭ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ৩৮১৭ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। উক্ত অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার ৯৬.০৬%।

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আধুনিকায়নের মাধ্যমে ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ একটি যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের প্রত্যয়কে বাস্তবায়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে ২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট নিম্নরূপ :

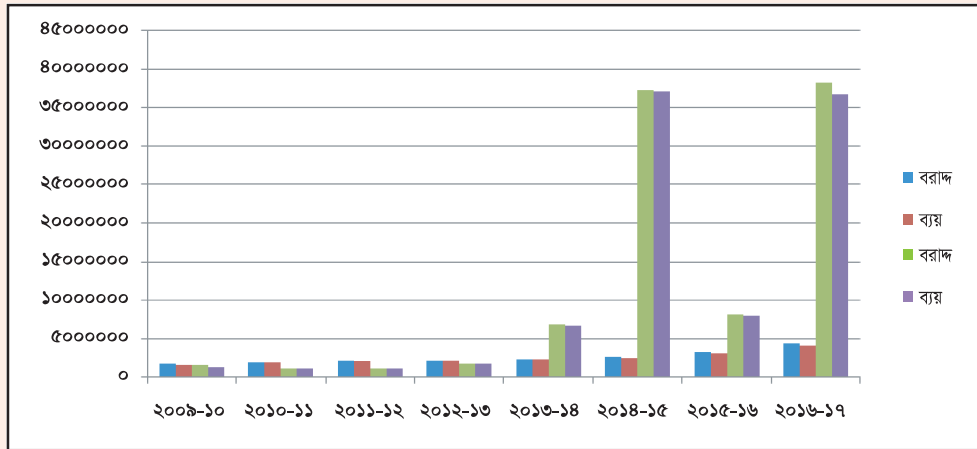
| ক্রমিক নং | অর্থবছর | অনুন্নয়ন | | উন্নয়ন | | সর্বমোট | | বাজেট বাস্তবায়নের হার |
|--------------|---------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------------------------|
| | | বরাদ্দ (অনুন্নয়ন) | ব্যয় (অনুন্নয়ন) | বরাদ্দ (উন্নয়ন) | ব্যয় (উন্নয়ন) | ব্যয় (উন্নয়ন) | মোট ব্যয় | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১. | ২০০৯-১০ | ১৫৫৫০১৬ | ১৪৮০৩৬৩ | ১৩৮৫৮০০ | ১১২৭০৫৬ | ২৯৪০৮১৬ | ২৬০৭৪১৯ | ৮৮.৬৬% |
| ২. | ২০১০-১১ | ১৭৮৩১৬৩ | ১৭১০৭২৮ | ১০০৮৭৩৬ | ১০০৭২১০ | ২৭৯১৮৯৯ | ২৭১৭৯৩৮ | ৯৭.৩৫% |
| ৩. | ২০১১-১২ | ২০৪০৯৮৯ | ১৯৫৮৯৬৫ | ৯০৯০০০ | ৯০৭০৪১ | ২৯৪৯৯৮৯ | ২৮৬৬০০৬ | ৯৭.১৫% |
| ৪. | ২০১২-১৩ | ২১১১০৬৮ | ২০২৫৪০৩ | ১৫৬৩৫৬৯ | ১৫৫৯৯৮৩ | ৩৬৭৪৬৩৭ | ৩৫৮৫৩৮৬ | ৯৭.৫৭% |
| ৫. | ২০১৩-১৪ | ২৩১৭০১২ | ২২৫৭১৫২ | ৬৭০১৫০০ | ৬৬৬০০০০ | ৯০১৮৫১২ | ৮৯১৭১৫২ | ৯৮.৮৭% |
| ৬. | ২০১৪-১৫ | ২৫৬৫৬৬৩ | ২৪৪৭৩৫৯ | ৩৭১৯১১০০ | ৩৭১২৮৩৭৮ | ৩৯৭৫৬৭৬৩ | ৩৯৫৭৫৭৩৭ | ৯৯.৫০% |
| ৭. | ২০১৫-১৬ | ৩১৬৪৯৮৯ | ২৯৮৫৩৪১ | ৭৯৯৬৪০০ | ৭৮৬৫৬৯০ | ১১১৬১৩৪৯ | ১০৮৫১০৩১ | ৯৭.২২% |
| ৮. | ২০১৬-১৭ | ৪২৯২২৩৬ | ৪১১০২৯৫ | ৩৮১৭১১০০ | ৩৬৬৬৫৬৪৭ | ৪২৪৬৩৩৩৬ | ৪০৭৭৫৯৪২ | ৯৬.০৩% |



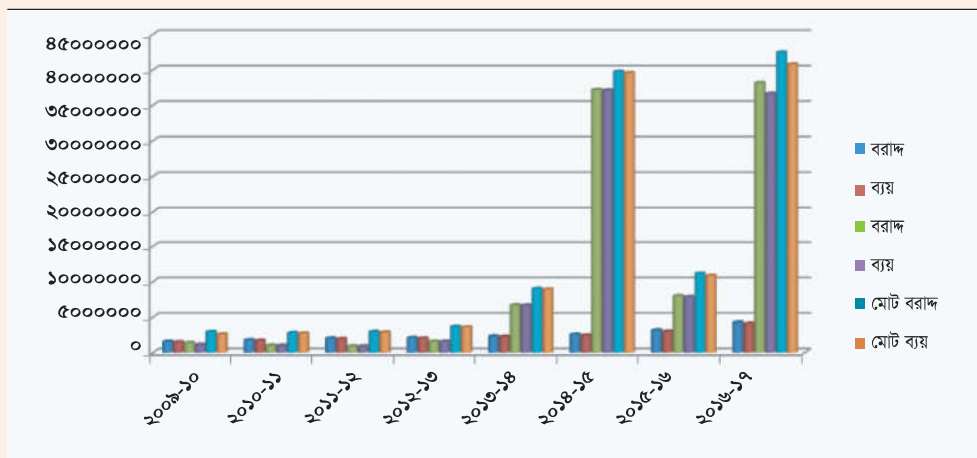
অনুলয়ন খাতের বরাদ্দ ও ব্যয়



উন্নয়ন খাতের বরাদ্দ ও ব্যয়



মোট বরাদ্দ ও ব্যয়



বাজেট বাস্তবায়নের হার



১৯৯৬ হতে ২০০১ মেয়াদে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন

- ২৮ টি পেটেন্ট অর্জন
- ২৩ টি প্রসেস (প্রযুক্তি) হস্তান্তর
- উদ্ভাবিত উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তি ৩৪ টি
- শিল্প-কারখানার সমস্যা সমাধান ২৬ টি
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন ২ টি
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে প্রশাসনিক ব্লক ও প্রদর্শনী গ্যালারি, লবি ও কানেকটিং করিডোর নির্মাণ
- ভারত সরকারের কারিগরি সহায়তায় ২৫টি প্রদর্শনীবস্তু সংগ্রহ
- ব্যাসডক ভবনে ইলেকট্রনিক ব্যানার স্থাপন
- জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাসডকে সাইবার কর্নার স্থাপন
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০০ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ১৪ মে ২০০০ তারিখে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের (জানুয়ারি ২০০৯ - জুন ২০১৭) পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অর্জন

- কর্মসংস্থান: এ সময়ে মোট ১১৮৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়।
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন: এ সময়ে ৬৭৩৮ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৪৭টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ৩১টি প্রকল্পের কাজ সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। ১৬টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের আর্থিক অগ্রগতির গড় হার ৯৮.৩৭%।
- বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ প্রদান: এ সময়ে বিদেশে ৬০ জনকে পিএইচডি ও ৫০ জনকে এমএস এবং দেশে ১০০ জনকে পিএইচডি ও ১১ জনকে পিএইচডি-উত্তর কোর্স সম্পন্ন করার জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। এ বাবদ বরাদ্দ ছিল ৮৫ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এছাড়া বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপকে স্থায়ী রূপ দেয়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং উক্ত আইনের আওতায় 'বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট' গঠন করা হয়েছে।



- **এনএসটি ফেলোশিপ:** এ সময়ে এনএসটি ফেলোশিপ খাতে ৮,০১২ জন ফেলো/গবেষককে ৪৯ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ফেলোশিপ প্রদান করা হয়।
- **গবেষণা অনুদান:** এ সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা খাত থেকে ২১৩৬টি গবেষণা প্রকল্পের অনুকূলে প্রায় ৮০ কোটি ২০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।
- **প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পে (R&D) অনুদান:** এ সময়ে ৫৪৩টি (R&D) প্রকল্পের অনুকূলে ৩ কোটি ১৭ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।
- **বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদান:** এ সময়ে ৩৬৩টি প্রতিষ্ঠানকে ২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।
- **বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদান:** ২৭১টি প্রতিষ্ঠানকে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।
- **আইন ও নীতিমালা:** এ সময়ে ১০টি আইন, ৭টি প্রবিধানমালা, ৮টি নীতিমালা ও ১টি নীতিমালা বাস্তবায়ন-কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

আইনগুলো হচ্ছে:

- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার আইন, ২০১০
- বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাসডক) আইন, ২০১০
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি আইন, ২০১০
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট আইন, ২০১১
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২
- বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ আইন, ২০১৩
- বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৫
- পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র আইন, ২০১৫
- বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন, ২০১৬

বিদেশের সাথে সম্পাদিত চুক্তি

- ২০১০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও কিংডম অব মরক্কো এবং ২০১২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং রিপাবলিক অব বেলারুশের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ২০১৩ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও রিপাবলিক অব বেলারুশের মধ্যে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- ২০১৩ সালে রাশিয়ান ফেডারেশনের সহায়তায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে Nuclear Industry Information Centre স্থাপন সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ও মিশরের মধ্যে ৫ বছর মেয়াদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা স্বাক্ষরিত হয়।



- গত ০৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে নয়াদিল্লিতে উভয় দেশের মধ্যে 'Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of India on Co-operation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy' স্বাক্ষর হয়।
- গত ০৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে নয়াদিল্লিতে উভয় দেশের মধ্যে 'Inter-Agency Agreement between Global Centre for Nuclear Energy Partnership (GCNEP), Department of Atomic Energy, Government of India and Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC), Ministry of Science and Technology, Government of People's Republic of Bangladesh on Co-operation regarding Nuclear Power Plant Project in Bangladesh' স্বাক্ষর হয়।
- গত ০৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে নয়াদিল্লিতে উভয় দেশের মধ্যে 'Arrangement between The Atomic Energy Regulatory Board (AERB) of the Government of the Republic of India and Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority (BAERA), the Government of the People's Republic of Bangladesh for the Exchange of Technical Information and Co-operation in the Regulation of Nuclear Safety and Radiation Protection' স্বাক্ষর হয়।
- International Conference on the IAEA Technical Co-operation Programme: ৩০ মে-০১ জুন ২০১৭ তারিখে International Conference on the IAEA Technical Co-operation Programme: Sixty Years and Beyond-Contributing to Development, Vienna, Austria অনুষ্ঠিত Conference-এ IAEA-এর আমন্ত্রণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনী বক্তব্য উপস্থাপন করেন।
- মন্ত্রণালয়ে ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
- ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।
- Online fellowship application system নামে একটি অনলাইন সেবা চালু করা হয়েছে।
- সেবাগ্রহীতাদের মতামত দেবার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে একটি অনলাইন সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
- ইন্টারনেট সংযোগের ব্যান্ডউইথ ৬৪ এমবিপিএস-এ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- জাতীয় তথ্য বাতায়নের আদলে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে।
- জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন: সমুদ্রসম্পদ সনাক্তকরণ, আহরণ, সংরক্ষণ এবং এর সর্বোচ্চ বহুমুখি ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন। প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে কক্সবাজারে একটি মেরিন এককুরিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প সম্পর্কিত কার্যাদি

- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২১ মে ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ সরকার ও রাশান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সংক্রান্ত Framework Agreement স্বাক্ষরিত হয়।
- রাশান ফেডারেশন সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ও রাশান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে ২ নভেম্বর ২০১১ তারিখে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চুক্তি এবং ১৫ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রাথমিক কার্যাদির জন্য State Export Credit সংক্রান্ত Agreement সহ প্রকল্পের মূল নির্মাণকাজের অর্থায়নের জন্য পৃথক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।



- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রাথমিক কার্যাবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে ‘রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়)’ প্রকল্প ২ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্পের কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।
- প্রকল্পের কাজ সম্পাদনের জন্য রাশান ফেডারেশনের নির্ধারিত ঠিকাদার এটমস্ট্রয়এক্সপোর্টের সঙ্গে ৪টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ অন্যান্য পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য ‘পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আইন, ২০১৫’ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়।
- আইন অনুসারে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য Nuclear Power Plant Company Bangladesh Ltd গঠন করা হয়।
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং রাশান ফেডারেশনের Atomstroyexport-এর মধ্যে General Contract for Main Stage of Rooppur RNPP ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়।
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গত ২১ জুন ২০১৬ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে Siting Licence প্রদান করে।
- ২৬ জুলাই ২০১৬ তারিখে প্রকল্পের মূল পর্বের নির্মাণকাজের জন্য রাশান ফেডারেশন সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ১১.৩৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের Intergovernmental Credit Agreement (IGCA) স্বাক্ষরিত হয়।
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের মূল পর্যায়ের কার্যাবলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ‘রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ’ প্রকল্প ECNEC কর্তৃক অনুমোদিত হয়। General Contract অনুযায়ী বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১ম ইউনিট ২০২৩ সালে এবং ২য় ইউনিট ২০২৪ সালে জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সংস্থা ও প্রকল্পওয়ারি বাস্তবায়ন অগ্রগতি (৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মন্ত্রণালয়/সংস্থা | প্রকল্পের সংখ্যা | | | ২০১৬-২০১৭ সালের আরএডিপি বরাদ্দ | ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে অবমুক্তকৃত অর্থ | ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় | মোট বরাদ্দের তুলনায় ব্যয়ের হার (%) |
|--------------|---|-----------------------|---------------------|-----|---|---|---------------------------------|--|
| | | চলতি প্রকল্পের সংখ্যা | | মোট | | | | |
| | | অনুমোদিত | সংশোধিত অনুমোদিত | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১ | বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (বিএইসি) | প্রকল্প সংখ্যা:৮ | ৮ | ০ | ৩৭২৮০৬.০০ | ৩৫৮০৬৬.৬১ | ৩৫৭৯৯৮.৪৬ | ৯৬.০৩ |
| | ২০১৫-১৬ সনের তথ্য | প্রকল্প সংখ্যা:৫ | ৫ | ০ | ৬৮০০১.০০ | ৬৮০০১.০০ | ৬৭৮০১.৯৬ | ৯৯.৭১ |
| ২ | বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) | প্রকল্প সংখ্যা:৪ | ৪ | ০ | ২৭৫১.০০ | ২৭৪৭.০০ | ২৭৩২.৯৪ | ৯৯.৩৪ |
| | ২০১৫-১৬ সনের তথ্য | প্রকল্প সংখ্যা:৭ | ৭ | ০ | ৫৪৫০.০০ | ৫৪৪২.৮৬ | ৫৪১০.৩৭ | ৯৯.২৭ |
| ৩ | জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর (এনএমএসটি) | প্রকল্প সংখ্যা:২ | ২ | ০ | ৪১৫৪.০০ | ৪১৫৪.০০ | ৪১৫৩.৮৩ | ১০০.০০ |
| | ২০১৫-১৬ সনের তথ্য | প্রকল্প সংখ্যা:২ | ২ | ০ | ৩০১৬.০০ | ৪১৫৪.০০ | ৩০১৬.০০ | ১০০.০০ |
| ৪ | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | প্রকল্প সংখ্যা:৩ | ৩ | ০ | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | ১৭৭১.২৪ | ৮৮.৫৬ |
| | ২০১৫-১৬ সনের তথ্য | প্রকল্প সংখ্যা:৩ | ৩ | ০ | ৩৪৯৭.০০ | ৩১৯৪.৫০ | ২৪২৮.৫৭ | ৬৯.৪৫ |
| | ২০১৬-২০১৭ সনের মোট | প্রকল্প সংখ্যা:১৭ | ১৭ | ০ | ৩৮১৭১.০০ | ৩৬৬৯৬.৬১ | ৩৬৬৬৬.৪৭ | ৯৬.০৬ |
| | ২০১৫-২০১৬ সনের মোট | প্রকল্প সংখ্যা:১৭ | ১৭ | ০ | ৭৯৯৬৪.০০ | ৭৯৬৫৪.৩৬ | ৭৮৬৫৬.৯০ | ৯৮.৩৭ |



২০১৬-২০১৭ সনে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ ১ম পর্যায় ও মূল পর্যায় শীর্ষক ২টি প্রকল্প ব্যতীত মন্ত্রণালয়ের অবশিষ্ট ১৫টি প্রকল্পের ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত সম্মিলিত অগ্রগতি ৯৮.৬৫% (মোট বরাদ্দ ১৮৮৭৫.০০ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ১৮৬১৯.২৯ লক্ষ টাকা)।

২০১৫-২০১৬ সনে "রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়)" প্রকল্প ব্যতীত মন্ত্রণালয়ের অবশিষ্ট ১৬টি প্রকল্পের ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত সম্মিলিত অগ্রগতি ৯৪.৫৮% (মোট বরাদ্দ ২০৪৫১.০০ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ১৯৩৪১.৬৪ লক্ষ টাকা)।

৩১ মে ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৪১.৮৬%।

৩১ মে ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯১.০৪%।

Ministry of Science and Technology

SDG Action Plan through National Mid-Term and Long-Term Development Plans

| SDG Targets | Global indication for SDG Targets ¹ | Lead/Co-Lead Ministries / Division ² | Associate Ministries / Divisions ³ | 7 th FYP Goals/Targets related to SDG Targets and Indicators ⁴ | On-going Project / Programme to achieve 7 th FYP Goals/ Targets ⁵ | | Requirement of New Project/Programme up to 20 th ⁶ | | Actions/Projects beyond 7 th FYP Period (2021-2030) ⁷ | Policy/ Strategy if needed (In relation with Column 8) ⁸ | Remarks ⁹ | |
|--|---|---|---|---|--|---|--|---|--|--|---|--|
| | | | | | Project Title and Period | Cost in BDT (Million) | Project Title and Period | Cost in BDT (Million) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8 | 9 | 10 | |
| 9.5 Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sectors in all countries, in particular developing countries, including, by 2030, encouraging innovation and substantially increasing the number of research and development workers per 1 million people and public and private research and development spending | 9.5.1 Research and development expenditure as a proportion of GDP | Lead: MoST Co-Lead: MoA | MoI, MoInd, MoFL, SID, ICTD, Prog Div. | <ul style="list-style-type: none"> A paradigm shift in manufacturing sector can be achieved through development of R&D of product design geared to supply chain management and customer relations. Representatives from FBCCI, MCCI, BGMEA, BKMEA, and other stakeholders could form an action group to take R&D agenda forward. Spending on research and technology development, innovation and adoption of technological change. | 1. Establishment of Institute of Nuclear Medical Physics (INMP) at Atomic Energy Centre, Dhaka. 476.7 | 2. Modernization of Food and Radiation Biology Facilities of Bangladesh Atomic Energy Commission 482.9 | 3. Capacity build-up of nano and nano-biotechnological laboratory at Material Science Division Atomic Energy Centre Dhaka. | 1. Establishment of Atomic Energy Centre at Cox's Bazar. 249.4 | 2. Improvement of the laboratory Facilities of Institute of Electronics to support the Government's Digital Technology based Development Activities. 610.3 | 1. Upgradation of existing facilities of Atomic Energy Centre, Dhaka (AECID). 2. Establishment of Advanced Nuclear Medicine & Oncology Center 3. Screening of Congenital Hypophyosidism in Newborn Babies (Phase 2). 4. Capacity building of Nuclear Minerals Unit (NSU) for R&D activities of geological prospects in Bangladesh. 5. Establishment of Nuclear Cyber Security & Information System' Innovations Research Laboratory at BAEC. 6. Establishment of Standard Calibration and Quality Assurance (QA) Laboratory for Radiotherapy Diagnostic Radiology and Neutron Radiation | Science and Technology Development Trust Act, 2011; National Strategies for the Development of Statistics, 2013 | Bangladesh Atomic Energy Commission will implement |
| ১০০০ সংগে হয়ে উন্নতকৃত উৎপাদিত পণ্য এবং প্রতি বিদেশি মূল্যে পাবলক ও উন্নত মানের পণ্য উৎপাদনের পরিবেশ স্বাভাবিক এবং সরকারি ও বেসরকারি মূল্যে পাবলক ও উন্নত মানের পণ্য উৎপাদন এবং, বিশেষ করে উন্নতমানের পণ্য উৎপাদনে বৈশ্বিক পাবলক উৎসাহ পুষ্টি এবং শিল্প খাতের প্রযুক্তিগত সমর্থনের উন্নতি | | | | | a) Establishment of Designated reference institute for chemical measurements 310.66 | b) Establishment of physical facilities for technology transfer and innovation in BCSIR 366.30 | a) Augmentation of Metrology infrastructure in Bangladesh 343.00 b) Strengthening of research capacity for the ceramic, glass, cement and allied field (HGCR). 931.10 | a) 880.00 b) 343.00 c) 931.10 | To enhance technical capacity of BCSIR for ensuring chemical metrological traceability for extending confidence among national and international stakeholders. | | Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research will implement | |

| SDG Targets ¹ | Global indication for SDG Targets ² | Lead/Co-Lead Ministries / Division ³ | Associate Ministries / Divisions ⁴ | 7 th FYP Goals/Targets related to SDG Targets and Indicators ⁵ | On-going Project / Programme to achieve 7 th FYP Goals/ Targets ⁶ | | Requirement of New Project/Programme up to 20 th ⁷ | | Actions/Projects beyond 7 th FYP Period (2021-2030) ⁸ | Policy/ Strategy if needed (In relation with Column 8) ⁹ | Remarks ¹⁰ |
|--|--|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | Project Title and Period | Cost in BDT (Million) | Project Title and Period | Cost in BDT (Million) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | c) Strengthening of leather research institute 239.97 | d) Capacity building of IFST research on milk and dairy products 183.1.3 | e) Establishment of Chemical sciences research institute for bioequivalence studies and drug development 22985.30 as Lac | f) Establishment of World Class State of Art Science and Technology Museum, July 2017-June 2021 26214.90 (total) | Establishment of Science Museum in Divisional level. | | National Museum of Science and Technology will implement |
| | 9.5.2 Researchers (in full-time equivalent) per million inhabitants | Lead: MoST Co-Lead: MoA | MoE, MoInd, MoFL, SID, ICTD, Prog Div. | | 322 researchers (2015-16) | | | | | | BCSIR will implement |
| 9.b Support domestic technology development, research and innovation in developing countries, including by ensuring a conducive policy environment for, inter alia, industrial diversification and value addition to commodities | 9.b.1 Proportion of medium and high-tech industry value added to total value added | Lead: MoST Co-Lead: ICTD | MoE, ERD, LGD, MoA, MoIPW, MoInd, MoS, MoS, PID, RTHD, | <ul style="list-style-type: none"> Technology can also be imported from abroad through foreign direct investment which brings the latest equipment, management skills, and technical know-how. | -- | -- | -- | -- | -- | Information and Communication Technology Act 2006, Amended in 2009 & 2013. | Bangladesh Atomic Energy Commission |



| SDG Targets ¹ | Global indication for SDG Targets ² | Lead/Co-Lead Ministries / Division ³ | Associate Ministries / Divisions ⁴ | 7 th FYP Goals/Targets related to SDG Targets and Indicators ⁵ | On-going Project / Programme to achieve 7 th FYP Goals/Targets ⁶ | | Requirement of New Project/Programme up to 2020 ⁷ | | Actions/Projects beyond 7 th FYP Period (2021-2030) ⁸ | Policy/ Strategy if needed (In relation with Column 8) ⁹ | Remarks ¹⁰ |
|---|---|---|---|---|--|-----------------------|--|-----------------------|---|--|---|
| | | | | | Project Title and Period | Cost in BDT (Million) | Project Title and Period | Cost in BDT (Million) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8 | 9 | 10 |
| | বঙ্গদেশ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে জ্ঞান, প্রযুক্তি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে জ্ঞান, প্রযুক্তি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। | | MoST; MoT; SID | <ul style="list-style-type: none"> Technology transfer in the garment industry from partnership with foreign investors Adoption of improved technology can be a major factor for improving total factor productivity and increasing the rate of growth. The Government should build partnership with NGOs, Multinational Companies, and donors so that greater technology transfer is facilitated. | Research and development activities on the design of improved oven and technology for the production of low cost solar power is going on | | | | Information and Communication Technology Act 2006, Amended in 2009 & 2011. | Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research | |
| 14.3 Increase scientific knowledge, develop research capacity and transfer marine technology, taking into account the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology, in order to improve ocean health and to enhance the contribution of marine biodiversity to the development of developing countries, in particular small island developing States and least developed countries | 14.3 Proportion of total research budget allocated to research in the field of marine technology | Lead: MoST; Co-Lead: MoS | MoST; MoE; MoF; MoA; MoHA; FD | <ul style="list-style-type: none"> Institutional capacity building of the concerned agencies, strengthening of monitoring, Control and Surveillance system in the Bay of Bengal Promote development of technology for production of seed for culturing marine fish and seaweed. Identify conservation needs and methods that can be effectively administered and regularly monitored. | | | 1. Establishment of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman Novothatre, Rajshahi Project. 3000.0 2. Establishment of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman Novothatre, Barisal Project. 20000.0 3. Establishment of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman Novothatre at other divisional levels and important tourist spots at Cox's Bazar and Kuskata. 100.0 | 2220.3 | 1. Strengthening the Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman Novothatre: (a) Upgradation/Installation of full dome digital projection system in the Planetarium. (b) Installation of Multi-Channel digital sound system. 2. Procurement of Telescope Procurement of scientific and digital exhibits both local and international. 3. Procurement/Installation of 9-D movie theatres. 4. Procurement of portable digital planetarium system. 5. Procurement of international and local journals, CD, DVD and other products related to science and technology particularly space science. | Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman Novothatre Act, 2010 Science and Technology Development of Trust Act, 2011; National Strategies for the Development of Statistics, 2013 | Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research will implement |

| SDG Targets ¹ | Global indication for SDG Targets ² | Lead/Co-Lead Ministries / Division ³ | Associate Ministries / Divisions ⁴ | 7 th FYP Goals/Targets related to SDG Targets and Indicators ⁵ | On-going Project / Programme to achieve 7 th FYP Goals/Targets ⁶ | | Requirement of New Project/Programme up to 2020 ⁷ | | Actions/Projects beyond 7 th FYP Period (2021-2030) ⁸ | Policy/ Strategy if needed (In relation with Column 8) ⁹ | Remarks ¹⁰ |
|---|--|---|---|--|--|-----------------------|--|-----------------------|---|---|-----------------------|
| | | | | | Project Title and Period | Cost in BDT (Million) | Project Title and Period | Cost in BDT (Million) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8 | 9 | 10 |
| Technology 17.6 Enhance North-South, South-South and triangular regional and international cooperation on and access to science, technology and innovation and enhance knowledge sharing on mutually agreed terms, including through improved coordination among existing mechanisms, in particular at the United Nations level, and through a global technology facilitation mechanism | 17.6.1 Number of science and/or technology cooperation agreements and programmes between countries, by type of cooperation | Lead: MoST | ERD; ICTD; MoFA; MoInd; MoC | | | | | | | | |

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের প্রতিবেদন

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ১৪টি বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নাবীন আছে। যার মধ্যে সব কয়টি বিনিয়োগ প্রকল্প। চলমান এ প্রকল্পসমূহের জন্য চলতি অর্থবছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১৩০৪৩৪.০০ লক্ষ টাকা। এ বরাদ্দের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের অন্যতম বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প "রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ (১ম পর্যায়)" প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ রয়েছে ৬১৮০০.০০ লক্ষ টাকা। এছাড়া, চলতি অর্থবছরে এডিপিতে সবুজপাতায় অন্তর্ভুক্ত আরো ২৩টি বরাদ্দহীন নতুন অননুমোদিত প্রকল্প রয়েছে। এ সকল অননুমোদিত প্রকল্পসমূহের জন্য চলতি অর্থবছরের এডিপিতে ৮০৮৭২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে এ প্রকল্পগুলো থেকে পর্যায়ক্রমে বরাদ্দসহ এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। নিম্নে চলমান ১৫টি প্রকল্পের তথ্য দেয়া হল:-

(লক্ষ টাকায়)

| (ক) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন: | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------|--------------------------|
| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন মেয়াদ) | প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ | প্রাক্কলিত ব্যয় | এডিপি বরাদ্দ ২০১৬ - ২০১৭ |
| ১. | সাইকোট্রন সুবিধাদিসহ পেট-সিটি স্থাপন (অক্টোবর ২০১১-ডিসেম্বর ২০১৭) | (ক) পেট-সিটি প্রযুক্তি স্থাপন; (খ) চিকিৎসা সেবা ও গবেষণার লক্ষ্যে আইসোটপ উৎপাদনের জন্যে সাইকোট্রন প্রযুক্তি স্থাপন; (গ) পেট-সিটি ও সাইকোট্রন প্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিকরণ। | ১২,০০০.০০ | ৩৫৪২.০০ |





প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পেট-সিটি যন্ত্র

| | | | | |
|----|--|---|---------|--------|
| ২. | <p>মংলা বন্দরে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ গবেষণাগার স্থাপন</p> <p>(জুলাই ২০১২-জুন ২০১৭)</p> | <p>(ক) মংলা বন্দরে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ তেজস্ক্রিয়তা ও বিকিরণের মাত্রা পরীক্ষণ গবেষণাগার স্থাপন;</p> <p>(খ) মংলা বন্দর দিয়ে আমদানিকৃত খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য পণ্যের তেজস্ক্রিয়তা ও বিকিরণের মাত্রা পরীক্ষণ;</p> <p>(গ) বন্দর এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষকে তেজস্ক্রিয় পদার্থবাহী পণ্য পরীক্ষায় সহায়তাকরণ;</p> <p>(ঘ) দেশে তেজস্ক্রিয় দুর্ঘটনার সময় জরুরি সেবা প্রদান।</p> | ১৯৩৮.০০ | ১৯৫.০০ |
|----|--|---|---------|--------|



প্রস্তাবিত গবেষণাগার ভবন

| | | | | |
|----|--|---|-----------|----------|
| ৩. | <p>রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ (১ম পর্যায়)</p> <p>(মার্চ ২০১৩- জুন ২০১৭)</p> | <p>(ক) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে কার্য ও সেবা বিষয়ক প্রাথমিক কার্যাদি সম্পাদন;</p> <p>(খ) সম্ভাব্যতা যাচাই ও ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে এবং পরিবেশক বিষয়ক সমীক্ষা পরিচালনা;</p> <p>(গ) ডিজাইন ডকুমেন্ট, প্রাথমিক নিরাপত্তা বিষয়ক রিপোর্ট প্রণয়ন এবং মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা।</p> | ৫০৮৭০৯.০০ | ৬১৮০০.০০ |
|----|--|---|-----------|----------|





মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ভিক্তিপ্রস্তর স্থাপন



প্রকল্পের চলমান নির্মাণকাজের চিত্র



প্রকল্পের চলমান নির্মাণকাজের চিত্র





প্রকল্পের চলমান নির্মাণকাজের চিত্র



গবেষণাগারের চলমান কার্যক্রম



রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ২০২১-২২ সময়ের কাঙ্ক্ষিত চিত্র



| | | | | |
|----|---|---|---------|---------|
| 8. | এস্টাবলিশমেন্ট অব ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিকেল ফিজিক্স (সেপ্টেম্বর ২০১৩-জুন ২০১৭) | (ক) দেশের পরমাণু চিকিৎসা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও সেবা প্রদানে সহায়তাকরণের জন্য ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিকেল ফিজিক্স স্থাপন; (খ) গবেষণাগার সুবিধা প্রদান ও বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন 'মেডিকেল ফিজিসিস্ট' এবং 'নিউক্লিয়ার মেডিসিন টেকনোলজিস্ট' তৈরি; (গ) পরমাণু চিকিৎসা প্রযুক্তির বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা; (ঘ) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এমফিল, পিএইচডি ও পোস্ট ডক্টরাল পর্যায়ে যৌথ গবেষণা পরিচালনা; (ঙ) প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য 'মেডিকেল ফিজিসিস্ট' বিদেশে প্রেরণ করে বৈদেশিক মুদ্রা আয়। | ৬২৩০.০০ | ৪৫৪৬.০০ |
|----|---|---|---------|---------|



প্রস্তাবিত আইএনএমপি ভবন

| | | | | |
|----|--|---|---------|---------|
| ৫. | আপগ্রেডিং এন্ড স্ট্রেন্গেনিং দ্যা ফ্যাসিলিটিজ অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এল্যাইড সায়েন্সেস (জানুয়ারি ২০১৫-জুন ২০১৭) | (ক) ইনস্টিটিউট-এর রোগীদের সেবাদান কার্যক্রম উন্নতকরণ; (খ) দেশের সাধারণ জনগণকে সাধ্যানুযায়ী খরচে আধুনিক নিউক্লিয়ার মেডিসিন-এর সেবাদান; (গ) নিনমাস ও অন্যান্য ইনস্টিটিউট-এর ডাক্তার ও বিজ্ঞানীদের গবেষণার সুযোগ ও প্রসার করা। | ২৪৭৫.০০ | ১৩৪১.০০ |
| ৬. | বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের খাদ্য ও বিকিরণ জীববিজ্ঞান সুবিধাদির আধুনিকীকরণ। (এপ্রিল ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৮) | (ক) আইএফআরবি'র ডিএনএ ড্যামেজ বায়োলজিক্যাল ডসিমিটার সিস্টেম উন্নয়নের জন্য একটি এডভান্সড মলিকুলার বায়োলজি ল্যাবরেটরি স্থাপন; (খ) কক্সবাজারে অবস্থিত Sterile Insect Technique (SIT) ইউনিটের জন্য একটি সেলফ কনটেইন্ড ড্রাই স্টোরেজ মোবাইল ইরেডি়েটর সংগ্রহ। (গ) বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি (স্থানীয় ও বৈদেশিক) সংগ্রহ করে বিজ্ঞানীদের গবেষণার সুযোগ প্রসার করা। (ঘ) গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের মিডিয়া, কেমিক্যাল এবং কনসুমবেলস্ সংগ্রহ করা | ৪৭৬৭.০০ | ১২০৫.০০ |



| (খ) বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) | | | | |
|--|---|--|----------|----------|
| ৭. | এস্টাবলিশমেন্ট অব ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্ (ডিআরআইসিএম) (জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৭) | (ক) রাসায়নিক পরিমাপ বিজ্ঞানের ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং Asia Pacific Metrology Program (APMP)/Bureau International des Poids et Mesures (BIPM)-এর পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ লাভের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ক্ষমতা অর্জন; (খ) ISO/IEC ১৭০৪৩ মান অনুযায়ী দেশীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারসমূহের মান নির্ধারণের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য Proficiency Testing/Inter-laboratory Comparison (PT/ILC) প্রোগ্রাম উন্নয়ন ও প্রচলন; (গ) ISO Guide ৩০ Series মান অনুযায়ী Traceable CRM উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণের প্রয়োজনীয় কারিগরি কাঠামোর উন্নয়ন; (ঘ) রাসায়নিক পরিমাপ বিজ্ঞানে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা। | ৩০৭৫.০০ | ৩০১.০০ |
| ৮. | বিসিএসআইআর এর প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টি | (ক) প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং বিজনেস ইনকিউবেটর সুবিধার প্রদানের উৎকর্ষ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। (খ) শিল্প উদ্যোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী কার্যকরী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে উদ্ভাবিত ব্যয়সাশ্রয়ী এবং পরীক্ষিত প্রযুক্তি সরবরাহ এবং ডিফিউশান। (গ) উন্নততর দেশের বিভিন্ন সেন্টার, এসোসিয়েশন, ইনস্টিটিউট ও বিভাগের সাথে কারিগরি চুক্তির মাধ্যমে নিডবেজড এবং ইমারজিং প্রযুক্তি সংগ্রহ করা এবং স্টার্টআপ ট্রায়াল, পাইলট ডেমোনস্ট্রেশন এবং শোকেস স্থাপন। (ঘ) সাসটেইনেবল ও ইনকুসিভ, গ্রাসরুট এবং ফ্লুয়াল ইনোভেশনের বিজনেস ইনকিউবেটর সুবিধাসমূহ দ্বারা নবীন উদ্যোক্তাদের পরামর্শ সহায়তা প্রদান করা। (ঙ) দেশ ও বিদেশের ব্যয়সাশ্রয়ী এবং বেস্টপ্যাক্সিস বিজনেস ইনোভেশনে সহায়তার জন্য গবেষণা এবং শিল্পের মধ্যে ইন্টারমিডিয়াটরী ভূমিকা রাখা। (চ) এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয়সহ অন্যান্য অঞ্চলের দেশসমূহের জন্য প্রযুক্তি বিনিময় প্রোগ্রামের জন্য উন্মুক্ত প্রাটফর্ম হিসেবে কাজ করা। | ৩৬৬৩.০০ | ১৯০০.০০ |
| ৯. | চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৯) | (i) To develop the institutional research capacity for advance R & D activities. (ii) To upgrade the existing laboratory into an accredited laboratory for testing of Leather Chemicals, Leather, Footwear, Leather Products and Accessories. (iii) To develop skill of scientists through training programme and to offer training in Leather and Leather sub-sector's people for increasing productivity. | ২৪৯৫.৬৪ | ৩৬৭.৭০ |
| (গ) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর | | | | |
| ১০. | জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভবন নির্মাণ (জানুয়ারি ২০১৪-জুন ২০১৮) | (ক) দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত কার্যক্রমকে সম্প্রসারণের জন্য স্থায়ী অবকাঠামো হিসেবে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভবন নির্মাণ; (খ) বিজ্ঞান একাডেমি ও বিজ্ঞান বিষয়ক অন্যান্য সংগঠন/সমিতি, ক্লাব প্রভৃতির জন্য স্থায়ী প্রাটফর্ম তৈরি; (গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড এবং এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য স্থায়ী অবকাঠামো তৈরি; (ঘ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত জাতীয়/আন্তর্জাতিক সভা, সম্মেলন, সিম্পোজিয়াম ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য একটি যুগোপযোগী অবকাঠামো তৈরি। | ২২৯৮৮.০০ | ১২২৬৩.০০ |





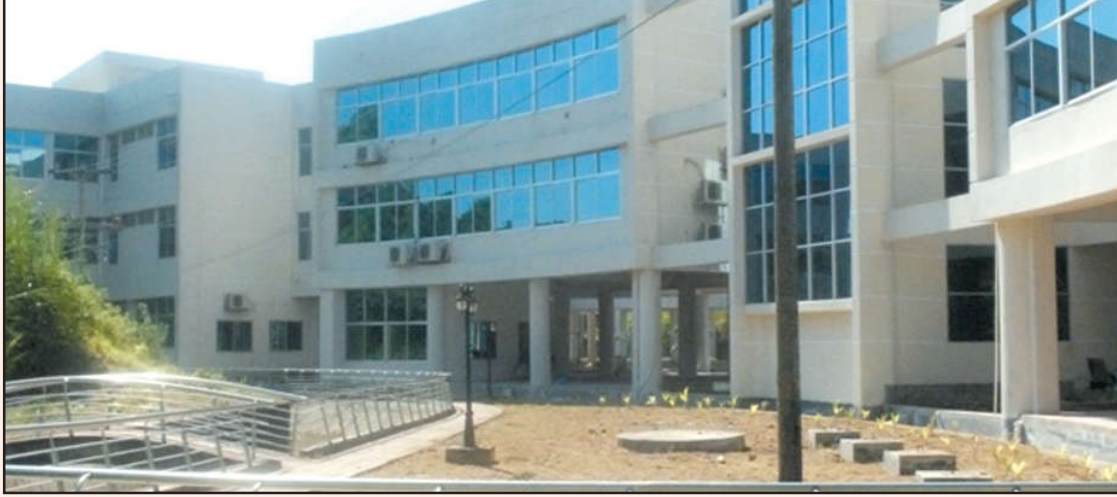
প্রস্তাবিত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভবন

| | | | | |
|---|--|--|----------|---------|
| ১১. | স্টাডি প্রজেক্ট ফর এস্টাবলিশিং এ ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্টেট অফ দি আর্ট সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি মিউজিয়াম (জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৬) | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা মোতাবেক মূল প্রকল্প “অত্যাধুনিক ও বিশ্বমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন এবং উক্ত ডিপিপির সমীক্ষা গ্রহণ | ১৯৫.০০ | ৪৪.০০ |
| (ঘ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়: | | | | |
| ১২. | জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম পর্যায়) (জুলাই ২০০০ - জুন ২০১৭) | (ক) সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রদান; (খ) সামুদ্রিক সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে প্রযুক্তি উদ্ভাবন; (গ) পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় যেমন: coast and deep sea circulation, island formations, water flow, oil spill over, waste dumping, blast water, deforestation effec: ইত্যাদি গবেষণা; (গ) জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয় যেমন: CO ₂ Gas, O ₃ layer, ice melting, coral destruction, oil gas extraction and their efficiency ইত্যাদির ওপর গবেষণা; (ঘ) দেশের যে সকল প্রতিষ্ঠান সমুদ্রবিজ্ঞান গবেষণায় সম্পৃক্ত তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান। | ১০২৩৪.০০ | ১৬০০.০০ |



নির্মানাধীন ইনস্টিটিউট ভবন





নির্মানাধীন ইনস্টিটিউট ভবন



নির্মানাধীন বিভিন্ন আবাসিক ভবন

| | | | | |
|-----|--|--|---------|---------|
| ১৩. | বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ প্রোগ্রাম (জুলাই ২০১০-ডিসেম্বর ২০১৬) | (ক) বাংলাদেশ বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার লক্ষ্যে দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ উন্নয়ন; (খ) দেশের/বিদেশে এমএস, পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে দক্ষতা বৃদ্ধি; (গ) গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। | ৮৫৯৫.০০ | ১১৬৪.০০ |
| ১৪. | স্টাডি প্রজেক্ট ফর এস্টাবলিশমেন্ট অফ মেরিন একুরিয়াম অ্যাট বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কক্সবাজার (সেপ্টেম্বর ২০১৫-জুন ২০১৭) | একটি দেশি কনসাল্টিং ফার্ম নিয়োগ করে সে ফার্ম দ্বারা BORI, কক্সবাজার, ক্যাম্পাসে আন্তর্জাতিক মানের একটি মেরিন একুরিয়াম স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ উক্ত স্টাডি কনসাল্টিং ফার্মের কয়েকজন প্রফেশনালসহ সরকারি কর্মকর্তাদের টিম কর্তৃক বিদেশে চলমান ২টি বিশ্বমানের মেরিন একুরিয়াম দেখার ২টি পৃথক ভ্রমণ টিমের পরিচালনা ও অংশগ্রহণ করে একুরিয়াম নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর প্রস্তাবিত মেরিন একুরিয়ামের প্রাথমিক ডিজাইন, নকশা, প্রাক্কলন ও মডেলিং প্রস্তুত করে স্থানীয় ওয়ার্কশপ/সেমিনারের মাধ্যমে এটির মডেল চূড়ান্তকরণ ও প্রস্তাবিত বিশ্বমানের মেরিন একুরিয়াম ইনভেস্টমেন্ট প্রজেক্টের ডিপিপি (DPP) প্রস্তুতকরণ। | ১৯৫.০০ | ১৬৫.০০ |



মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (www.baec.gov.bd)



বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, প্রধান কার্যালয়

পটভূমি

১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন বিগত চার দশক ধরে দেশের বৃহত্তম বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে এবং স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, পরিবেশ, জ্বালানি, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে পরমাণু চিকিৎসা সেবার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে একটি জাতীয় ইনস্টিটিউটসহ ১৫টি পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউট দেশব্যাপী সেবা প্রদান করছে এবং তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নিরূপণের মাধ্যমে আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্যের গুণগতমান নিশ্চিত করছে। কমিশনের অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে পারমাণবিক রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্য, চিকিৎসাসামগ্রী ও ওষুধ জীবাণুমুক্তকরণ, খাদ্য সংরক্ষণ, উন্নতমানের পলিমার সামগ্রী উদ্ভাবন, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বর্তমান বিশ্বে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরমাণু শক্তির গ্রহণযোগ্যতা এবং মানবকল্যাণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নে এর নানামুখি ব্যবহার উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করছে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে পরমাণু শক্তির ব্যবহার ২১ শতকের মিশ্র জ্বালানি পরিকল্পনায় এক বিরাট ভূমিকা রাখছে। দেশের সর্ববৃহৎ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই এ প্রকল্প বাস্তবায়নে অত্যন্ত কার্যকর এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। এ প্রকল্পের আওতায় পাবনার রূপপুরে প্রতি ইউনিট ১২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ২ ইউনিট বিশিষ্ট মোট ২৪০০ মেগাওয়াটের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে।



ভিশন

পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদানের লক্ষ্যে পারমাণবিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি সাধন দ্বারা আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন

মিশন

- ভৌত, জীব ও প্রকৌশল শাখার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারমাণবিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর মৌলিক, ব্যবহারিক ও উন্নত গবেষণা কর্মসূচির অগ্রগতি সাধন
- পারমাণবিক শক্তি (পারমাণবিক বিদ্যুৎ) বিষয়ক কর্মসূচির বাস্তবায়ন
- পারমাণবিক প্রযুক্তিনির্ভর সেবামূলক কর্মকাণ্ড ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছ দেয়া
- কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ ক্ষেত্রে পরমাণু প্রযুক্তির প্রয়োগ
- পারমাণবিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন
- বিকিরণজনিত নিরাপত্তাচর্চা প্রতিষ্ঠাকরণ
- খনিজসম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণে পরমাণু প্রযুক্তির ব্যবহার

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে একজন চেয়ারম্যান ও চার জন সদস্যসহ মোট ২১২৩টি পদ রয়েছে। তন্মধ্যে ১৮৪২ টি পদে কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছে।

বাজেট ও ব্যয়

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অনুকূলে ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত সরকারি বরাদ্দ, নিজস্ব আয় থেকে যোগান এবং প্রকৃত ব্যয়ের বিবরণী:

| অর্থ বছর | সরকারি বরাদ্দ | কমিশনের গঠন আইন অনুযায়ী সরকারি বরাদ্দের ঘাটতি বাবদ নিজস্ব আয় থেকে যোগান | মোট বরাদ্দ (২+৩) | প্রকৃত খরচ | মন্তব্য |
|-----------|---------------|---|------------------|------------|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ২০০৯-২০১০ | ৬৮২৪.০১ | ১৯০০.০০ | ৮৭২৪.০১ | ৮৭২২.০১ | সরকারি বরাদ্দের ২.০০ লক্ষ টাকা কম অবমুক্ত করা হয়েছে। |
| ২০১০-২০১১ | ৮৬২৮.০২ | ২২৭৫.০০ | ১০৯০৩.০২ | ১০৯০১.০২ | সরকারি বরাদ্দের ২.০০ লক্ষ টাকা কম অবমুক্ত করা হয়েছে। |
| ২০১১-২০১২ | ৮৯৪৫.৭১ | ২৪০০.০০ | ১১৩৪৫.৭১ | ১১৩৪৩.৭১ | সরকারি বরাদ্দের ২.০০ লক্ষ টাকা কম অবমুক্ত করা হয়েছে। |
| ২০১২-২০১৩ | ৯৭৫৯.৭৮ | ২৪৫০.০০ | ১২২০৯.৭৮ | ১২২০৫.০৮ | সরকারি বরাদ্দের ৪.৭০ লক্ষ টাকা কম অবমুক্ত করা হয়েছে। |
| ২০১৩-২০১৪ | ১০৬০৫.১৭ | ২৫০০.০০ | ১৩১০৫.১৭ | ১৩১০০.৪৭ | সরকারি বরাদ্দের ৪.৭০ লক্ষ টাকা কম অবমুক্ত করা হয়েছে। |
| ২০১৪-২০১৫ | ১১১৪৮.১৭ | ২৫০০.০০ | ১৩৬৪৮.১৭ | ১৩৬৪৩.৪৭ | সরকারি বরাদ্দের ৪.৭০ লক্ষ টাকা কম অবমুক্ত করা হয়েছে। |
| ২০১৫-২০১৬ | ১৭৩৫১.৮৩ | ২৬০০.০০ | ১৯৯৫১.৮৩ | ১৯৯৯৫১.৮৩ | ----- |
| ২০১৬-২০১৭ | ২০৭১০.৪৭ | ২৯৫০.০০ | ২৩৬৬০.৪৭ | ২৩৬৬০.৪৭ | ----- |



টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য

| ক্রম. নং | বিষয় | লক্ষ্যমাত্রা | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ২০২০ | ২০২৫ | ২০৩০ |
| ১ | গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে ব্যয় বাবদ বরাদ্দ | ৪৫০.০০ লক্ষ (রাজস্ব) | ৫০০.০০ লক্ষ (রাজস্ব) | ৫৫০.০০ লক্ষ (রাজস্ব) |
| ২ | গবেষক সংখ্যা | ৫১৪ জন | ৫৬৫ জন | ৬২২ জন |
| ৩ | বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশসমূহের সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সহযোগিতা চুক্তি | ৯টি | ১১টি | ১৩টি |

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য সেবা ও গবেষণা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম

- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু।
- গত ০৩-০৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে কক্সবাজারের ইনানীস্থ Royal Tulip Sea Pearl Beach Resort-এ IAEA-এর "39th Regional Meeting of National Representatives" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশসহ ১৯টি দেশের মোট ৪১ জন প্রতিনিধি এ সভায় অংশগ্রহণ করেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান প্রধান অতিথি হিসেবে এ সভা উদ্বোধন করেন।



৩৯ তম জাতীয় RCA প্রতিনিধি সভা, কক্সবাজার, বাংলাদেশ





আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার মহাপরিচালক মি. ইউকিয়া আমানো
বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে IAEA সদর দপ্তরে অভ্যর্থনা জানান

- ৩০ মে-০১ জুন ২০১৭ তারিখে International Conference on the IAEA Technical Co-operation Programme: Sixty Years and Beyond-Contributing to Development, Vienna, Austria-এ অনুষ্ঠিত Conference-এ IAEA আমন্ত্রণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনী বক্তব্য উপস্থাপন করেন।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩০ মে ২০১৭ মঙ্গলবার ভিয়েনার ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারের পেনারি হলে আইএইএ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন



- International Atomic Energy Agency (IAEA) কর্তৃক আয়োজিত ২৬-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে ভিয়েনা, অস্ট্রিয়ায় অনুষ্ঠিত 60th IAEA General Conference-এ মাননীয় মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেছেন। উক্ত Conference-এ বাংলাদেশের পক্ষ হতে একটি স্টল দেয়া হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত Conference-এ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের স্থাপিত স্টল পরিদর্শন করেন এবং পরিদর্শন বহিতে স্বাক্ষর করেন।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত Conference-এ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের স্থাপিত স্টল পরিদর্শন করেন এবং পরিদর্শন বহিতে স্বাক্ষর করেন।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য সেবা ও গবেষণা এবং উন্নয়ন (আরএন্ডডি) কার্যক্রম

পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, ঢাকা

পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের ১০টি বিভাগের বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে ৪১ জন ছাত্র/শিক্ষক/গবেষককে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনে গবেষণা সহায়তা প্রদান, গবেষণালব্ধ ফলাফল ৫৬টি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ, গবেষণালব্ধ ফলাফল স্টেকহোল্ডারদের অবহিত করার লক্ষ্যে একটি সেমিনার/কর্মশালা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে ৭টি বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করেছে।

এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিভাগের সেবামূলক কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হল।

রসায়ন বিভাগ

বিগত অর্থবছরে রসায়ন বিভাগের বিজ্ঞানীগণ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নমুনায় বিষাক্ত ধাতু ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ সনাক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করেছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকার পরিবেশের ওপর রাসায়নিক দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব পরীক্ষার্থে প্রকল্প এলাকার মাটি, ভূগর্ভস্থ পানি, তলানি, মাছ ও জলজ উদ্ভিদে বিভিন্ন ট্রেস মেটাল, Wilson's রোগ নির্ণয়ের জন্য ইউরিনে কপারের মাত্রা, বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরের বাতাসে বায়ুকণা ও কালো কার্বনের পরিমাণ নির্ণয়ের মাধ্যমে Transboundary Contribution এবং Haze Creating কণার উৎস নির্ণয় করা হয়েছে। এ বিভাগ মোট ৩,১৩৪ টি নমুনার বিশ্লেষণকাজ সম্পন্ন করে মোট ৩৪,৪৮,০৮১/- (চৌত্রিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার একাশি টাকা) আয় করেছে।



ইলেকট্রনিক্স বিভাগ

এ প্রতিষ্ঠানের ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতিসমূহ সচল রাখার লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক্স বিভাগ যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং স্থাপনের কাজে সেবা প্রদান করে থাকে। এ বিভাগ গবেষণা কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতিসহ কম্পিউটার, টেলিফোন এবং ইন্টারকম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পাদন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে আহছানউল্লাহ ইনস্টিটিউট অব টেকনিক্যাল এন্ড ভকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ১২ জন ছাত্রকে ইলেকট্রনিক্স বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

স্বাস্থ্য-পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

এ বিভাগ রোগ নির্ণয়, ক্যান্সারের চিকিৎসা, শিল্প, কৃষি, শিক্ষা ও গবেষণার কাজে বিকিরণ যন্ত্র ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যক্তি পরীক্ষণ সেবা প্রদান করেছে। এ সময়ে বিকিরণ ব্যবহারকারী নতুন নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৬,৮১৬ জন বিকিরণ কর্মীকে ব্যক্তি পরীক্ষণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে ৪৫,৮৩,৮৮৮/- (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ তিরিশি হাজার আটশত আটশি টাকা) রাজস্ব আয় করে। এছাড়া ১,৬১৫ টি খাদ্যনমুনায় তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পরীক্ষা করে মোট ৫৩,৪৪,৬১৫/- (তিপ্পান্ন লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার ছয়শত পনের টাকা) রাজস্ব আয় করেছে।

নন-ডেস্ট্রাক্টিভ টেস্টিং বিভাগ

এনডিটি মূলত প্রযুক্তিনির্ভর কিছু পদ্ধতি যা প্রয়োগ করে শিল্পে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও মানের নিশ্চয়তা প্রদান করে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে মোট ১৫টি প্রতিষ্ঠানকে এ সেবা প্রদান করে ৮,০০,৯৫০/- (আট লক্ষ নয়শত পঞ্চাশ টাকা) রাজস্ব আয় করে। এছাড়া এ বিভাগ মানবসম্পদ উন্নয়নে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, সার কারখানা, গ্যাসক্ষেত্র, জাহাজ নির্মাণ কারখানা, সিমেন্ট কারখানা, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী, সমরাস্ত্র কারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ৮১ জনকে এনডিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

বস্তুবিজ্ঞান বিভাগ

এ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মাইক্রো ও ন্যানো স্কেলে চুম্বকীয় বস্তু ও গবেষণা কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ। এছাড়াও হেমাটাইট ও কক্সবাজারের ম্যাগনেটাইট ব্যবহার করে নরম ফেরাইট চুম্বকীয় বস্তুর উদ্ভাবন ও গুণাগুণ পরীক্ষা, XRD ব্যবহার করে বিভিন্ন অর্জিব ও ধাতব পদার্থের গুণাগুণ, গঠন ও পরিমাণগত মান নির্ণয়ের কাজ করেছে। এ বিভাগ কর্তৃক X-ray Diffraction and Scanning Electron Microscope-এর মাধ্যমে ০৪টি প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট ৮০৯ টি নমুনার বিশ্লেষণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে ৮২,৪৫০/- (বিরিশ হাজার চারশত পঞ্চাশ টাকা) রাজস্ব আয় করেছে।

পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সর্ববৃহৎ গবেষণা স্থাপনা হল পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার। প্রতিবেদনাধীন সময়ে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজে এ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ইনস্টিটিউট/ইউনিটসমূহে ৫০ জন ছাত্র/শিক্ষক/গবেষককে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য গবেষণা সহায়তা প্রদান, দেশিয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে ৭৬ টি গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রবন্ধাকারে প্রকাশ, গবেষণালব্ধ ফলাফল স্টেকহোল্ডারদের অবহিত করার লক্ষ্যে দুইটি সেমিনার/কর্মশালা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে ২৫টি বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ইনস্টিটিউট/ইউনিটসমূহের সেবামূলক কাজের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট

পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটি (আইএনএসটি)-এর অন্তর্ভুক্ত বিভাগসমূহ প্রতিবেদনাধীন সময়ে ৭৯৯টি নমুনার বিশ্লেষণ সেবা প্রদান করেছে। ইনস্টিটিউটের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সেবা/গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

রেডিওআইসোটোপ উৎপাদন বিভাগ

রেডিও আইসোটোপ প্রডাকশন বিভাগ, এইআরই, সাভার ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মোট ৮০৪ টি টেকনিশিয়াম-৯৯এম জেনারেটর সরবরাহ এবং ১৩৩৩.৬৫ এইয় আয়োডিন-১৩১ ডিসপেন্সিং করে ১টি জাতীয় পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউটসহ



মোট ১৫টি পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউট এবং ৭টি সরকারি/বেসরকারি হাসপাতালে সরবরাহ করেছে। শুধু সরকারি/বেসরকারি হাসপাতালে সরবরাহ করে মোট ১,০৮,৬০,০০০/- (এক কোটি আট লক্ষ ষাট হাজার টাকা) রাজস্ব আয় করেছে।



গবেষণাগারে টেকনেশিয়াম-৯৯এম এবং আয়োডিন-১৩১ উৎপাদন

স্বাস্থ্য পদার্থবিজ্ঞান ও তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট

পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত BAEC TRIGA Research Reactor (BTRR)-এর ১০ কি.মি. ব্যাসার্ধের মধ্যে সংগৃহীত পরিবেশগত নমুনা (যেমন মাটি, পুকুরের পানি, টিউবওয়েলের পানি, শাক-সবজি, দুধ, মাছ ইত্যাদি) সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শেষে গামা স্পেকট্রোমেট্রি সিস্টেমের সাহায্যে তথ্য (Data) সংগ্রহ করে তথ্য উপাত্ত প্রস্তুত করা হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিকের তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিরাপদে সংরক্ষণ, তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপ এবং ৮৫টি যন্ত্রের ডোজিমেট্রি ও ক্যালিব্রেশন-এর কাজ সম্পাদন করেছে।

নিউক্লিয়ার এন্ড রেডিয়েশন কেমিস্ট্রি বিভাগ

প্রতিবেদনাধীন বছরে এ বিভাগে ধানের প্লান্ট গ্রোথ প্রমোটর হিসেবে ওলিগো কাইটোসান প্রয়োগ এবং বিভিন্ন গবেষণা কাজে ব্যবহৃত গবেষণাগারের পানির মান নির্ণয়ের কাজ সম্পন্ন করেছে।

খাদ্য ও বিকিরণ জীববিজ্ঞান ইনস্টিটিউট

খাদ্য ও বিকিরণ জীববিজ্ঞান ইনস্টিটিউট (আইএফআরবি) নানাবিধ গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজে ৪৮১টি নমুনা বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন করেছে। এছাড়া এই ইনস্টিটিউটের অধীনস্থ বিভিন্ন বিভাগে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

ক. গামা সোর্স বিভাগ

এ বিভাগ ইরেডিয়েশন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রমের পাশাপাশি পরমাণু শক্তি কমিশনের বিভিন্ন গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বিকিরণ সেবা প্রদান করেছে এবং বিভিন্ন কোম্পানি কর্তৃক প্রেরিত ৭৮ টন খাদ্য ও ৩,৫১৩ সিএফটি চিকিৎসাসামগ্রী নমুনায় বিকিরণ সেবা প্রদান করে ৫৪,০৮,১২৬/- (চুয়ান্ন লক্ষ আট হাজার একশত ছাব্বিশ টাকা) রাজস্ব আয় করেছে।

খ. খাদ্যপ্রযুক্তি বিভাগ

এই বিভাগ বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতের ফল, খাদ্যদ্রব্য, দুধ ইত্যাদির Functional properties যেমন phenol, flavonoid, Vitamin C, reducing sugar, TSS, acidity, pH ইত্যাদি এবং বিভিন্ন কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রীর পুষ্টিমান বিশ্লেষণ/অ্যানালাইসিস-এর কাজ সম্পন্ন করেছে।



গ. এগ্রোকেমিক্যাল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ ইউনিট

HPLC, GC-MS এবং AAS ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহার করে দেশি এবং বহুজাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন, Masafi Bread and Biscuit Industries Ltd., Vegan Agro Limited Co., British American Tobacco Bangladesh থেকে প্রাপ্ত নমুনায় বিভিন্ন ধরনের কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ এবং Trace & Heavy metals বিশ্লেষণ সেবা প্রদান করে ৮,৫৭,৩০০/- (আট লক্ষ সাতান্ন হাজার তিনশত টাকা) রাজস্ব আয় করেছে।

ঘ. মাইক্রোবায়োলজি এন্ড ইমিউনোলজি ইরেডিয়েশন বিভাগ

গবেষণার পাশাপাশি এ বিভাগ বিভিন্ন ওষুধ ও খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের খাদ্যসামগ্রী, পানি এবং চিকিৎসাসামগ্রীর মাইক্রোবায়োলজিক্যাল বিশ্লেষণ সেবা প্রদান করে ৪২,০০০/- (বিয়াল্লিশ হাজার টাকা) রাজস্ব আয় করেছে।

ইনস্টিটিউট অব রেডিয়েশন এন্ড পলিমার টেকনোলজি

এ ইনস্টিটিউটে স্থাপিত ৩৫০ কিলো কিউরি কোবাল্ট-৬০ ইরেডিয়েটরটি গবেষণা ও সেবা প্রদানে ব্যবহার করে চিকিৎসাসামগ্রী জীবাণু ও দূষণমুক্তকরণ, কৃষিজাত পণ্যের সঞ্চারিত (Quarantine) ও সংরক্ষণ, দ্রব্যের গুণগতমান উন্নয়ন, চিংড়ির খোসা এবং সামুদ্রিক শেওলা থেকে শস্য, ফল ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি সহায়ক উপাদান তৈরির কাজ সম্পাদন করেছে। এ ইনস্টিটিউট বিভিন্ন গবেষণাগারে ব্যবহৃত পানিসহ বিভিন্ন কোম্পানি থেকে প্রেরিত ৫৩.৩০ টন খাদ্যসামগ্রীতে বিকিরণ সেবা প্রদান করে ২০,১৮,৯২১/- (বিশ লক্ষ আঠার হাজার নয়শত একুশ টাকা) রাজস্ব আয় করেছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার (৪টি) মৌসুমি খাদ্য সংরক্ষণ এবং প্লান্টের গ্রোথ প্রমোটার হিসেবে ফরমালিনের বিকল্প কাইটোসানের সফল প্রয়োগ সম্পাদন করেছে।



৩৫০ কিলোকিউরি কোবাল্ট-৬০ গামাসোর্স বিকিরণ প্ল্যান্ট

ইনস্টিটিউট অব কম্পিউটার সায়েন্স

ইনস্টিটিউট অব কম্পিউটার সায়েন্স কম্পিউটার বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক মানবসম্পদ উন্নয়নসহ গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এ বছর প্রতিষ্ঠানটি মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সর্বমোট ৩৬ জনকে আইসিটি-এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সাভারস্থ AERE-তে LAN Design, সার্ভার installation এবং AERE, AECD Ges BAEC HQ-এ Wifi internet connection সংযোগ স্থাপনের কাজ সম্পাদন করেছে। এছাড়াও ২টি নতুন সফটওয়্যার তৈরিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৫৪টি কম্পিউটার মেরামত ও সার্ভিসিং এবং পদোন্নতিপ্রাপ্ত/নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের ৬০৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিচয়পত্র তৈরি/সরবরাহের কাজ সম্পাদন করেছে।



ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স

এ ইনস্টিটিউট পরমাণু শক্তি কমিশনের বিভিন্ন গবেষণাগারে ব্যবহৃত নিউক্লিয়ার যন্ত্র উদ্ভাবন ও উৎপাদন; যন্ত্রপাতি মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্গঠন; তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপন যন্ত্রপাতি তৈরি এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট/কলেজের ১০৮ জন ছাত্রকে নিউক্লিয়ার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

সেন্টার ফর রিসার্চ রিঅ্যাক্টর

সাভারস্থ তিন মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রিগা মার্ক-২ গবেষণা রিঅ্যাক্টরটি বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরমাণু গবেষণা স্থাপনা। গবেষণা রিঅ্যাক্টরটি নিউট্রন একটিভেশন এনালাইসিস, নিউট্রন রেডিওগ্রাফি, নিউট্রন স্ক্যাটারিং গ্রুপের বিভিন্ন গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে জনবল প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। সেন্টার ফর রিসার্চ রিঅ্যাক্টর-এর প্রকৌশলী/বিজ্ঞানীগণ রিঅ্যাক্টরটি সুষ্ঠুভাবে চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। রিঅ্যাক্টর চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও IAEA-এর সাথে Non-Proliferation Treaty (NPT)-এর অধীনে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক Safeguards Agreement এবং Protocol, Additional to the Safeguards Agreements-এর আওতায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন, যেমন Inventory Change Report (ICR), Material Balance Report (MBR), Physical Inventory Listing (PIL), Yearly and Quarterly Update Declarations ইত্যাদি নিয়মিত প্রস্তুত ও প্রেরণ করছেন। গবেষণা কাজে ব্যবহারসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের কাজের জন্য সর্বমোট ১৪৮.২৫ ঘণ্টা (২৫৭ MWh) রিঅ্যাক্টর চালনা করে ২২৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ইনস্টিটিউট অব টিস্যু ব্যাংকিং এন্ড বায়োম্যাটেরিয়াল রিসার্চ

এ প্রতিষ্ঠান অব্যবহৃত/পরিত্যক্ত বিভিন্ন প্রকার প্রাণীজ/মানবীয় টিস্যু সংগ্রহ করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিকিরণের সাহায্যে জীবাণুমুক্তকরণ ও যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণ করে পুনর্বাসন শল্যচিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সরবরাহ করেছে। বর্ণিত অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগারে ৫,৭২৫টি অ্যামনিয়ন গ্রাফট এবং ১৫,৫৩৩ সিসি অস্থি গ্রাফট প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিকিরণের সাহায্যে জীবাণুমুক্তকরণ ও মান-নিয়ন্ত্রণের কাজ সম্পন্ন করে দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল/ক্লিনিকে সরবরাহ করে রোগীদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে ৭,৬৯,৩৪০/- (সাত লক্ষ ঊনসত্তর হাজার তিন শত চল্লিশ টাকা) রাজস্ব আয় করেছে।

খাদ্য ও বিকিরণ জীববিজ্ঞান ইনস্টিটিউট

মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সাভারস্থ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট FTC, BNOB, In House প্রশিক্ষণসহ জাতীয় গুদ্রাচার প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রোগ্রামের আওতায় ১৭৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

সেন্ট্রাল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ (সিইএফ)

এ বিভাগ পরমাণু শক্তি কমিশনের গবেষণা কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি মেরামত ছাড়াও বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট/কলেজের ৩৪ জন ছাত্রকে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

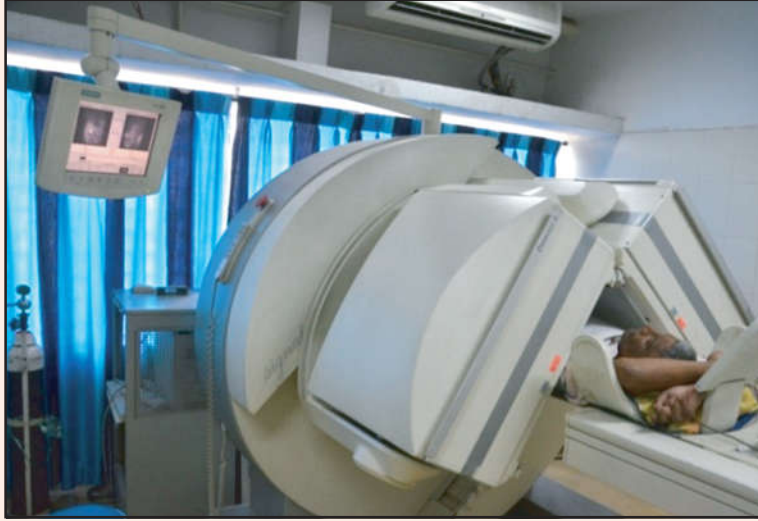
পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, চট্টগ্রাম

আমদানিকৃত খাদ্যের তেজস্ক্রিয়তা মাত্রা নিরূপণ করে প্রতিবেদনাধীন সময়ে এ কেন্দ্র ৪টি যন্ত্রের ক্যালিব্রেশন কাজ সম্পাদন করেছে এবং আমদানিকৃত ১৫,১১৯টি খাদ্যনমুনার তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা করে মোট ১৮,৪২,৫৭,৪৯২/- (আঠার কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার চারশত বিরানব্বই টাকা) রাজস্ব আয় করেছে।



পরমাণু চিকিৎসা ইন্সটিটিউটসমূহ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এলাইড সায়েন্সেস-সহ দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ/সদর হাসপাতাল সংলগ্ন ১৪টি ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এলাইড সায়েন্সেস যেমন: ঢাকা, মিটফোর্ড, দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, সিলেট, খুলনা, কুমিল্লা, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম-এ বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে। প্রতিবেদনাদীন সময়ে এ সকল পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউট থেকে ৩,৯৯,৯২৮ জন রোগীকে পরমাণু চিকিৎসা সেবা, ৫,৬৬৮ টি রুগীর রক্তনমুনা বিশ্লেষণ সেবা প্রদান করে সর্বমোট ২৫,০৩,৭১,৪৯৯/- (পঁচিশ কোটি তিন লক্ষ একাত্তর হাজার চারশত নিরানব্বই টাকা) রাজস্ব আয় করেছে। এ সেবা প্রদানের পাশাপাশি ২২ জন ছাত্র/শিক্ষক/গবেষককে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনে গবেষণা সহায়তা প্রদান, গবেষণালব্ধ ফলাফল ৩৫টি দেশিয়/আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রবন্ধ আকারে প্রকাশ, গবেষণালব্ধ ফলাফল স্টেকহোল্ডারদের অবহিত করার লক্ষ্যে একটি সেমিনার/কর্মশালা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে ২৮টি বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করেছে।



ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড
এ্যালায়েড সায়েন্সেস (নিমমাস) -এ PET CT যন্ত্রের সাহায্যে রোগীর সেবা প্রদান

আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিভাগ (আইএডি)

এ বিভাগ TC, RCA, Non RCA, CRPs, FNCA, FFCS, ITC ইত্যাদি প্রোগ্রামের আওতায় মানবসম্পদ উন্নয়নে ২১২ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণে সহায়তা প্রদান করেছে।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন ও গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিমালার অনুসরণে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন দেশের গবেষণা সুবিধাদির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে (০১ জুলাই ২০১৬ হইতে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত সময়) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ৮টি প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ০৮টি প্রকল্পে এডিপিতে মোট ৩৭২৮০৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৫৭৯৯৮.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে যার শতকরা পরিমাণ ৯৬.০৩%। অবমুক্তির (৩৫৮০৬৭.১১ লক্ষ টাকা) বিপরীতে বাস্তবায়নের অগ্রগতির হার ৯৯.৯৮%। সম্প্রতি মংলা বন্দরে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ গবেষণাগার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করেছে।





রেডিওঅ্যাকটিভিটি টেস্টিং এন্ড মনিটরিং ল্যাব (আরটিএমএল), মংলা



১৭-২১ জুলাই ২০১৬ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং সচিবগণ কর্তৃক রেফারেন্স প্লান্ট (নভোভরনেজ) পরিদর্শন



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দের পরিদর্শন



পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের রূপপুর প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন



- ২০০০ সালে সরকার কর্তৃক Bangladesh Nuclear Power Action Plan (BANPAP) অনুমোদন লাভ।
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের বিভিন্ন গবেষণাগারের মান উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যসেবার পরিধি অধিকতর বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬ (ছয়)টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- সেবাদান খাতে মোট আয় ২৫,৬৪,৭০,১০৩/- (পঁচিশ কোটি চৌষট্টি লক্ষ সত্তর হাজার একশত তিন টাকা)।

২০০৯-২০১৭ সময়ে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের উল্লেখযোগ্য অর্জনের তথ্য

- গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ৬৯৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ প্রদান।
- বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ১৭৩৩ টি গবেষণা প্রবন্ধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ।
- ২৯০১৯৯৫ জন রোগীকে পরমাণু চিকিৎসা সেবা প্রদান করে মোট ১৪৪১০০২৩৬২/- (একশত চুয়াল্লিশ কোটি দশ লক্ষ দুই হাজার তিন শত বাষট্টি টাকা) রাজস্ব আয়।
- পুনর্বাসন শল্যচিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য ৭৮০৮২ সিসি বোন গ্রাফট ও ৩০১২৩ পিস এ্যামনিয়ন গ্রাফট বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সরবরাহ করে ৪০৭১৮৮৮/- (চল্লিশ লক্ষ একাত্তর হাজার আট শত আটশি টাকা) রাজস্ব আয়।
- ৬৮১১টি Tc-99^m জেনারেটর ও ৭২৪৬.৯১ কিউরি ও-১৩১ উৎপাদন এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীনস্থ নিনমাস ও ইনমাসসহ বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে সরবরাহ করে ২৪৩২০৭৮১/- (দুই কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার সাতশত একাশি টাকা) রাজস্ব আয়।
- আমদানিকৃত ৯৩২২৮টি বিভিন্ন খাদ্যনমুনার তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ ও ১০৮২৬১৩৪১০/- (একশত আট কোটি ছাব্বিশ লক্ষ তের হাজার চারশত দশ টাকা) রাজস্ব আয়।
- রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও এনডিটি সেবাসহ অন্যান্য সেবা প্রদান করে ১৪৯৩১৬৩৪৫/- (চৌদ্দ কোটি তিরানব্বই লক্ষ ষোল হাজার তিন শত পঁয়তাল্লিশ টাকা) রাজস্ব আয়।
- মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ৩৭৪৩ জন প্রশিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উচ্চতর ডিগ্রি লাভের জন্য ১৫৪৭ জন ছাত্র/শিক্ষক/গবেষকদের শিক্ষা কার্যক্রম ও গবেষণা তত্ত্বাবধান পরিচালনা করা।
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের বিভিন্ন গবেষণাগারের মান উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যসেবার পরিধি অধিকতর বৃদ্ধির লক্ষ্যে জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৪০২১০.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৮টি এডিপি প্রকল্প সম্পন্ন।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প: দেশের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন উদ্যোগ

- দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎচাহিদার বিষয়টি বিবেচনা করলে দেশের আর্থসামাজিক তথা নাগরিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই। বর্তমানে দেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত প্রধানত গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক গ্যাস এবং কয়লার মজুদ আমাদের দেশে অত্যন্ত সীমিত। ফলশ্রুতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাংলাদেশকে আমদানি-নির্ভর তরল পেট্রোলিয়ামের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করতে হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার ফলে পেট্রোকেমিকেলস জাতীয় শিল্পদ্রব্য তৈরিতে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে, কৃষির জন্য সার উৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে এবং এলপি গ্যাস আমদানি করতে হচ্ছে। তেল ও কয়লা আমদানিতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে। এতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ছে বটে, কিন্তু সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। কৃষিকাজ এবং নতুন নতুন শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা সর্বোপরি দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য আমাদের আরও অনেক বেশি বিদ্যুৎশক্তি প্রয়োজন। এসব বিষয় বিবেচনা করে বর্তমান সরকার একটি উপযুক্ত মিশ্র-জ্বালানি-প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এটা নিশ্চিতভাবে বর্তমান সরকারের উত্তম প্রয়াসগুলোর একটি।



- আমাদের দেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয় ১৯৬১ সালে। সেই লক্ষ্যে পাবনা জেলার রূপপুরে প্রকল্প এলাকার জন্য প্রায় ২৬০ একর এবং আবাসিক এলাকার জন্য ৩২ একর জমি অধিগ্রহণ করে ভূমি উন্নয়ন, অফিস, রেস্ট হাউজ এবং বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন নির্মাণসহ ৭২টি আবাসিক ইউনিটের নির্মাণকাজও আংশিকভাবে সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের অনেকগুলো সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পর তৎকালীন সরকার কর্তৃক ১৯৬৩-৬৯ সালে প্রকল্পটি অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও অনিবার্য কারণে এতদসংক্রান্ত কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭৭-৮৬ সালে এম. এস. সোফরাটম কর্তৃক ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন, 'একনেক' কর্তৃক পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১২৫ মেগাওয়াট) অনুমোদন এবং যৌথ উদ্যোগে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে জার্মানি থেকে প্রস্তাব করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে উপরোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা সত্ত্বেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর অধিকতর নির্ভরশীলতা এবং যথোপযুক্ত পদক্ষেপের অভাবে তা বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৯৬ সালে তদানীন্তন সরকার প্রকল্পটি বাস্তবায়নে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং জাতীয় জ্বালানি নীতি, ১৯৯৬-এ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করা হয়। ১৬ অক্টোবর, ১৯৯৭ তারিখে তৎকালীন সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ২০০০ সালে সরকার কর্তৃক Bangladesh Nuclear Power Action Plan (BANPOP) অনুমোদিত হয়। ২০০৯ সালে সরকার "ভিশন-২০২১" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে ২০২১ সালের মধ্যে ২০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিতকরণকল্পে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও রাশিয়ান ফেডারেশনের মধ্যে ১৩ মে ২০০৯ তারিখে একটি 'পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার' বিষয়ক একটি 'সমঝোতা স্মারক', ২১ মে ২০১০ তারিখে 'Framework Agreement' স্মারক এবং ০২ নভেম্বর ২০১১ তারিখে রূপপুরে দু' ইউনিট বিশিষ্ট VVER Type পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত- আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ২০১৩ সালের ১৫ জানুয়ারি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পশ্চতমূলক পর্যায়ের নির্মাণকার্যাদি সম্পাদনের জন্য ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের State Export Credit সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ২ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রথম পর্যায় কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।
- ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Operating Organization প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বিধান সম্বলিত পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আইন, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়।
- ১৮ আগস্ট ২০১৫ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ অন্যান্য পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য Nuclear Power Plant Company Bangladesh Limited (NPCBL) গঠন করা হয়।
- ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের মূল পর্যায়ের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য General Contract for Rooppur Nuclear Power Plant Construction স্বাক্ষরিত হয়।
- দেশের পারমাণবিক অবকাঠামো উন্নয়নের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ)-এর ২০১১ সালে পরিচালিত Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) Mission কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন অগ্রগতি রিভিউ করার জন্য ১০-১৬ মে ২০১৬ INIR follow-up Mission পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশের INIR Mission কর্তৃক সকল সুপারিশের যথাযথ বাস্তবায়নের অগ্রগতিতে আইএইএ সন্তোষ প্রকাশ করে। ২১ জুন ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Site Licence প্রদান করা হয়।
- ২৬ জুলাই, ২০১৬ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের মূল পর্যায়ের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে স্টেট ক্রেডিট চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। ০৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে একনেক ১,১৩,০৯২.৯১ কোটি টাকা প্রাক্কলন ব্যয়ে "রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ" প্রকল্প অনুমোদন করে।



- ৩০ আগস্ট ২০১৭ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Spent Nuclear Fuel ফেরত নেওয়ার বিষয়ে রাশিয়ান ফেডারেশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে একটি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়।
- ৩০ মে ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিয়েনা, অস্ট্রিয়ায় অনুষ্ঠিত 'Conference on the IAEA Technical Co-operation Programme: 60 years and Beyond-Contribution to Development'-এ উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন।
- ৩ জুলাই ২০১৭ তারিখে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার মহাপরিচালক জনাব ইউকিয়া আমানো রূপপুর প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন এবং রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের অগ্রগতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সঠিক পথে এগোচ্ছে এবং বাংলাদেশ উচ্চমানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্বলিত পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছে।
- ৩০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম কংক্রিট ঢালাইয়ের উদ্বোধন করেন। আশা করা যায় আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সর্বমোট ২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় পাওয়ার গ্রিডে যুক্ত হবে।

উল্লেখযোগ্য ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম

- ই-ফাইলিং
- ই-টেন্ডারিং
- ডিজিটাল অ্যাটেন্ড্যান্ট সিস্টেম
- বার্ষিক প্রতিবেদন ডিজিটাইজেশন
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের বৈজ্ঞানিক জার্নাল ডিজিটাইজেশন
- নিনমাস ও ইনমাস ঢাকাতে অনলাইন পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
- ফরেন ভিজিট ডাটাবেজ
- প্রকাশনার তথ্যভান্ডার
- কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য সম্বলিত ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম

আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস উদ্‌যাপন

- ২৩ জুন ২০১৬ খ্রি. তারিখ “আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস” উপলক্ষে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের আওতাধীন সকল কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠান/ইউনিট যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের মধ্য দিয়ে কমিশনের সকল কার্যক্রম ব্যানার/ফেস্টুনের মাধ্যমে জনসাধারণের মাঝে প্রচার করে।

১৯৯৬-২০০১ সময়ে বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা

- পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র বগুড়া, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।
- সৈকত বালি আহরণ কেন্দ্র কক্সবাজারের পুনর্বাসন এবং পাইলট প্ল্যান্টের মান উন্নয়ন।
- পরমাণু খনিজসম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণ: জয়পুরহাট-সিলেট ডাউকিচ্যুটি এলাকা।
- পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ।
- চট্টগ্রামে তেজস্ক্রিয় গবেষণাগার ভবন নির্মাণ ও শক্তিশালীকরণ।
- সাভারস্থ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ট্রিগা রিঅ্যাক্টরের ডিকে ট্যাংক প্রতিস্থাপন।



২০০৯ - জুন ২০১৭ সময়ে বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা

- পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, দিনাজপুর, বরিশাল, খুলনা, রংপুর ও ময়মনসিংহ-এর আধুনিকীকরণ।
- ট্রিগা মার্ক-২ গবেষণাচুল্লির ব্যবহার শক্তিশালীকরণ।
- এসএসডি ল্যাবরেটরির সুবিধাদি শক্তিশালীকরণ।
- পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র ও আল্ট্রাসাউন্ড মিটফোর্ড, কুমিল্লা এবং ফরিদপুর-এর সুবিধাদি শক্তিশালীকরণ।
- ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি: (ক) ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ল্যাবরেটরি ফ্যাসিলিটিজ এবং (খ) ট্যান্ডেম এক্সিলারেটর ফ্যাসিলিটিজ স্থাপন।
- পরমাণু শক্তি কেন্দ্র ঢাকার সুবিধাদি শক্তিশালীকরণ।
- নবজাতকের মধ্যে জন্মগত হাইপো-থাইরয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ।
- বাংলাদেশে ভিএলএসআই প্রযুক্তির জন্য সেন্টার অফ এক্সিলেন্স স্থাপন।
- পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র বগুড়া, বরিশাল, খুলনা, ময়মনসিংহ ও রংপুর-এর গবেষণা ও সেবা সম্প্রসারণ ও টিসি-৯৯ কিট উৎপাদন।
- পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ-২য় পর্যায় এবং ট্রিগা মার্ক-টু গবেষণাচুল্লির ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।
- চট্টগ্রাম পরমাণু শক্তি কেন্দ্র স্থাপন।
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে অপরিহার্য কার্যাবলি সম্পাদন।
- কক্সবাজার পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র ও একটি Sterile Insect Technique Unit স্থাপন।
- ইন্সটিটিউট অব ফুড এন্ড রেডিয়েশন বায়োলজি (আইএফআরবি)-এর অবকাঠামো উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।
- আপগ্রেডিং এন্ড স্ট্রেনদেনিং দ্যা ফ্যাসিলিটিজ অফ ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এ্যালাইড সায়েন্সেস স্থাপন।
- মংলা বন্দরে স্থাপিত তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ গবেষণাগার স্থাপন।

২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করে এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

- ২০২১-এর মধ্যে সাভারস্থ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ২০-৩০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন গবেষণা চুল্লি স্থাপনের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু।
- ২০১৮ খ্রি. এর মধ্যে নিনমাস, শাহবাগ সাইকোট্রন স্থাপন ও কার্যক্রম শুরু।
- ২০২০-এর মধ্যে দেশের বিভিন্ন জেলা/বিভাগীয় শহরে নতুন ৮ (আট) টি ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এলায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন।
- ২০১৯-এর মধ্যে বাগেরহাটের মংলায় স্থাপিত তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষাগারের মানবসম্পদ উন্নয়নসহ আবাসিক সুবিধাদি স্থাপন।
- ২০১৮-এর মধ্যে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ।
- ২০২১-এর মধ্যে ইনমাস, ময়মনসিংহ এবং সাভারস্থ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নিউক্লিয়ার মেডিক্যাল ফিজিক্স ইন্সটিটিউটে সাইকোট্রন সুবিধাদিসহ পেটসিটি স্থাপন এবং রোগীর বিশেষায়িত সেবা প্রদান।
- দেশের আরো ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন।



- সরকারের প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়নকে সহায়তার লক্ষ্যে ইন্সটিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স-এর গবেষণাগার সুবিধা উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন ।
- দেশের দক্ষিণাঞ্চলে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে সমীক্ষা প্রকল্প ।
- ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস), ময়মনসিংহ এবং ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার মেডিকেল ফিজিক্স (আইএনএমপি), সাভারে সাইকোট্রন সুবিধাদিসহ পোটসিটি স্থাপন এবং রোগীর সেবা কার্যক্রমসমূহ উন্নতকরণ ।
- রেডিওথেরাপি, ডায়াগনস্টিক, রেডিওলজি ও নিউট্রন ক্রমাংকন ও মান নিয়ন্ত্রণে স্ট্যান্ডার্ড গবেষণাগার স্থাপন ।
- বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক গবেষণা ও উন্নয়নে পরমাণু খনিজ ইউনিটের সক্ষমতা বৃদ্ধি ।
- সাভারস্থ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে নতুন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গবেষণা রিঅ্যাক্টর স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প ।

২০৩০ সালে SDG অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

- গবেষণা ও উন্নয়ন (আর এন্ড ডি) খাতে ব্যয় বাবদ বরাদ্দ ২০২০ সালের মধ্যে ৪৫০ লক্ষ, ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০০ লক্ষ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৫৫০ লক্ষে উন্নীতকরণ ।
- ২০২০ সালের মধ্যে গবেষকসংখ্যা ৫১৪ জন, ২০২৫ সালের মধ্যে ৫৬৫ জন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৬২২ জনে উন্নীতকরণ ।
- বিশেষায়িত গবেষণাকল্পে বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ২০২০ সালের মধ্যে ৯টি, ২০২৫ সালের মধ্যে ১১টি এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ১৩টি দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদন ।
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের আবাসিক কলোনির (বনানী ও সাভারে অবস্থিত) অবকাঠামোগত উন্নয়ন ।
- নবজাতকের মধ্যে জন্মগত হাইপো-থাयरয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ (দ্বিতীয় পর্যায়) ।
- পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইন্সটিটিউট (আইএনএসটি) শক্তিশালীকরণ ।
- এইআরই-সাভার, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ডুয়েল সোর্স স্থাপন ।
- নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, নোয়াখালী, পটুয়াখালী ও রাঙ্গামাটিতে ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন ।
- পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, ঢাকা'র গবেষণাগার সুবিধাদি আধুনিকীকরণ ।
- ২০৩০ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীনস্থ বিভিন্ন গবেষণাগারের সক্ষমতা অধিকতর বৃদ্ধিকরণ ।
- ২০৩০ দেশের বিভিন্ন বিভাগীয়/জেলা শহরে নতুন আরো ৫(পাঁচ) টি পরমাণু চিকিৎসা ইন্সটিটিউট স্থাপন ।
- জুন ২০২২ সালের মধ্যে নবজাতকের মধ্যে জন্মগত হাইপো-থাयरয়েড প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ ।

২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে কর্মপরিকল্পনা

- ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে একটি পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ ।
- ২০৩৫ সালের মধ্যে সাভারস্থ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ২০-৩০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি গবেষণাচুল্লি বাস্তবায়নের কাজ সম্পাদন ।



- ২০৪১ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীনস্থ বিভিন্ন গবেষণাগারের সক্ষমতা অধিকতর বৃদ্ধিকরণ।
- ২০৪১ সালের মধ্যে ইনমাস, চট্টগ্রামে আইসোটোপ সুবিধাদিসহ পেট সিটি স্থাপন।

চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা

সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন: পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহ আধুনিকীকরণসহ চিকিৎসা সেবার পরিধি বৃদ্ধি; সাভারের এইআরইতে স্থাপিত মেডিক্যাল ফিজিক্স ইন্সটিটিউট এবং মংলা বন্দরে স্থাপিত তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ গবেষণাগারে সফলভাবে কার্যক্রম শুরু; যুগোপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তির ব্যবহার।



বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)

(www.bcsir.gov.bd)



পটভূমি

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) দেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও সর্ববৃহৎ বহুমুখি বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বিজ্ঞান গবেষণা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান কাউন্সিল অব সাইন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পূর্বাঞ্চলীয় গবেষণাগার ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ১৯৬৫ সালে চট্টগ্রাম এবং ১৯৬৭ সালে রাজশাহী গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭৩ সালে একটি গেজেট প্রকাশনার মাধ্যমে বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সাইন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (বিসিএসআইআর) প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১৩ সালের ১০ অক্টোবর বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ আইন ২০১৩ জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়। বর্তমান বিসিএসআইআর এ আইনের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন ১০টি গবেষণাগার, ইনস্টিটিউট ও সেন্টার রয়েছে।

ভিশন

বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তিগত গবেষণা ও উদ্ভাবনে সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠা।

মিশন

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও সামাজিক সুবিধা-অনুকূল গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা তত্ত্বাবধান এবং সহযোগিতা।

বিসিএসআইআর-এর প্রধান কার্যাবলি

- শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং সরকার কর্তৃক নির্দেশিত বিষয়াবলি বাস্তবায়নকল্পে বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি গবেষণার প্রবর্তন, উন্নয়ন ও দিকনির্দেশনা প্রদান।
- বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গবেষণাগার, ইনস্টিটিউট ও সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠিত ও অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি গবেষণা কর্মসূচি ও প্রকল্পের জন্য সহায়ক অনুদান প্রদান।



- বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত গবেষণাকর্ম থেকে উদ্ভূত আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক ব্যবহারের পদক্ষেপ গ্রহণ।
- আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠিত ও অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি গবেষণা কর্মসূচি ও প্রকল্পের জন্য সহায়ক অনুদান প্রদান।
- বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি বিষয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ এবং উক্ত বিষয়সমূহের ওপর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, প্রতিবেদন ও সাময়িকী প্রকাশ।
- শিল্প ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।
- অন্যান্য দেশের বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন।
- পরিষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট ও গবেষণাগার উদ্ভাবিত গবেষণা প্রক্রিয়ার পেটেন্ট গ্রহণ এবং তা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।
- পরিষদ আওতাধীন গবেষণা কাজে ফেলোশিপ প্রবর্তন ও প্রদান।
- গ্রন্থাগার, সংগ্রহশালা, পরীক্ষামূলক বাগান ও ওষধিশালা প্রতিষ্ঠাকরণ।
- এই আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অন্যান্য কার্য ও বিষয়াদি সম্পাদন।

জনবল:

অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১৬৩০ জন, পূরণকৃত পদ ৯৭৩ জন। এর মধ্যে চেয়ারম্যান ১ জন, সার্বক্ষণিক সদস্য ৪ জন, খন্ডকালীন সদস্য ৪ জন, সচিব ১ জন, অবশিষ্ট বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী।

বাজেট:

বিষয়: বিগত ২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত সরকারি রাজস্ব বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব বিবরণী:

(হাজার টাকায়)

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | অনুলম্বন | | উল্লম্বন | | সর্বমোট | | বাজেট বাস্তবায়নের হার (%) |
|--------------|---------|----------|----------|----------|---------|------------|-----------|----------------------------------|
| | | বরাদ্দ | ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | মোট বরাদ্দ | মোট ব্যয় | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১. | ২০০৯-১০ | ৫১৫৮.৪৭ | ৫১৫৮.৪৭ | ১৫৪৫.২৫ | ১৫৩২.৫৬ | ৬৭০৩.৭২ | ৬৬৯১.০৩ | ৯৯.৮১ |
| ২. | ২০১০-১১ | ৫৬১৭.৮৭ | ৫৫৪৯.৮৭ | ৩৭২৫.৩৬ | ৩৭২২.৩২ | ৯৩৪৩.২৩ | ৯২৭২.১৯ | ৯৯.২৩ |
| ৩. | ২০১১-১২ | ৮৭৪.০০ | ৫৮৫৮.০০ | ৪০৯৪.০০ | ৪০৮৫.০০ | ৯৯৬৮. | ৯৯৪৩. | ৯৯.৭৪ |
| ৪. | ২০১২-১৩ | ৬৪০০.০০ | ১৭৯.২২ | ৩২৯৮.৬৯ | ৩২৭০.৬৪ | ৯৬৯৮.৬৯ | ৯৪৪৯.৮৬ | ৯৭.৪৩ |
| ৫. | ২০১৩-১৪ | ৬৭৬৭.০৭ | ৬৭০৩.৭১ | ২৪২৩.৩০ | ২৪০১.৬৭ | ৯১৯০.৩৭ | ৯১০৫.৩৮ | ৯৯.০৭ |
| ৬. | ২০১৪-১৫ | ৭০০০.০০ | ৬৫২৪.৩১ | ৫৮৯৬.৩৩ | ৫৮৯০.৭৩ | ১২৮৯৬.৩৩ | ১২৪১৫.০৪ | ৯৬.২৬ |
| ৭. | ২০১৫-১৬ | ১১৭১৫.৭৬ | ১০৮২১.৫৭ | ৬০৮৪.৬৭ | ৬০৪৩.৭৮ | ১৭৮০০.৪৩ | ১৬৮৬৫.৩৫ | ৯৪.৭৪ |
| ৮. | ২০১৬-১৭ | ১২২০০.০০ | ১১৫৬৯.১৭ | ২৭৫১.০০ | ২৭৩২.৯৪ | ১৪৯৫১. | ১৪৩০২.১১ | ৯৫.৬৬ |



২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বিসিএসআইআর-এর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড ও সাফল্য

- উন্নয়ন প্রকল্প : ৮টি
- নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন : ১৫টি
- গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ : দেশে ও বিদেশে মোট ১০৩ টি ।
- উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বাণিজ্যিকীকরণ : শিল্পায়নের জন্য ১৫ টি প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয়েছে ।
- শিল্প/বাণিজ্যিক পণ্য/পদার্থের বিশ্লেষণ সেবা প্রদান : ৫৩১৭ টি
- প্রশিক্ষণ : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক ৩৬৪ জন গবেষক ও কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।
- সমাপ্ত প্রকল্প : ৪টি
- উদ্ভাবিত প্রযুক্তির পেটেন্ট অর্জন ও দাখিলকৃত : ১১টি
- গবেষণা ও উন্নয়ন (R & D) প্রকল্প : ২৫৫ টি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়েছে ।
- ফেলোশিপ প্রদান : বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থীদেরকে ৫টি ক্যাটাগরিতে মোট ৫০ জনকে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে ।
- থিসিস তত্ত্বাবধান : দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মোট ১৭৩ জন শিক্ষার্থীর গবেষণা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা হয়েছে ।
- বিসিএসআইআর-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর : ৩টি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে ।
- শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন : ১৬টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক শিল্প-সমস্যার সমাধান করেছে ।
- সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন : ১৬টি বিজ্ঞান বিষয়ক সভা সেমিনার এবং ১২টি স্টেক হোল্ডারদের অবহিতকরণ সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন করেছে । ২১টি উপজেলায় লাগসই প্রযুক্তি প্রদর্শন ও সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে ।
- মানবসম্পদ উন্নয়ন : যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত সম্যক জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে বিসিএসআইআর-এর ৯০ জন বিজ্ঞানীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । এছাড়াও শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়ের ওপর ৯০ জন বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ।

বিজ্ঞান মেলা

বিসিএসআইআর কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞান ও শিল্পপ্রযুক্তি মেলা ২০১৭ গত ১৯, ২০ এবং ২১ জানুয়ারি বিসিএসআইআর ক্যাম্পাস ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় । এ মেলা বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও জয়পুরহাটে অনুষ্ঠিত হয় ।



বিজ্ঞান ও শিল্পপ্রযুক্তি মেলা পরিদর্শন করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্বপতি ইয়াফেস ওসমানসহ সম্মানিত অতিথিবৃন্দ ।



তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী সেবা প্রদান

এ আইনের আওতায় ২ টি আবেদনপত্র পাওয়া যায়, সে প্রেক্ষিতে আবেদনকারীদের তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার পদক প্রদান

শুদ্ধাচার পদক প্রদান নীতিমালা ২০১৭ আলোকে গ্রেড ১-১০ ক্যাটাগরিতে ড. শিরিন আক্তার জাহান, সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার আইজিসিআরটি এবং ১৬তম গ্রেডের মো. বেলায়েত হোসেন, নিম্নমান সহকারী/কম্পিউটার অপারেটরকে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বিসিএসআইআর শুদ্ধাচার পদক লাভ করেন।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বিসিএসআইআরের ইউনিট/গবেষণাগার ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

বিসিএসআইআর গবেষণাগার, ঢাকা

- দেশের সার্বিক উন্নয়নে ৪৯টি R&D প্রকল্প চলমান রয়েছে।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৫টি বিশেষ অনুদানপ্রাপ্ত প্রকল্প গৃহীত হয়েছে।
- বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ ৫৫ টি।
- PhD ডিগ্রি অর্জন ২টি।
- শিল্পকারখানার সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানের লক্ষ্যে ৫ টি শিল্পকারখানা পরিদর্শন।
- দেশে এবং বিদেশে ৪২টি ট্রেনিং/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপ/কনফারেন্স-এ অংশগ্রহণ এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উপস্থাপন।
- ১৬০০টি বিশ্লেষণমূলক সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- ৫টি PhD এবং ২টি MPhil গবেষকের গবেষণার সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তত্ত্বাবধান করা হয়েছে।
- বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ জন MS ছাত্র-ছাত্রীর তত্ত্বাবধান এবং গবেষণাগারের সুবিধা প্রদান।
- বিভিন্ন ফেলোশিপের অধীনে ১৬ জন রিসার্চ ফেলো গবেষণারত আছে।
- প্যাটেন্ট অর্জন:

1. "Method for Low Temperature Crystallization and Interconnection of Metal Oxide by Steam Treatment"

2. "Steam-assisted Facile Low Temperature Crystallization and Interconnection of Metal Oxide"

প্রসেস গৃহীত: Production of oil from kernel of ripe mango.

সিম্পোজিয়াম :

বিসিএসআইআর-এর BJSIR জার্নাল কর্তৃক আয়োজিত পানি সুরক্ষায় পরিবেশগত রসায়ন শীর্ষক সিম্পোজিয়ামে উপস্থিত স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, মাননীয় মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং মো. আনোয়ার হোসেন, সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সম্মানিত অতিথিবৃন্দ।



বিসিএসআইআর গবেষণাগার, চট্টগ্রাম

১০ টি R&D প্রকল্প চলমান

- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ২১ টি।

বই প্রকাশ: Structural feature based computational approach of toxicity prediction ionic liquids toxicity: Effect of anions and cations. Dr. M Abdus Salam, SSO, LAMBART Academic publication.

- ইন্সট্যান্ট স্টেভিয়া চা উৎপাদন পদ্ধতিটি ইজারা প্রদান।
- ১৯ জন বিজ্ঞানী ১১টি বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ট্রেনিং/সেমিনার/ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন।

বিসিএসআইআর গবেষণাগার, রাজশাহী

- বিশেষ অনুদান প্রকল্প ১টি
- বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ ১৬টি
- প্রশিক্ষণ ও সেমিনার ৬টি
- রিসার্চ ফেলো তত্ত্বাবধান ৬ জন
- গবেষণাগার আধুনিকীকরণ ৪টি
- বিশ্লেষণ সেবা প্রদান ৭৩টি
- গৃহীত প্রসেস ৫টি
- ইজারাকৃত প্রসেস ৪টি
- দাখিলকৃত প্যাটেন্ট ২টি

পাইলট প্ল্যান্ট এন্ড প্রসেস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (পিপিএন্ডপিডিসি)

- ২ টি প্রসেস ও ২ টি প্যাটেন্ট দাখিল।
- ৩ টি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প সম্পন্ন।
- ১টি জাতীয় ও ১টি আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন।
- এডিপি'র আওতায় হারবাল ল্যাব, ফুড প্রোসেসিং, কসমেটিক, ইনকিউবেশন সেন্টার, ওয়ার্কশপ শক্তিশালীকরণ, সিএনসি মিলিং, প্রশিক্ষণ সেন্টার, মেকাট্রনিক্স ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- ৬৯ টি আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। এগুলো দ্বারা গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম এবং মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগীদের নানাবিধ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

২১ মে, ২০১৭ “টেকসই প্রযুক্তি উন্নয়ন ও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে পিপি এন্ড পিডিসি'র ভূমিকা” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, মো. ফারুক আহমেদ, চেয়ারম্যান, বিসিএসআইআর এবং রুপেস চন্দ্র রায়, পরিচালক, পিপি এন্ড পিডিসি।



জ্বালানি গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (আইএফআরডি)

- গবেষণা ও উন্নয়ন (আর এন্ড ডি) প্রকল্পের সংখ্যা ১৭ টি।
- দেশি ও বিদেশি বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও বই ৬ টি
- দাখিলকৃত পেটেন্ট ২ টি
 1. Development of Solar Charging Backpack
 2. Development of Solar Farm hat
- স্টেক হোল্ডারদের সাথে ২০ জুন ২০১৭ তারিখ “বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তায় জ্বালানি গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ভূমিকা” শীর্ষক সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন।
- শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন এবং চিহ্নিত সমস্যার সমাধান ৫ টি
- সেমিনার-লাগসই প্রযুক্তি প্রদর্শন, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রদর্শনী ২৪ টি
- বিশ্লেষণ সেবা প্রদান: ২৬৩ টি
- ১৭ জন বিজ্ঞানী বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ট্রেনিং/সেমিনার/ওয়ার্কশপ-এ অংশগ্রহণ করেন।



সৌরতাপে রান্নাঘরে বসে রান্না করার সুবিধাসহ ডিজাইনকৃত সোলার কুকার পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক ই এলাহী চৌধুরী ও বিসিএসআইআর চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীবৃন্দ

ইনস্টিটিউট অফ ফুড সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (আইএফএসটি)

- খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ বিষয়ে ৩৬ টি R&D প্রকল্প চলমান রয়েছে।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ১৯ টি।
- শিল্পকারখানার সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানের লক্ষ্যে ৩ টি শিল্পকারখানা পরিদর্শন।
- ২১টি উপজেলায় দেশে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তি সেমিনার এবং মেলার মাধ্যমে প্রযুক্তি সম্প্রসারিত করা হয়েছে।
- খাদ্যপণ্যের ৩৪০৮টি বিশ্লেষণমূলক সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর গবেষণা তত্ত্বাবধান এবং গবেষণাগারের সুবিধা প্রদান।





বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের জন্য আইএফএসটি কর্তৃক আয়োজিত ৬ সপ্তাহব্যাপী "Food Inspection and Quality Control" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ ।

- খাদ্য ও ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে ৭৪ জন শিল্পোদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।
- গৃহীত প্রসেসসংখ্যা ২টি ।
- স্টেক হোল্ডারদের সাথে আয়োজিত কর্মশালা ১টি ।
- EU রেগুলেশন অনুযায়ী Flurazolidone, Nitrofurantoin, Furaltadone, Nitrofurazone, Caffeine-এর মেথড ভেলিডেশন সম্পন্ন হয়েছে ।
- নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।
- খাদ্যসংরক্ষণে ন্যাচারাল প্রিজারভেটিভ উদ্ভাবন ।
- মল্টেড সয়া আটা উৎপাদন পদ্ধতিটি ইজারা প্রদান ।



প্রযুক্তিনির্ভর বিজনেস মডেল ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, মাননীয় মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বিসিএসআইআর-এর চেয়ারম্যান মো. ফারুক আহমেদ, সদস্য (প্রশাসন) মো. আব্দুল মাবুদ ও প্রকল্প পরিচালক মো. রেজাউল করিম ।



ইনস্টিটিউট অফ গ্লাস এন্ড সিরামিক রিসার্চ এন্ড টেস্টিং (আইজিসিআরটি)

- গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) প্রকল্প : ১৮টি
- নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন : ২টি
- গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ : ৪টি
- উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বাণিজ্যিকীকরণ : ১টি
- বিশ্লেষণ সেবা প্রদান : ৮১টি
- প্রশিক্ষণ (বিজ্ঞানী) ব্যাচ : ৩০ জন বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।
- সমাপ্ত প্রকল্প : ৬টি
- উদ্ভাবিত প্রযুক্তির পেটেন্ট অর্জন : ৫টি
- ফেলোশিপ তত্ত্বাবধান : ৫টি
- থিসিস তত্ত্বাবধান : ৩টি
- শিল্পকারখানা পরিদর্শন : ৬টি
- সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম : ২ টি বিজ্ঞান বিষয়ক সভা ও সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে ।
- ১টি উদ্ভাবিত প্রযুক্তির ইজারা প্রদান করা হয়েছে ।

চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট (এলআরআই)

- ১টি গবেষণা প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে ।
- ১টি পদ্ধতি ভেরিফিকেশনের জন্য দাখিল করা হয়েছে ।
- চামড়া সেক্টরের স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।
- চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে ।
- বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি পরিচালনা প্রশিক্ষণ কোর্সে ৫ জন বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেছেন ।
- উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে ৩ জন বিজ্ঞানী CSIR- সেন্ট্রাল লেদার রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ।

ইন্সটিটিউট অব মাইনিং, মিনারেলজি এন্ড মেটালার্জি (আইএমএমএম)

- ৬ টি গবেষণা ও উন্নয়ন (আর এন্ড ডি) প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় ।
- ৩ টি প্রসেস/পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে ।
- "বিসিএসআইআর-এর আইএমএমএম-এ একটি খনিজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকরণ" প্রকল্প অনুমোদন ।
- নওগাঁ জেলার শিল্প এলাকার কাদামাটির সাথে মধ্যপাড়া কঠিন শিলার পাথরের গুঁড়া/রক ডাস্ট সংমিশ্রণে উচ্চ সহনশীল সিরামিক টাইলস উৎপাদন ।
- অ্যালুমিনিয়ামজাত বাসন তৈরির বর্জ্য হতে অ্যালুমিনিয়াম অ্যালাম তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবন ।
- লিনডে বাংলাদেশ লি. কর্তৃক ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড প্রস্তুতের সময় উৎপন্ন বর্জ্য হতে বুটাইল মিনারেল/খনিজ পৃথকীকরণের পদ্ধতি উদ্ভাবন ।
- ৩ টি গবেষণা প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক ও দেশীয় জার্নালে প্রকাশ ।
- ২ টি প্যাটেন্ট দাখিল ।



- বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ অনুসন্ধান কর্পোরেশন (বাপেক্স)-এর ০৫ জন কর্মকর্তাকে ইস্টিটিউটে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ৬ জন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর গবেষকের গবেষণাকর্মের সহ-তত্ত্বাবধান
- বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৫৩ টি নমুনা বিশ্লেষণ সেবা প্রদান।
- ইলেকট্রনিক বর্জ্য হতে ধাতব পদার্থ পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও খনিজ বালু হতে মিনারেল প্রসেসিং বিষয়ে সিএসআইআরও, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া (CSIRO) এবং কোরিয়া ইস্টিটিউট অব জিওসাইন্স এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস (KIGAM)-এর সাথে যৌথ গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্ (ডিআরআইসিএম)

- দুইটি পিটি/আইএলসি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ।
- DRiCM-এ Metals in Ground Water-এর একটি সিআরএম প্রস্তুত করেছে যার উপাদানগুলো হল Na, Fe, Zn, Mg, Mn, K, Cd, Ca, Pb, Cu, Cr, As।
- ০৫টি Reference Standard (RS) প্রস্তুত প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।
- ডিআরআইসিএম কর্তৃক আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে ২২০ জন, ক্যালিব্রেশন পদ্ধতিতে ২২ জন, গবেষণাগারের মান আইএসও/ আইইসি ১৭০২৫-তে ৩৪ জন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রশিক্ষণে ৫০ জনসহ মোট ৩২৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।
- ৭৫ জন গবেষককে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনে গবেষণা সহায়তা করা হয়েছে (বিএসসি- ১৭ জন, এমএসসি- ৪৩ জন, এমডি- ৭ জন, এমফিল- ২ জন, পিএইচডি- ২ জন, এমএস ফেলো- ৩ জন, পিএইচডি ফেলো-১ জন)।
- শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত জাতীয় গুণমান নীতিমালাতেও ডিআরআইসিএম-কে রাসায়নিক পরিমাপ সংক্রান্ত অবকাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট Designated Institute (DI) হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।



জীবনমান উন্নয়নে কেমিক্যাল মেট্রোলজি: ডিআরআইসিএমের প্রস্তুতি শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, মাননীয় মন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মো. সিরাজুল হক খান, সচিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় মো. ফারুক আহমেদ, চেয়ারম্যান, বিসিএসআইআর সহ অন্যান্য সম্মানিত অতিথিবৃন্দ।



ইনস্টিটিউট অব ন্যাশনাল এনালাইটিক্যাল রিসার্চ এন্ড সার্ভিস (আইএনএআরএস)

- ৬ টি আর্সেনিক দূরীকরণ প্রযুক্তিকে মাঠপর্যায়ে যাচাইকরণ ও সনদ প্রদান।
- পানির ৩৪ টি প্যারামিটারের ওপর ISO/IEC ১৭০২৫: ২০০৫ আন্তর্জাতিক সনদ অর্জন।
- আনুমানিক ৫০ টি Analytical Methods-এর উন্নয়ন এবং Validation
- চলমান গবেষণার ওপর ২০০ অধিক প্রবন্ধ প্রকাশনা।
- ০৪ টি মেডিসিনাল প্লান্ট-এর বিস্তারিত সংকলন মনোগ্রাফ আকারে প্রকাশনা।
- পিএইচডি গবেষণা তত্ত্বাবধান ০৫ জন।
- এম ফিল ও এম এস গবেষণা তত্ত্বাবধান ৭০ জন।
- প্রতি বছর প্রায় ১০০০ টি নমুনার বিশ্লেষণ সেবা প্রদান।
- ৬ টি আর এন্ড ডি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।
- স্টেকহোল্ডারদের সাথে ১টি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

১৯৯৬ হতে ২০০১ মেয়াদে বিসিএসআইআর-এর উল্লেখযোগ্য অর্জন

- ফেলোশিপ প্রদান ৪১ টি
- থিসিস সুপারভিশন/ গবেষণা সহায়তা ১২৫ টি
- ৭ টি এডিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন
- ১৩১ টি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন
- ৩ টি দেশিয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর
- বাস্তবায়িত আর এন্ড ডি প্রকল্প ২৪৩টি
- ২৮ টি পেটেন্ট অর্জন
- গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ৩১০ টি
- ২৩ (চুক্তিপত্র) টি প্রযুক্তি হস্তান্তর
- উদ্ভাবিত উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তি ৩৪ টি
- ৯৫৮০ টি নমুনা বিশ্লেষণ
- শিল্প-কারখানার সমস্যা সমাধান ২৬ টি
- ২৭ টি পরামর্শক সেবা প্রদান
- দেশিয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন ২ টি

২০০৯ হতে ২০১৭ বর্তমান মেয়াদে বিসিএসআইআর-এর উল্লেখযোগ্য অর্জন

- ১৯ টি এডিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন
- ৪২৫ টি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন
- ৩৩ টি দেশিয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর



- বাস্তবায়িত আর এন্ড ডি প্রকল্প ৪৮৩টি
- ৪১ টি পেটেন্ট অর্জন
- গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ১৩২৬ টি
- ২০১ (চুক্তিপত্র) টি প্রযুক্তি হস্তান্তর
- উদ্ভাবিত উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তি ৯৫ টি
- ফেলোশিপ প্রদান ১৩৯ টি
- থিসিস সুপারভিশন/ গবেষণা সহায়তা ৯৪৬ টি
- ৪৯৬৪৭ টি নমুনা বিশ্লেষণ
- শিল্প-কারখানার সমস্যা সমাধান ১০১ টি
- ৮৪ টি পরামর্শক সেবা প্রদান
- দেশীয় আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন ১৯ টি
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতি/হাজিরা গ্রহণ
- ই-ফাইলিং চালু
- এনলাইটক্যাল সার্ভিস সেল-এর সেবা কার্যক্রম অনলাইনকরণ
- লিনডে বাংলাদেশ লি. কর্তৃক ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড প্রস্তুতের সময় উৎপন্ন বর্জ্য হতে রুটাইল মিনারেল/খনিজ পৃথকীকরণের পদ্ধতি উদ্ভাবন।
- ইলেকট্রনিক বর্জ্য হতে ধাতব পদার্থ পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও খনিজ বালু হতে মিনারেল প্রসেসিং বিষয়ে সিএসআইআরও, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া (CSIRO) এবং কোরিয়া ইনস্টিটিউট অব জিওসাইন্স এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস (KIGAM)-এর সাথে যৌথ গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

১৯৯৬-২০০১ বছরে বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা

- উন্নত চুলা সম্প্রসারণ (১ম পর্যায়), জুলাই ১৯৯৪-ডিসেম্বর ১৯৯৬
- জ্বালানি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আধুনিকীকরণ, জুলাই ১৯৯৪-ডিসেম্বর ১৯৯৬
- বিসিএসআইআর-এর আবাসিক ভবন নির্মাণ, মার্চ ১৯৯৫-জুন ১৯৯৭
- চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন, মে ১৯৯৫-জুন ২০০০
- বায়োগ্যাস পাইলট প্ল্যান্ট, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫-জুন ২০০০
- কাচ ও সিরামিক গবেষণা ও পরীক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন, জুলাই ১৯৯৭-জুন ২০০০
- ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত চট্টগ্রাম বিসিএসআইআর গবেষণাগারের উন্নয়ন, জুলাই ১৯৯৯-জুন ২০০০
- ফিজিবিলিটি স্টাডি অন আর এন্ড ডি অব রিনিউয়েবল এনার্জি টেকনোলজি সোলার উইন্ড মিনিমেক্রো হাইড্রো, জুলাই ১৯৯৮-জুন ২০০১
- উন্নত চুলা সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়), জুলাই ১৯৯৮-জুন ২০০১
- বহুমূত্র রোগ প্রতিরোধে স্পিরুলিনার ব্যবহার, জুলাই ১৯৯৯-জুন ২০০১
- বিসিএসআইআর-এর মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, জুলাই ১৯৯৬-জুন ২০০২



- ডেভেলপমেন্ট অব এরোমেটিক এন্ড মেডিসিন্যাল প্ল্যান্টস অব বিসিএসআইআর (২য় পর্যায়), জুলাই ১৯৯৭-জুন ২০০২
- বিসিএসআইআর-এর গবেষণাগার ও ইনস্টিটিউট সেন্টারগুলোর আধুনিকীকরণ, জুলাই ১৯৯৮-জুন ২০০২
- স্টাডিজ অন দি প্যাকেজিং অব ফুড স্টাফস: ইফেক্ট অব প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়ালস অন দি কোয়ালিটি অব ফুড (খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, বিসিএসআইআর-এ ফুড প্যাকেজিং গবেষণা বিভাগ স্থাপন), জুলাই/১৯৯৮-জুন/২০০২
- বিসিএসআইআর-এর মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম (২য় পর্যায়), জুলাই ১৯৯৯-জুন ২০০২
- বিসিএসআইআর-এর লাইব্রেরি আধুনিকীকরণ, জুলাই/১৯৯৯-জুন/২০০২
- বিসিএসআইআর-এর গবেষণা প্রকল্পের পাইলট প্লান্ট স্টাডি (২য় পর্যায়), জুলাই/১৯৯৯-জুন/২০০৩

২০০৯ জুন থেকে ২০১৭ বছরে বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা

- বাংলাদেশি খাদ্যদ্রব্য এবং পশুখাদ্যে এন্টিবায়োটিক, মাইকোটক্সিন ও পেস্টিসাইড-এর উপস্থিতি নির্ণয়। জুলাই ২০০৬-জুন ২০০৯
- অণুজীবের সাহায্যে খাদ্যসহ মূল্যবান দ্রব্য উৎপাদন ও নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অণুজীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ। জুলাই ২০০৬-জুন ২০১১
- ডেভেলপমেন্ট অব আইএসও ১৭০২৫ অ্যাক্রিডেটেড ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড কেলিব্রেশন সার্ভিস ল্যাবরেটরি ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্ট। জুলাই ২০০৮-জুন ২০১২
- খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য তৈরিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারকদের সহযোগিতার লক্ষ্যে গবেষণা। জুলাই ২০০৯-জুন ২০১২
- টুলস ও বায়োমেটালিক ইমপ্লান্টের জন্য বস্তুর উন্নয়ন। জুলাই ২০০৯-জুন ২০১২
- ইনস্টিটিউট অব ন্যাশনাল এনালাইটিক্যাল রিসার্চ এন্ড সার্ভিস স্থাপন। জুলাই ২০১০-জুন ২০১৩
- জয়পুরহাটস্থ ইনস্টিটিউট অব মাইনিং, মিনারোলজি এন্ড মেটালার্জি শক্তিশালীকরণ, আইএমএমএম, বিসিএসআইআর, জয়পুরহাট। জুলাই ২০১০-জুন ২০১৩
- বিসিএসআইআর-এর চট্টগ্রাম ও রাজশাহী কেন্দ্রের এনালিটিক্যাল ও মাইক্রোবিয়াল ল্যাবরেটরি শক্তিশালীকরণ। জুলাই ২০১১-জুন ২০১৪
- এস্টাব্লিশমেন্ট অব ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস প্রকল্প, বিসিএসআইআর, ঢাকা। (জুলাই/২০১২-জুন/২০১৭)
- Support to BCSIR Instrumentation & Calibration Service Laboratory ICSL for Chemical Metrology under Better Quality Infrastructure BEST Programme, (জুলাই ২০১০-ডিসেম্বর ২০১৫)
- বায়োগ্যাস ও উন্নত চুলা ও স্বল্পমূল্যের সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রযুক্তির উন্নয়ন, (জানু ১২-জুন ১৬)
- বিসিএসআইআর-এর ফাইবার ও পলিমার গবেষণাগার উন্নয়ন, (জুলাই/২০১২-জুন/২০১৬)
- বায়োমেডিক্যাল এবং টেক্সটাইলজিক্যাল গবেষণার জন্য এনিম্যাল গবেষণাগার আধুনিকীকরণ, (জুলাই/২০১২-জুন/২০১৬)
- শিল্পখাতে বিপুল সম্ভাবনাময় বিসিএসআইআর-এর উদ্ভাবিত পণ্যসমূহ বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে পাইলট প্লান্ট ইউনিট আধুনিকীকরণ, (জুলাই/২০১২-জুন/২০১৬)
- বায়োগ্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস ও বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়), (মার্চ/২০১৪-ফেব্রুয়ারি/২০১৬)
- বায়োগ্যাস ও উন্নত চুলা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস ও বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।



বিসিএসআইআর-এর চলমান ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প

বিসিএসআইআর-এর প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বিসিএসআইআর-এ বার্ষিক উন্নয়ন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি-এর আওতায় ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পগুলো হচ্ছে—

- এস্টাবলিশমেন্ট অব ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস (জুলাই/২০১২ -জুন/২০১৭)
- বিসিএসআইআর-এর প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টি (অক্টোবর/ ২০১৫-সেপ্টেম্বর/ ২০১৮)
- চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট শক্তিশালীকরণ (জুলাই/২০১৬-জুন/২০১৯)
- দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের গবেষণার জন্য আইএফএসটি-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (জুলাই/২০১৬-জুন/২০১৮)

বিশেষ অনুদান প্রকল্প: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে বিশেষ অনুদানপ্রাপ্ত প্রকল্প ১০টি:

- Development of TiO₂ incorporated agro-composite for a green and clean environment.
- Screening of anticancer properties and elucidation of mechanism of actions through in vitro cell culture of crude extracts, fractions and isolated compounds obtained from medicinal plants and endophytic fungi.
- Prebiotic Containing Cereal-Based Functional Food for Diarrhea Affected Children (phase II).
- Leaching of Metals (Tin, Aluminum, Lead, Copper) from E-waste (Mobile Phone PCBs).
- Development of a suitable technology for the treatment of cotton seed (waste product) for the preparation of treated cotton seed oil as cooking oil, untreated oil for soap, paint manufacturing industry and its oil cake for the production of biofertilizer.
- Using the Green Nanotechnology for Synthesis of Titanium di Oxide (TiO₂) Nanoparticle and its used for fabrication of dye sensitized Solar Cells.
- Effect of Arsenic-Selenium Interaction on Biomagnification of Arsenic in Food Chain and its Relevance to Arsenicosis in Human Beings at Different Arsenic Affected Areas of Bangladesh.
- Synthesis of chitin-based derivatives for pharmaceutical uses.
- Assessment of Carcinogenic Heavy Metal Bioaccumulation in Fresh Water Fishes of Industrial Discharged Area and Consequential Toxicological Impacts on Health Using Animal Model.
- LCMS based molecular profiling of medicinal plants having anti-obesity potential and expression of obesity related genes by real time PCR.

২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন উপলক্ষ্যে বিসিএসআইআর কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

- ২০২১-এর মধ্যে বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী বিসিএসআইআরে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, গবেষণা কর্মকাণ্ড এবং উদ্ভাবিত পণ্য জেলা পর্যায়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা।
- ২০২১-এর মধ্যে বিসিএসআইআর-এর বিসিএসআইআর গবেষণাগার ঢাকা, আইএফএসটি, ডিআরআইসিএম, আইএনআরএএস-এর অধিকাংশ ল্যাবসমূহের এক্সিডিটেশন অর্জন।
- ২০২০-এর মধ্যে প্রযুক্তি বিষয়ক ভ্রাম্যমাণ ল্যাবরেটরি স্থাপন।



- ২০২০-এর মধ্যে সেন্টার অব এক্সেলেন্স স্থাপন ।
- ২০২০-এর মধ্যে সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ ।
- ২০২০ সালের মধ্যে মানবসম্পদ উন্নয়নে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন ।
- ২০২১-এর মধ্যে সেমিনার, কনফারেন্স ইত্যাদি আয়োজনের সুবিধাসম্পন্ন মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ ।
- ২০২১-এর মধ্যে বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ ।
- ২০২১-এর মধ্যে সকল বিভাগীয় শহরে সায়েন্স পার্ক স্থাপন ।
- ২০২১-এর মধ্যে সকল গবেষণাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিকায়ন করা ।
- ২০২১-এর মধ্যে বিসিএসআইআর উদ্ভাবিত পণ্য/প্রযুক্তির নমুনা নিয়ে র্যালির আয়োজন ।
- ২০২১-এর মধ্যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদেশি বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন, গবেষণাপত্র ইত্যাদি অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করা ।

২০৩০ সালে এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে বিসিএসআইআর কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

- ২০৩০-এর মধ্যে সকল বিভাগীয় পর্যায়ে বিসিএসআইআর-এর বিশেষায়িত গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন ।
- ২০২৫-এর মধ্যে গোপালগঞ্জ ও সিলেটে প্রস্তাবিত বিসিএসআইআর-এর ইনস্টিটিউটসমূহ চালুকরণ ।
- ২০২৪-এর মধ্যে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করা ।
- ২০৩০-এর মধ্যে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরি স্থাপন ।
- ২০৩০-এর মধ্যে এরোস্পেস সায়েন্স এবং টেকনোলজি গবেষণার লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ ।
- ২০২৮-এর মধ্যে ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট স্থাপন ।
- ২০২৮-এর মধ্যে ভাইরোলজি এবং ভ্যাকসিন গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিকরণ ।
- ২০২৫-এর মধ্যে ন্যানোটেকনোলজি গবেষণা ও উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা ।
- ২০৩০-এর মধ্যে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা ।

২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে বিসিএসআইআর কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

- ২০৪১-এর মধ্যে বিসিএসআইআরকে বিশ্বমানের গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা ।
- ২০৩৫-এর মধ্যে বিজ্ঞান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ।
- ২০৪১-এর মধ্যে রোবোটিক্স এবং অটোমেশন সিস্টেম গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ ।

ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহের তালিকা

- বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহের তালিকা ।
- বিসিএসআইআর-এর বিজ্ঞানী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমস্যা লাঘবের লক্ষ্যে মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ ।
- বায়োইকুভ্যালেন্স স্টাডিজ সহ ওষুধ বিষয়ক উন্নয়নের লক্ষ্যে ফার্মাসিউটিক্যাল সাইন্সেস রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপন ।



- কেমিক্যাল মেট্রোলজি অবকাঠামো সমৃদ্ধকরণ।
- অ্যারোমা টেকনোলজি ইনস্টিটিউট (চটগ্রাম), উপকেন্দ্র (মৌলভীবাজার, রাঙ্গামাটি) এবং পর্যটন এলাকাসমূহে থেরাপিউটিক্যাল ক্লিনিক স্থাপন।
- গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা অঞ্চলে একটি বিসিএসআইআর গবেষণাগার স্থাপন।
- সিরামিক, কাচ, সিমেন্ট ও সমগোত্রীয় ক্ষেত্রের গবেষণা-সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ।
- বিসিএসআইআর-এর আইএমএমএম-এ একটি খনিজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকরণ।
- “বিসিএসআইআর-এ ইনডোর ও ভার্টিক্যাল ফার্মিং গবেষণা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে দেশীয় কৃষিশিল্প প্রতিষ্ঠায় কারিগরি সহায়তা” শীর্ষক প্রকল্প।
- “বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জ্বালানি সংকট নিরসনে হাইড্রোজেন এনার্জি টেকনোলজি গবেষণার জন্য হাইড্রোজেন এনার্জি টেকনোলজি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠাকরণ” শীর্ষক নতুন প্রকল্প।
- “জিনোম রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে জিনোমিক গবেষণার উন্নয়ন” শীর্ষক নতুন প্রকল্প।
- স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরি স্থাপন।
- এরোস্পেস সায়েন্স এবং টেকনোলজি গবেষণার লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ।
- ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি স্ট্যাণ্ডার্ড ইনস্টিটিউট স্থাপন।
- সমুদ্রসম্পদ আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত।
- ভাইরোলজি এবং ভ্যাকসিন গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিকরণ।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের চিত্র

- প্রকল্পের নাম: “বিসিএসআইআর-এর প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টি”
 - i. বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ
 - ii. মোট প্রকল্প ব্যয়: ৪২০৭.০০ লক্ষ টাকা।
 - iii. প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল: অক্টোবর-২০১৫ - সেপ্টেম্বর -২০১৮ পর্যন্ত।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- যন্ত্রপাতি সংগ্রহের মোট ১১০ লক্ষ টাকার কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে এবং ভবন নির্মাণকাজে চলমান বিল পরিশোধ করা হচ্ছে।
- ৩০ জুন/২০১৮-এর মধ্যে ভবনের অবশিষ্ট কাজ সম্পাদন
- প্রতিশ্রুত ব্যয়: ৪৬.৫০ লক্ষ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং বিজনেস ইনকিউবেটর সুবিধার প্রদানের উৎকর্ষ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।
- দেশে এবং বিদেশে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি পরীক্ষণ ও সম্প্রসারণ।
- এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয়সহ অন্যান্য অঞ্চলের দেশসমূহের জন্য প্রযুক্তি বিনিময় প্রোগ্রামের জন্য প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করা।



■ প্রকল্পের নাম: দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের গবেষণার জন্য আইএফএসটি-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

- i. প্রকল্পের মোট বরাদ্দ: ১৮৩১.৩৯ লক্ষ টাকা ।
- ii. প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৮ পর্যন্ত ।
- iii. অগ্রগতি আর্থিক: ৯৯.৯১%

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য শিল্প সহায়তার জন্য বিসিএসআইআর-এ গবেষণা সক্ষমতা গড়ে তোলা ।
- আইএফএসটি, বিসিএসআইআর-এর দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য গবেষণাগারের আই এস ও/আইইসি-১৭০২৫ স্বীকৃতি অর্জন ।
- দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যদূষণ, ভেজাল ও অন্যান্য বিপত্তির কারণ চিহ্নিতকরণ ।
- আর এন্ড ডি প্রতিষ্ঠান এবং দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী মানবসম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ।
- যে সকল ব্যক্তি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত ও বিপণনে নিয়োজিত তাদের মধ্যে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের প্রক্রিয়াসমূহের প্রচার ।
- প্রকল্পের নাম: “এস্টাবলিশমেন্ট অব ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস” শীর্ষক প্রকল্প
- i. প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়: ৩১০৬.৬২ লক্ষ টাকা ।
- ii. প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৭ পর্যন্ত ।
- iii. অগ্রগতি (৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত): ৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা
- iv. ভৌত অগ্রগতি: চলতি অর্থ বছরে ১০০% ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- রাসায়নিক পরিমাপ বিজ্ঞানের ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং Asia Pacific Metrology Program (APMP)/ Bureau International des Poids et Mesures (BIPM)-এর পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ লাভের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সক্ষমতা অর্জন ।
- ISO/IEC ১৭০৪৩ মান অনুযায়ী দেশীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারসমূহের মান নির্ধারণের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য Proficiency Testing/ Inter-laboratory Comparison (PT/ ILC) প্রোগ্রাম উন্নয়ন ও প্রচলন ।
- ISO Guide 30 Series মান অনুযায়ী Traceable CRM উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণের প্রয়োজনীয় কারিগরি কাঠামোর উন্নয়ন ।
- রাসায়নিক পরিমাপ বিজ্ঞানে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা ।
- প্রকল্পের নাম: “বায়োমেডিক্যাল এবং টেক্সটাইলকোলোজিক্যাল গবেষণার জন্য এনিম্যাল গবেষণাগার আধুনিকীকরণ”
- i. প্রকল্পের মোট ব্যয়: ২৫৯৪.৪৭ লক্ষ টাকা
- ii. প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল: জুলাই-২০১২ থেকে জুন-২০১৬ পর্যন্ত ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- বায়োমেডিক্যাল এবং টেক্সটাইলকোলোজিক্যাল গবেষণার জন্য এনিম্যাল গবেষণাগার আধুনিকীকরণ করা ।
- Food, Feeds, Food Supplements, Food Additives, Medicine, New devices প্রভৃতি দ্রব্যাদি প্রাণীর ওপর পরীক্ষা করে উক্ত দ্রব্যাদির কার্যকারিতা এবং অনাকাঙ্ক্ষিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সনাক্তকরণের সুযোগ সৃষ্টি করা ।



- Food, Feeds, Medicine এবং অন্যান্য দ্রব্যের toxicity এবং সেফটি টেস্ট (safety test)-এর সুযোগ সৃষ্টি করা ।
- বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের তাদের বিএসসি, এমএসসি, এমফিল, পিএইচডি পর্যায়ের গবেষণার সুযোগ প্রদান এবং তত্ত্বাবধান করা ।

প্রকল্পের অর্জন

- “বায়োমেডিক্যাল এবং টেক্সটাইলজিক্যাল গবেষণার জন্য এনিম্যাল গবেষণাগারকে আধুনিকীকরণ” শীর্ষক একটি বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পুরাতন এনিম্যাল গবেষণাগার-এর দেড়তলা বিল্ডিংটিকে তিনতলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক বিল্ডিং-এ উন্নীত করা হয়েছে । প্রকল্পের মাধ্যমে ৭৮ টি অত্যাধুনিক যন্ত্র ক্রয় করা হয়েছে; যার মাধ্যমে বিশ্বমানের গবেষণা করার জন্য সকল সুযোগ সুবিধা সম্বলিত একটি অত্যাধুনিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । উক্ত গবেষণাগারটিকে ইনস্টিটিউটে উন্নীত করা হয়েছে ।
- Foods, Feeds, Food Supplements, Food Additives, Medicine, new devices প্রভৃতি দ্রব্যাদি প্রাণির ওপর পরীক্ষা করে উক্ত দ্রব্যাদির কার্যকারিতা এবং অনাকাঙ্ক্ষিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সনাক্তকরণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে ।
- Foods, Feeds, Medicine এবং অন্যান্য দ্রব্যের toxicity এবং সেফটি টেস্ট (Safety Test) এর সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে ।
- বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল-এর শিক্ষার্থীদের বিএসসি, এমএসসি, এমফিল ও পিএইচডি পর্যায়ের গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে । বিগত ০১/০১/২০১৫ ইং হতে ৩০/০৮/২০১৭ ইং পর্যন্ত বিএসসি - ৬ জন, এমএসসি - ১২ জন, এমফিল - ০১ জন ও পিএইচডি - ০২ জনের থিসিসের গবেষণার কাজ উক্ত গবেষণাগারে সম্পন্ন হয়েছে ।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

- উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ শিল্পোদ্যোগীদের মাধ্যমে সফলভাবে বাণিজ্যিকীকরণ, গৃহীত প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সফলভাবে বাস্তবায়ন, গবেষণাগারসমূহকে আন্তর্জাতিক (ISO/IEC 17025) মানে উন্নীতকরণ, দক্ষ জনবল সৃষ্টি ।



জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর (www.nmst.gov.bd)



পটভূমি

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর একটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ২৬ এপ্রিল ১৯৬৫ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ঢাকায় একটি বিজ্ঞান জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০ অনুসারে প্রতিষ্ঠানটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বর্তমানে ঢাকার আগারগাঁও-এ নিজস্ব কমপ্লেক্সে জাদুঘরটির কার্যক্রম চলছে।

ভিশন

একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন

মিশন

বিজ্ঞান বিষয়ক পদার্থবস্তুর মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করা এবং নবীন ও অপেশাদার বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনীমূলক কাজে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান

সাংগঠনিক কাঠামো

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে একজন মহাপরিচালকসহ সর্বমোট ৯৪টি অনুমোদিত পদ রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তাকে মহাপরিচালক হিসেবে পদায়ন করা হয়ে থাকে।

জনবল

অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৯৪টি।

সরকার থেকে প্রাপ্ত বাজেট বরাদ্দ ও খরচ

| অর্থবছর | বাজেট বরাদ্দ | খরচ | উদ্বৃত্ত |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| ২০১০-১১ | ১,৯৬,০০,০০০ | ১,৭৭,৪২,৬৬০ | ১৮,৫৭,৩৪০ |
| ২০১১-১২ | ২,৪৫,০০০,০০ | ২,২২,২৭,৫৮৮ | ২২,৭২,৪১৮ |
| ২০১২-১৩ | ২,২০,০০,০০০ | ২,০০,৪৭,২১৩ | ১৯,৫২,৭৮৭ |
| ২০১৩-১৪ | ২,৪৩,০০,০০০ | ২,২৫,১৮,০০৫ | ১৭,৮১,৯৯৫ |
| ২০১৪-১৫ | ৩,২৪,৫৬,০০০ | ৩,০৪,০১,০৯৮ | ২০,৫৪,৯০২ |
| ২০১৫-১৬ | ৫,০৪,১৯,০০০ | ৪,৬৭,৫৮,৫০০ | ৩৬,৬০,৫০০ |
| ২০১৬-১৭ | ৭,২১,৮৪,০০০ | ৬,৯৮,৭৫,৬২২ | ২৩,০৮,৩৭৮ |



জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের কার্যক্রম মূলত ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়

- ক. গ্যালারি প্রদর্শন
- খ. শিক্ষা কার্যক্রম
- গ. প্রকাশনা

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রধান কার্যাবলি

- ক. জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ও বিজ্ঞান-সচেতনতা সৃষ্টি করা
- খ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করবার লক্ষ্যে
 - গ্যালারিতে স্থাপিত প্রদর্শনী সামগ্রী পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা
 - বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক ভিডিও শো, জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতামালা, সেমিনার, কুইজ প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞান সম্পৃক্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন
 - বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিবছর সারাদেশে উপজেলা, জেলা পর্যায়ে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদ্‌যাপন, বিজ্ঞান মেলা ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজন করা
 - জ্যোতির্বিজ্ঞানে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে শক্তিশালী টেলিস্কোপের মাধ্যমে আকাশের গ্রহ, নক্ষত্র দেখানো এবং বছরের বিভিন্ন সময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা
 - বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও গবেষণা এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা করা
 - জাদুঘর-এর উন্নয়নে প্রদর্শনী বস্তুসমূহের সাহায্যে গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করা
 - বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রাচীন ও আধুনিক নিদর্শনাবলি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও এর প্রায়োগিক ব্যবস্থা করা
 - মিউজ় বাসের মাধ্যমে সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা এবং
 - সারাদেশের বিজ্ঞান ক্লাবকে নিবন্ধনভুক্তি ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের বিষয়ভিত্তিক গ্যালারিসমূহ

- ভৌত বিজ্ঞান গ্যালারি
- শিল্প প্রযুক্তি গ্যালারি
- তথ্য প্রযুক্তি গ্যালারি
- জীববিজ্ঞান গ্যালারি
- মজার বিজ্ঞান গ্যালারি
- মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারি
- শিশুদের বিজ্ঞান গ্যালারি

৪-ডি মুভি থিয়েটার

বিজ্ঞান জাদুঘরের রোমাঞ্চকর ৪-ডি মুভি দেখার জন্য ৪০ আসনবিশিষ্ট একটি Theatre রয়েছে। চোখে বিশেষ ধরনের চশমা দিয়ে দেখতে পাওয়া যাবে আকর্ষণীয় প্রদর্শনী। যাতে রয়েছে Air, water, chair movement ইত্যাদির Effect সবকিছুকে মনে হবে বাস্তব ও জীবন্ত। ৪-ডি মুভি থিয়েটার নিয়মিত প্রদর্শন করা হচ্ছে।



২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

নিম্নবর্ণিত নতুন ও আকর্ষণীয় প্রদর্শনী বস্তুসমূহ স্থাপন করা হয়েছে:

তরঙ্গ দোলক

এটি একটি দোলকের প্রদর্শনীবস্তু। বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ১৭ টি দোলক একটি সরলরেখায় ঝুলন্ত আছে। কোনো সরল লাঠি দ্বারা সাম্যাবস্থা থেকে সমভাবে একই পরিমাণ সরণ ঘটিয়ে দোলন প্রদান করলে দোলনদৈর্ঘ্যের ভিন্নতার কারণে দুলাতে থাকে যা গ্যালিলিও'র দোলন সমীকরণ দ্বারা নির্মিত হয় $T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ । দোলকের অবস্থানসমূহ একটি সর্পিলাকৃতির তরঙ্গ তৈরি করে যা দৃষ্টিনন্দন হয়ে থাকে।



মাকড়সা মস্তক (মজার দর্পণ)

এটি একটি মজার প্রদর্শনীবস্তু। কোনো দর্শক তার মস্তক মাকড়সার মস্তকের অভ্যন্তরে রেখে সমতল দর্পণে প্রতিফলনের মাধ্যমে মাকড়সার মস্তক দর্শন করবেন।



তরঙ্গের গতিয় অণুকরণ

এটি একটি গাণিতিক প্রদর্শনীবস্তু যাতে বৃত্তাকার গতি কিভাবে তরঙ্গ গতিতে রূপান্তর ঘটায় তা প্রদর্শন করে। এখানে তরঙ্গের বিস্তার বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধের সমান হয়ে থাকে। প্রতিটি কণার তরঙ্গ গতির সমীকরণ $x=a \sin \omega t$ বা সাইন বক্ররেখায় নির্দেশিত। প্রতিটি কণার দশা পরিবর্তনের মাধ্যমে পুরা সাইন বক্ররেখাকে এক সাথে প্রদর্শিত হয়ে থাকে।



তরঙ্গ চৌবাচ্চা

এটি শুধুমাত্র একটি তরঙ্গ চৌবাচ্চা যা মূলত একাডেমিক কার্যক্রমে বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেখানে জলতরঙ্গ উৎপাদন করে তরঙ্গের ধর্মাবলি পর্যবেক্ষণ করা হয়। এখানে অপবর্তন ও ব্যতিচার ধর্মাবলি অধ্যয়ন করা যায়।

অপবর্তন হল তরঙ্গপ্রবাহের দিক বেঁকে যাওয়া যখন তা কোনো ছিদ্রের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয় এবং ওই ছিদ্রের পরিমাণ যদি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমমাত্রার হয়ে থাকে।

ব্যতিচার হল কোনো সময়ে একাধিক তরঙ্গপ্রবাহের লব্ধি। প্রতিটি তরঙ্গের সরণ ভেক্টর হিসেবে বিবেচিত। ফলে, সকল ভেক্টরের যোজিত ফল উপরিপাতন নামে অভিহিত।



সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ ঘূর্ণায়মান মডেল

এটি একটি তড়িৎ-যান্ত্রিক প্রদর্শনীবস্তু। যাতে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে এবং একই সঙ্গে চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে কিভাবে আবর্তনশীল তা প্রদর্শন করা হয়।



সৌরজগতের মডেল

এটি সৌরজগতের মডেল হিসেবে প্রদর্শিত প্রদর্শনীবস্তু। সূর্য থেকে ক্রমানুযায়ী এবং আপাতত আনুপাতিক আকার অনুযায়ী সজ্জিত করা হয়েছে।



গ্যালারি পরিদর্শন

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে রয়েছে ৭টি বিষয়ভিত্তিক গ্যালারি। গ্যালারিগুলো বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন প্রদর্শনীবস্তু দ্বারা সাজানো হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১,০৬,৭০০ (এক লক্ষ ছয় হাজার সাতশত) জন দর্শক গ্যালারি পরিদর্শন করেন।



চিত্র: বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আগত শিক্ষার্থীস্বন্দ গ্যালারিতে রক্ষিত প্রদর্শনীবস্তুসমূহ পরিদর্শন করছে

মহাকাশ কার্যক্রম

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশ মেঘমুক্ত থাকা সাপেক্ষে প্রতি শুক্র ও শনিবার সন্ধ্যায় আকাশ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। গত অর্থবছরে ২,১৯০ (দুই হাজার একশত নব্বই) জন দর্শক জাদুঘরে স্থাপিত টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ করেছে। এ ছাড়াও মিউজু বাসে স্থাপিত টেলিস্কোপের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় আগত দর্শকদের আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র দেখানো হয়েছে।



চিত্র: শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ



ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী (মিউজু বাস)

মিউজু বাসের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় ১০৫ (একশত পাঁচ)টি ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। প্রায় ১,২৫,০০০ (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) জন দর্শক মিউজু বাসটি পরিদর্শন করেছে (ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী তালিকা সংযুক্ত)।



চিত্র: বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীবৃন্দ কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী (মিউজু বাস) পরিদর্শন

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস পালন উপলক্ষ্যে ১৮ মার্চ ২০১৭ তারিখ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে শিশুদের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিপুল সংখ্যক শিশু-কিশোর ও তাদের অভিভাবকসহ প্রায় ছয় শতাধিক দর্শকের উপস্থিতিতে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং অংশগ্রহণকারী সবাইকে সনদ প্রদান করা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।



চিত্র: মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক জাতীয় শিশু দিবসে আয়োজিত শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা পরিদর্শন ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ

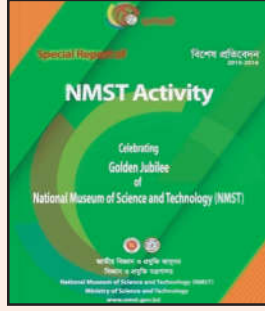
২২৪ টি উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠন

জেলা প্রশাসন সম্মেলন ২০১৪-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠন করতে হবে। সেমতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের তত্ত্বাবধানে ২২৪টি উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠিত হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রকাশনার তালিকা

- ত্রৈমাসিক প্রকাশনা “নবীন বিজ্ঞানী” (প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর-২০১৬)
- ত্রৈমাসিক প্রকাশনা “নবীন বিজ্ঞানী” (প্রকাশকাল ডিসেম্বর-২০১৬)
- জাদুঘর প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তিতে ত্রৈমাসিক প্রকাশনা “নবীন বিজ্ঞানী” সাময়িকীর বিশেষ সংখ্যা, (প্রকাশকাল ২৬ এপ্রিল, ২০১৭)
- জাদুঘর প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে “স্মরণিকা” (প্রকাশকাল ২৬ এপ্রিল ২০১৭)





- জাদুঘর প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তিতে বিশেষ প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭ (NMST Activity, প্রকাশকাল ২৬ এপ্রিল, ২০১৭)
- বাংলাদেশ বোটানি অলিম্পিয়াড-এর ওপর প্রকাশিত প্রতিবেদন ২০১৭, (প্রকাশকাল ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)
- ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গীতে অবস্থিত শতবর্ষী আমগাছটি সংরক্ষণের লক্ষ্যে জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের, প্রতিবেদন (প্রকাশকাল ২৬-২৮ মে, ২০১৬)



চিত্র: জাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্বপতি ইয়াফেস ওসমান; সচিব জনাব মো. আনোয়ার হোসেন ও জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব স্বপন কুমার রায়সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ

- 8th International plant tissue culture & biotechnology conference souvenir, date of publication : December 03-05-2016
- 8th International plant tissue culture & biotechnology conference, theme Biotechnology for innovative Agriculture and food security, date of publication : 03-05-2016
- Annual Botanical conference Report 2016, date of publication : 4 February 2017 এবং
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপন সংক্রান্ত নিয়মাবলি

৩৮ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপিত

গত ১৫-১৭ জুন, ২০১৭ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে ৩৮ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপন করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশের ৪৮৯টি উপজেলায় প্রথমবারের মতো এবং ৬৪টি জেলায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ পালন এবং এ উপলক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা অনুষ্ঠিত হয়।





চিত্র: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক
৩৮তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ ও বিজ্ঞান মেলা উদ্বোধন শেষে মেলা পরিদর্শন

প্রথম জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজন



চিত্র: অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগী শিক্ষার্থীবৃন্দ



চিত্র: বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

- ৩৮ তম জাতীয় বিজ্ঞান প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপনের অংশ হিসেবে গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উপজেলা পর্যায়ে প্রথম জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়।



চিত্র: 8th International plant tissue culture & biotechnology conference-এ বক্তব্য রাখছেন মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান



চিত্র: জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতামালায় বক্তব্য রাখছেন জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব স্বপন কুমার রায়

- বিজ্ঞানমনস্কতা সৃজনের লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে জ্যোতির্বিদ রাধাগোবিন্দ স্মরণ উৎসব, ২০১৬, আর্ট এন্ড সায়েন্স শীর্ষক কর্মশালা, বিশ্বমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ও আমাদের প্রত্যাশা শীর্ষক সেমিনার, বোটানিক্যাল কনফারেন্স, মেধা বিকাশে গণিত শিক্ষার ওপর জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতামালা, শিশু স্বাস্থ্য, মেধাবিকাশে গণিত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, জিনতত্ত্ব, বিজ্ঞানের ইতিহাস, বিশ্বরহস্যের অন্তরালে, সায়েন্টিফিক সেমিনার অন RH নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপ শীর্ষক বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়।
- গত ৩১ মে, ২০১৭ তারিখ 'বিজ্ঞানমনস্কতা সৃজনে বিজ্ঞান ক্লাবকর্মী ও তরুণ উদ্ভাবকদের অবদান' শীর্ষক এক সেমিনার জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।





চিত্র: ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রথম ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মো. এনামুল হক-কে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান



চিত্র: ৫০ বছর পূর্তিতে আয়োজিত জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতামালায় বক্তব্য রাখছেন জাদুঘরের কিউরেটর (একাডেমিক) জনাব সুকল্যাণ বাছাড়



চিত্র: ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় শতবর্ষী ফলদ বৃক্ষ (আমগাছ) পরিচর্যা বিষয়ক উন্মুক্ত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব স্বপন কুমার রায়, সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ড. আ.আ.ম.স. আরেফিন সিদ্দিক



চিত্র: জাদুঘরের ৫০ বছর পূর্তিতে জেলা পর্যায়ে আয়োজিত সেমিনার ও কুইজ প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে গোপালগঞ্জ জেলায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে কিনোট পেপার উপস্থাপন করছেন জাদুঘরের কিউরেটর কাজী হাসিবুদ্দীন আহমেদ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব জনাব মো. সিরাজুল হক খান

ডিজিটালাইজেশনের অগ্রগতি :

- জাদুঘরের তথ্যপ্রযুক্তি গ্যালারিতে বাংলাদেশের প্রথম কম্পিউটার আইবিএম-১৬২০ থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে কম্পিউটারের বিবর্তনগুলো দেখানো হয়ে থাকে
- এছাড়া তথ্যপ্রযুক্তি গ্যালারিতে smart floor নামক একটি আকর্ষণীয় প্রদর্শনীবস্তুর মাধ্যমে শিশুদেরকে আনন্দ প্রদান করা হয়ে থাকে
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ক্যাম্পাস ও ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞানী প্রদর্শনী (মিউজু বাস) উন্মুক্ত ওয়াই ফাই সংযুক্ত করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থী ও সাধারণ দর্শনার্থীগণ ফ্রি ইন্টারনেট ব্রাউজিংয়ের সুযোগ পাচ্ছে
- মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারিতে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক একটি লেজার শো চালু রয়েছে
- মহাকাশের বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ ও নভোযানের মজার ভিডিও তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়ে থাকে
- মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারিতে রিফ্লেকটিং টেলিস্কোপ ডিজিটাল সিস্টেমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে
- মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারিতে Guessing the gasses নামক একটি ডিজিটালাইজড প্রদর্শনীবস্তু রয়েছে
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ইতোমধ্যে ই-ফাইলিং ও ই-জিপি প্রক্রিয়া শুরু করেছে
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর বিভিন্ন ধরনের আবেদনের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে থাকে
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে ৪-ডি মুভি থিয়েটার নামক ডিজিটালাইজড প্রদর্শনীর মাধ্যমে একটি স্থায়ী ও অপর একটি ভ্রাম্যমাণ বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে এবং
- সকল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক কর্মকাণ্ড এক ছাতার নিচে আনার লক্ষ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে

ইনহাউজ প্রশিক্ষণ

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সকল গ্রেডের কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে ৮৩ জন ঘণ্টা ইনহাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে।



বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্টের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলার ১৬৪ টি অনগ্রসর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুল-কলেজের বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ১,৬৪,০০,০০০ (এক কোটি চৌষাট লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করেছে। এছাড়া ৮টি বিভাগে ৮টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায় আয়োজন করা হয়েছে।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ৫০ বছর পূর্তিতে সুবর্ণজয়ন্তী পালনের অংশ হিসেবে নতুনভাবে সংযোজিত কার্যক্রম

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ৫০ বছর পূর্তিতে সুবর্ণজয়ন্তী পালনের জন্য দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। গত ১৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে বিভাগীয় শহর চট্টগ্রামে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।



চিত্র: ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণজয়ন্তীর উদ্বোধনী র্যালি



চিত্র: ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণজয়ন্তীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াকফেস ওসমান

কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন

এছাড়া সুবর্ণজয়ন্তী পালনের লক্ষ্যে দেশের ৬৪ টি জেলায় বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার ও কুইজ প্রতিযোগিতায় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।



চিত্র: জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব জনাব মো. সিরাজুল হক খান ও জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব স্বপন কুমার রায়

উদ্ভাবনী প্রদর্শনী

২২-২৩ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে দুই দিনব্যাপী তরুণ উদ্ভাবকদের নিয়ে একটি উদ্ভাবনী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এতে সারাদেশের ৩৭ জন উদ্ভাবক তাঁদের উদ্ভাবিত প্রকল্প নিয়ে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন।

অংশগ্রহণকারী উদ্ভাবকদের মধ্যে ১ম থেকে ৫ম স্থান অধিকারীগণকে পুরস্কৃত করা হয়। সবাইকে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতামালা

২২ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের অডিটোরিয়ামে 'শিশু স্বাস্থ্য' বিষয়ে জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয়।





চিত্র: জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতামালায় বক্তব্য রাখছেন ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও ড. মো. আব্দুস ছাত্তার

২৩ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের অডিটোরিয়ামে 'জিনতত্ত্ব' এবং 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' বিষয়ে জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতামালা অনুষ্ঠিত হয়।



চিত্র: উদ্ভাবনী প্রদর্শনীর সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জাদুঘরের সিনিয়র কিউরেটর জনাব মো. বদিয়ার রহমান



চিত্র: ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান



চিত্র: জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ৫০ বছর পূর্তিতে আয়োজিত ৫ দিন ব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।





চিত্র: জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ৫০ বছর পূর্তিতে সুবর্ণ জয়ন্তীর সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. আনোয়ার হোসেন



চিত্র: জাদুঘরের ৫০ বছর পূর্তিতে কেক কাটছেন মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমানসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত সময়ে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের উল্লেখযোগ্য অর্জন

- আরবরিক্যালচার চালু করা হয়
- জাদুঘরের ওয়ার্কশপের জন্য লেদ মেশিন, মাইলিং মেশিন, কমউড মেশিনসহ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়
- ভিডিও প্রজেক্টর সংগ্রহ করা হয়
- ভারত সরকারের কারিগরি সহায়তায় ২৫টি প্রদর্শনীবস্তু সংগ্রহ করা হয়
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে উদযাপন করা হয় এবং
- জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয়।

২০০৯-২০১৭ পর্যন্ত সময়ে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের উল্লেখযোগ্য অর্জন

- ১৭টি বৈদেশিক প্রদর্শনীবস্তু সংগ্রহ করা হয়;
- ৪-ডি মুভি থিয়েটার স্থাপন ও মুভি প্রদর্শন
- থ্রিলার রাইডার উইথ প্রাইম মুভার সংগ্রহ ও এর সাহায্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে ৪-ডি মুভি প্রদর্শন
- তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশের লক্ষ্যে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানপূর্বক তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত ৬০টি প্রকল্পের মান উন্নীতকরণ।
- দেশের ৭৯টি বিজ্ঞান ক্লাবকে ১০.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান
- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের দোরগোড়ায় বিজ্ঞানকে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী “মিউজু বাস” সংগ্রহ করে প্রদর্শন
- মিউজু বাসের জন্য ২৪টি প্রদর্শনীবস্তু, ১টি জেনারেটর ও ১টি ১২ ইঞ্চি টেলিস্কোপ সংগ্রহ
- ১ টি আর্থ কোয়েক সিমুলেটর (প্রদর্শনীবস্তু) সংগ্রহ
- মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারি ও শিশুদের জন্য শিশু বিজ্ঞান গ্যালারি চালু
- উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপন
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ পালনের অংশ হিসেবে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও অপেশাদার উদ্ভাবকদের প্রকল্প নিয়ে বিজ্ঞান মেলায় আয়োজন
- ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড চালু



- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ৫০ বছর পূর্তিতে সুবর্ণজয়ন্তী পালন করা হয়েছে।
- “জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে চলমান।
- মিউজু বাসের সাহায্যে ৩৪০টি ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।
- ১৫০ টি বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার ও বক্তৃতামালার আয়োজন।
- ২৮টি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনীবস্তু সংগ্রহ।
- ৪৩৯ টি উপজেলায় উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠন এবং
- বিশ্বমানের বিজ্ঞান জাদুঘর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সমীক্ষা প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন।

একাদশ জাতীয় রোভার মুট-২০১৭-এ অংশগ্রহণ



একাদশ জাতীয় রোভার মুট-এ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের স্টলের সামনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব জনাব মো. সিরাজুল হক ও জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব স্বপন কুমার রায়



একাদশ জাতীয় রোভার মুট-এ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের স্টল পরিদর্শন করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীর বিক্রম, এমপি

একাদশ জাতীয় রোভার মুট গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া-২০১৭-এর জিডিভি (গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ভিলেজ)-এ বিজ্ঞান জাদুঘরের ২৩ সদস্যের একটি টিম অংশগ্রহণ করে। এতে ৪ টি মুভি বাস স্থাপন করা হয়



১৯৯৬-২০০১ সালে বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা

- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর তৈরি প্রকল্প ২য় পর্যায় (১৯৯৫-২০০০)
- তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনী প্রকল্প
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর তৈরি প্রকল্প ৩য় পর্যায়

২০০৯- জুন ২০১৭ সালে বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা

- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের গ্যালারিসমূহের জন্য প্রদর্শনীবস্তু সংগ্রহ ও তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনী কাজে উৎসাহ প্রদান



- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স স্থাপন
- বিশ্বমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর স্থাপনের লক্ষ্যে সমীক্ষা প্রকল্প

২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন উপলক্ষ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

- ২০১৮-এর মধ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স নির্মাণ
- ২০২১-এর মধ্যে বিশ্বমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর স্থাপন
- ২০২১-এর মধ্যে ৪টি বিভাগীয় সদরে সায়েন্স সেন্টার নির্মাণ
- ২০১৯-এর মধ্যে সায়েন্স সিটি নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ ও ২০২১-এর মধ্যে প্রকল্পের ১ম ধাপের কার্যসমাপ্তি
- ২০২১-এর মধ্যে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের জন্য ৬টি মিউজু বাস ও ৬ টি মুভি বাস এবং ৬ টি পরিবহন বাস সংগ্রহ
- ২০১৯-এর মধ্যে উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাবসহ সকল বিজ্ঞান ক্লাব শক্তিশালীকরণ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
- ২০১৮-এর মধ্যে আন্তর্জাতিক জাদুঘর বা বিজ্ঞান কেন্দ্রের সংগঠনে যুক্ত হওয়া
- ২০১৯-এর মধ্যে প্রতিভাবান তরুণ বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবকদের জন্য জাতীয় উদ্ভাবন পুরস্কার প্রবর্তন
- ২০২১-এর মধ্যে সকল ইউনিয়ন পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠনের মাধ্যমে বিজ্ঞান আন্দোলনকে গ্রাম পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া
- ২০২০-এর মধ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের আয়োজন ইউনিয়ন পর্যায়ে বিস্তৃত করা
- ২০২০-এর মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠন
- ২০১৯-এর মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষা সম্প্রসারণমূলক বহিঃপাঠ্যক্রম যেমন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থী পর্যায়ে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম, বিজ্ঞান নাটক ইত্যাদি বিষয়াবলির ব্যাপকভিত্তিক আয়োজন এবং মাঠ পর্যায়ে তা সম্প্রসারণ
- ২০২১-এর মধ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর স্থায়ী প্রদর্শনীর দর্শনার্থীর সংখ্যা ২ লক্ষে উন্নীতকরণ
- ২০১৯-এর মধ্যে জেলা পর্যায়ে বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার কলেবর বৃদ্ধি এবং ২০২১-এর মধ্যে উপজেলা পর্যায়েও এ আয়োজন সম্প্রসারণ
- ২০১৯-এর মধ্যে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজনের কলেবর বৃদ্ধি এবং বিষয়ভিত্তিক বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজন বা অন্য প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা প্রদান

২০৩০ সালে SDG অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

- ২০২৪-এর মধ্যে প্রস্তাবিত কুমিল্লা ও ফরিদপুর বিভাগসহ ৫টি বিভাগীয় সদরে সায়েন্স সেন্টার নির্মাণ
- ২০২৭-এর মধ্যে সকল বৃহত্তর জেলা সদরে ও ঢাকার পূর্বাচল নতুন শহরে সায়েন্স সেন্টার নির্মাণ
- ২০২৩-এর মধ্যে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড বা বিজ্ঞানের বিষয়ভিত্তিক অলিম্পিয়াড আয়োজন
- ২০২৪-এর মধ্যে প্রতিটি বিভাগীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কেন্দ্রের জন্য ২টি মিউজু বাস ও ২টি মুভি বাস সংযোজন
- ২০২৬-এর মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রদর্শনীবস্তু সংযুক্ত করে ৫টি লঞ্চ/স্টিমার সংগ্রহ
- ২০২৫-এর মধ্যে বছরে কমপক্ষে ২টি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান বিষয়ক কর্মশালা/সেমিনার/ সিম্পোজিয়াম আয়োজন
- ২০২৫-এর মধ্যে প্রদর্শনীবস্তু প্রস্তুতিতে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ৫০% প্রদর্শনীবস্তু নিজ ওয়ার্কশপে প্রস্তুতকরণ
- ২০২৫-এর মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান শিক্ষকদের পাঠদান পদ্ধতি ও ব্যবহারিক শিক্ষা উন্নতকরণের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বিজ্ঞান শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু



- ২০২৬-এর মধ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরকে একটি গবেষণা হাবে উন্নীতকরণ
- ২০২৭-এর মধ্যে প্রদর্শনীবস্তু ও ব্যবহারিক শিক্ষার বিকল্প উপকরণ প্রস্তুতির জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা
- ২০২৮-এর মধ্যে ২০ টি নতুন জেলা সদরে সায়েন্স সেন্টার নির্মাণ
- ২০৩০-এর মধ্যে জেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রসমূহে দর্শনার্থীর সংখ্যা ২০ লক্ষে উন্নীতকরণ
- ২০৩০-এর মধ্যে সায়েন্স সিটির দর্শনার্থীর সংখ্যা ১০ লক্ষে উন্নীতকরণ এবং সায়েন্স সিটির দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্য সমাপ্তিকরণ

২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

- ২০৪০-এর মধ্যে ৩৪টি নতুন জেলায় সায়েন্স সেন্টার নির্মাণ
- ২০৩৫-এর মধ্যে দেশের ৪টি স্থানে ৪টি আন্তর্জাতিক মানের মানমন্দির স্থাপন
- ২০৪১-এর মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রদর্শনীবস্তু সংযুক্তি করে একটি বায়োডাইভারসিটি ট্রেন চালুকরণ

ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা

- ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও বিজ্ঞান শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ
- বিজ্ঞান চর্চা উৎসাহিতকরণের জন্য বিজ্ঞান ক্লাব গঠন ও গঠিত বিজ্ঞান ক্লাবসমূহের শক্তিশালীকরণ
- বিশ্বমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর স্থাপন
- বিভাগীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর স্থাপন
- সায়েন্স সিটি স্থাপন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের চিত্র

প্রকল্পের নাম : জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প

বাস্তবায়ন কাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৪- জুন ২০১৮

প্রকল্প ব্যয় : ২২৯৮৮.৫৩ লক্ষ টাকা



বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন কাজ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- স্থায়ী অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করে দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি সাধন
- বিজ্ঞান একাডেমি, সমিতি, বিজ্ঞানসেবী সংগঠন, বিজ্ঞান ক্লাব ও অন্যান্য বিজ্ঞান সম্পৃক্ত সংস্থার জন্য একটি স্থায়ী প্লাটফর্ম তৈরি
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ও অনুরূপ কর্মকাণ্ড আয়োজনের জন্য স্থায়ী অবকাঠামোগত সুবিধাদি সৃষ্টি
- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম এবং অন্যান্য বিজ্ঞান সম্পৃক্ত সভা আয়োজনের জন্য যথাযথ সুবিধাদি প্রদান

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ভৌত অগ্রগতি : ৫%

আর্থিক অগ্রগতি : ৪১২৯.৮৩ লক্ষ



প্রকল্পের নাম : বিশ্বমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর স্থাপন সমীক্ষা প্রকল্প

বাস্তবায়ন কাল : জুলাই-২০১৫ থেকে ডিসেম্বর-২০১৬

প্রকল্প ব্যয় : ১.৭৫ লক্ষ টাকা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিশ্বমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভব্যতা যাচাই ও সমীক্ষা ও ডিপিপি প্রণয়ন

কার্যাবলি

এ প্রকল্পের আওতায় একটি ওয়ার্কশপ ও একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়, যাতে জাদুঘরের স্টেক হোল্ডারগণ অংশগ্রহণ করেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ৯ সদস্যের একটি টিম জার্মানি ও দক্ষিণ কোরিয়া সফর করেন। এছাড়া সম্ভব্যতা যাচাইয়ের জন্য সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। বিশ্বমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের স্থাপনের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়ন করে জমা দেয়া হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের অর্জিত সাফল্যের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য কিছু সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এ প্রতিষ্ঠান অর্পিত দায়িত্ব পালন করছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জনবল স্বল্পতা, যানবাহন স্বল্পতা, উন্নত প্রদর্শনীবস্তু ও টেলিস্কোপের অভাব। জাদুঘরটিকে উন্নত প্রদর্শনীবস্তু-সমৃদ্ধ করে একটি বিশ্বমানের জাদুঘরে রূপান্তরিত করার প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে।



বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক)
(www.bansdoc.gov.bd)



পটভূমি :

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রসমূহে তথ্য সেবা প্রদানকারী একটি জাতীয় সংস্থা। বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণামূলক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সম্পাদনা এবং বিতরণের লক্ষ্য নিয়ে ষাটের দশকে বিসিএসআইআরের অঙ্গ সংগঠনরূপে ব্যান্সডকের যাত্রা শুরু হয়। ২০১০ সালে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ব্যান্সডক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাবীন একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে ওয়েবপেইজভিত্তিক তথ্য সেবা সংযোজন করে বিদ্যমান তথ্য সেবাসমূহকে আরো সমৃদ্ধ ও আধুনিক করার ক্ষেত্রে ব্যান্সডকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ, শিল্পোদ্যোক্তা, পরিকল্পনাবিদ, নীতি-নির্ধারক, ছাত্র-শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সকল গবেষককে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত তথ্য সেবা প্রদান।

ভিশন :

বিজ্ঞানী ও গবেষকদের চাহিদানুযায়ী বৈজ্ঞানিক তথ্য দ্রুত সরবরাহ।

মিশন :

বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের অনলাইন ডাটাবেজ স্থাপন, ব্যান্সডকের কার্যক্রমকে ডিজিটাইজড করা এবং গ্রাহকদের অফলাইন সার্ভিস প্রদান।

সংস্থার প্রধান কার্যাবলি :

(ক) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রকৌশল, শিল্প, প্রযুক্তি, সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, সম্পাদনা ও বিতরণ

(খ) গবেষণা প্রতিষ্ঠান, একাডেমিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প অথবা অন্য কোনো সেクターে কর্মরত গবেষকগণকে তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ এবং

(গ) গবেষক, নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ ও ব্যবস্থাপকদের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ



সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

ব্যঙ্গডকের সাংগঠনিক কাঠামোতে অনুমোদিত জনবলের (পদ) সংখ্যা মহাপরিচালকসহ ৫৫

বাজেট

(হাজার টাকায়)

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | অনুলয়ন | | উল্লয়ন | | সর্বমোট | | বাজেট বাস্তবায়নের হার (%) |
|--------------|---------|----------|----------|--------------|--------------|------------|-----------|----------------------------------|
| | | বরাদ্দ | ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | মোট বরাদ্দ | মোট ব্যয় | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১. | ২০০৯-১০ | ১৬০৬৮.০০ | ১৪৫৪০.৯০ | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় | ১৬০৬৮.০০ | ১৪৫৪০.৯০ | ৯০.৫০% |
| ২ | ২০১০-১১ | ২২৭০১.০০ | ১৯২৯২.৯৮ | .. | .. | ২২৭০১.০০ | ১৯২৯২.৯৮ | ৮৪.৯৯% |
| ৩ | ২০১১-১২ | ২৩৭৮১.০০ | ১৭৫৬১.৬৩ | .. | .. | ২৩৭৮১.০০ | ১৭৫৬১.৬৩ | ৭৩.৮৫% |
| ৪ | ২০১২-১৩ | ২৩০০০.০০ | ২২৯৭২.২৫ | .. | .. | ২৩০০০.০০ | ২২৯৭২.২৫ | ৯৯.৮৮% |
| ৫ | ২০১৩-১৪ | ২৫১১০.০০ | ২৪৯৪০.১৫ | .. | .. | ২৫১১০.০০ | ২৪৯৪০.১৫ | ৯৯.৩২% |
| ৬ | ২০১৪-১৫ | ৩০৩০০.০০ | ৩০২২৭.০২ | .. | .. | ৩০৩০০.০০ | ৩০২২৭.০২ | ৯৯.৭৬% |
| ৭ | ২০১৫-১৬ | ৩৫৩৫১.০০ | ২৭৯৪৯.৯৭ | .. | .. | ৩৫৩৫১.০০ | ২৭৯৪৯.৯৭ | ৭৯.০৬% |
| ৮ | ২০১৬-১৭ | ৪৮০০০.০০ | ৪২৪৩৯.৭৭ | .. | .. | ৪৮০০০.০০ | ৪২৪৩৯.৭৭ | ৮৮.৪২% |



Format : SDG Action Plan through National Mid- Term and Long-Term Development Plans

| SDG Targets ⁱ | Global Indicators for SDG Targets ⁱⁱ | Lead/Co-Lead Ministries/Division ⁱⁱⁱ | Associate Ministries/Division ^{iv} | 7th FYP Goals/Targets related to SDG Targets and Indicators ^v | On-going Project/Programme to achieve 7 th FYP goals/Targets ^{vi} | | Requirement of New Project/Programme up to 2020 ^{vii} | | Actions /Projects beyond 7 th FYP Period (2021-2030) ^{viii} | Policy Strategy if needed (in relation Column 8) ^{ix} | Remarks |
|---|--|---|---|---|---|-----------------------|---|--|---|--|---------|
| | | | | | Project Title and Period | Cost in BDT (million) | Project Title and Period | Cost in BDT (million) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8 | 9 | 10 |
| Collection and dissemination of scientific and technological information. | <p>1. Collection, processing, preservation, editing and dissemination of information in all fields of scientific research and experimental development in the area of natural science, agriculture, medical science, engineering, industry and technology.</p> <p>2. Providing of information as per requirement of researchers working in research organizations, academic institutions, nationalized industries or any other sectors.</p> <p>3. Providing scientific information for researcher, policy maker, planner and manager.</p> | Ministry of Science and Technology, Bangladesh | Bangladesh National Scientific and Technological Documentation Centre (BANSDOC) | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Providing Bibliographic Service; ✚ Reprint collection of concern publications and its distribution; ✚ Establish scientific contact with scientists and researchers; ✚ Help in document translation; ✚ Providing photo-reprographic service; ✚ Providing computer and internet service; ✚ Cooperation with SAARC Documentation Centre; ✚ Arrange exhibition, conference, seminar, workshop & training and awarded the scholars, students for assisting human resource development and to take action for poverty alleviation; ✚ Supply web page based research information; ✚ Collaboration and patronizing research activities of scientists and professionals; ✚ Provide digital library service; ✚ Exchange information at national and international level; ✚ Arranging internship for the apprentice related to Information Science and Library Management; ✚ Provide consultancy service to the scientists and researchers to enhance research and development activities of the country. | - | - | <p>1. Establish branch office of BANSDOC at divisional level to provide associated service.</p> <p>2. To turn BANSDOC into international level organization in the field of science and technology.</p> <p>3. Automation and digitization of BANSDOC services.</p> <p>4. Vertical extension of BANSDOC building (10th floor).</p> <p>5. Establishing hall room in BANSDOC equipped with all modern facilities.</p> <p>6. Establishment of modern Lab consisting of 40 set of computer.</p> | <p>Cost 20.00 crore.</p> <p>Cost 24.00 crore.</p> <p>Cost 24.00 crore.</p> <p>Cost 20.00 crore.</p> <p>Cost 1.00 crore.</p> <p>Cost 50.00 Lac.</p> | - | - | |

ব্যাঙ্গডকের বিভাগসমূহের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি

ডকুমেন্ট ডেলিভারি সার্ভিস

বিজ্ঞানী ও গবেষকদের চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যাঙ্গডকের নিজস্ব সোর্স, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়াম World Health Organization (WHO)-এর HINARI, Food and Agricultural Organization (FAO)-এর AGORA ও Bangladesh INASP-PERII এবং National Library of Australia (NLA) I NISCAIR, India হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক গবেষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।



ডকুমেন্টেশন সার্ভিস



২০১৬-১৭ অর্থবছরে

- দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে ২,৫৫৬ টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে
- দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত, কর্মরত বিজ্ঞানী ও গবেষকসহ মোট ২০৬ জনকে বিভিন্ন জার্নালের আর্টিকেলের ৬,২৬৫ পৃষ্ঠা ডকুমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে
- দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত ১,৬৩৭ টি থিসিস-এর এ্যাবস্ট্রাক্টসহ টাইটেল পৃষ্ঠা ওয়েব সাইটে এন্ট্রি দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে

বিবলিওগ্রাফিক/লিটারেচার সার্চ সার্ভিস

একজন গবেষক তার গবেষণার বিষয়বস্তুর ওপর কি-ওয়ার্ড ইনসার্চের মাধ্যমে মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় আর্টিকেলের বিবলিওগ্রাফিক্যাল সোর্স/রেফারেন্স অতি অল্প সময়ে সংগ্রহ করতে পারেন। লিটারেচার সার্চ সার্ভিসটি সম্পাদনের লক্ষ্যে ব্যাসডকে আমেরিকার থমসন রয়টার্স পাবলিকেশনের বায়োলজিক্যাল এ্যাবস্ট্রাক্ট-এর সিডি সংরক্ষিত আছে যেখানে ৩২টি বিষয়ের গবেষণা তথ্য রয়েছে।



বিবলিওগ্রাফিক সার্ভিস

২০১৬-১৭ অর্থবছর

- বিজ্ঞানী/গবেষকগণকে ১৯৪ টি বিবলিওগ্রাফিক সার্ভিস প্রদান করা হয়। ৬০০ টি এসএভিট এ্যাবস্ট্রাক্টস ব্যাসডক ওয়েবসাইটের সংশ্লিষ্ট ডাটাবেজে এন্ট্রি দেয়া হয়েছে;
- ৬,৫১০ জন গ্রাহককে ব্যাসডক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে
- কারেন্ট রিসার্চ প্রজেক্ট-এর ৪৭০ টি ডাটা ব্যাসডক ওয়েবসাইটের সংশ্লিষ্ট ডাটাবেজে এন্ট্রি দেয়া হয়েছে।
- সিডি সার্চের রেফারেন্স ১৪০ টি প্রদান করা হয়েছে

গ্রন্থাগার সার্ভিস

একটি বিশেষায়িত বিজ্ঞান গ্রন্থাগার হিসেবে ব্যাসডক গ্রন্থাগারে প্রায় ২১,০০০ টি শিরোনামের রেফারেন্স বই সংরক্ষিত আছে। এ ছাড়া প্রায় ৪৫০ টি শিরোনামের দেশি-বিদেশি জার্নালের প্রায় ১৯,৩০০ টি বাইন্ড ভলিউম সংরক্ষিত আছে। গ্রন্থাগারটি সাপ্তাহিক ছুটি ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত অন্য দিন সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত খোলা থাকে। অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানীদের সুবিধার্থে বেশ কয়েকটি সুসজ্জিত স্টাডি ক্যারল রয়েছে। ব্যাসডক গ্রন্থাগারটি দীর্ঘদিন যাবৎ দেশের বিজ্ঞানী ও গবেষকদের নিকট রেফারেন্স লাইব্রেরি হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে

- ৩৭৬৭ জন বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষার্থীকে গ্রন্থাগার সেবা প্রদান
- ৫৪ টি ন্যাশনাল ইউনিয়ন ক্যাটালগের ডাটা ওয়েবসাইটে এন্ট্রি
- ২৫৮ টি বইয়ের বিবলিওগ্রাফিক্যাল তথ্য ওয়েবসাইটে এন্ট্রি
- ২২ টি ই-বুক প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে উন্মুক্তকরণ ও
- ১২৬ টি টেক্সট/রেফারেন্স বই সংগ্রহ করা হয়েছে



গ্রন্থাগার পাঠক সার্ভিস



সাইবার সার্ভিস

ব্যাঙ্গডক গ্রন্থাগারে একটি সাইবার কর্নার রয়েছে। সাইবার হতে ব্যবহারকারীগণ স্বল্প মূল্যে হাইস্পিড সম্বলিত ইন্টারনেট ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের প্রিন্ট নিতে পারেন।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে

১০৪ জন বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে সাইবার সেবা প্রদান করা হয়েছে।



সাইবার সার্ভিস

রিপ্রোগ্রাফিক সার্ভিস

গবেষকদের গবেষণা কর্ম, সায়েন্টিফিক ফটোগ্রাফি, ম্যাপ, নক্সা ও ডিজাইন সম্বলিত তথ্যের মাইক্রোফিল্ম ও মাইক্রোফিস-এর মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদে সংরক্ষণের ব্যবস্থা এ সেবার অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া গবেষণার বিষয়বস্তুর স্লাইড তৈরির ব্যবস্থাও এখানে রয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে

- ৩৮৬ জন বিজ্ঞানী/গবেষকের পারসোনাল প্রোফাইল ডাইরেক্টরি অব সায়েন্টিস্টস এন্ড টেকনোলজিস্ট শিরোনামে ডাটাবেজে এন্ট্রি দেয়া হয়েছে।
- তরুণ ও ক্ষুদ্রে বিজ্ঞানীদের ৯৪ টি ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট ডাটাবেজে এন্ট্রি দেয়া হয়েছে।
- দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ের ১২৫৬ টি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার সংশ্লিষ্ট ডাটাবেজে এন্ট্রি দেয়ার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।



রিপ্রোগ্রাফিক সার্ভিস

ব্যাঙ্গডকের অনলাইন ডাটাবেইজ

ব্যাঙ্গডকে গবেষণা কাজে সহায়ক তথ্যাবলি সম্বলিত বিভিন্ন ডাটাবেইজ রয়েছে। ব্যাঙ্গডক-এর কর্মকর্তা/কর্মচারী ও বিভিন্ন বিজ্ঞান ও গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পয়েন্টের মাধ্যমে বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করে ব্যাঙ্গডক-এর ওয়েবসাইটে সংযুক্ত ডাটাবেজে এন্ট্রির মাধ্যমে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়ে থাকে। যে কোনো গবেষক বিশ্বের যে কোনো স্থান থেকে এ সকল তথ্য পড়তে ও ডাউনলোড করতে পারেন। ডাটাবেজগুলো নিম্নরূপ:

- Directory of Scientists and Technologists of Bangladesh Living Home & Abroad
- Current Research Projects of Bangladesh
- National Union Catalogue of S&T Periodicals in Bangladesh
- Bangladesh S&T Abstracts
- Book Search
- Thesis Search
- Innovations of Young Scientists & Science Club
- Scientific & Industrial Innovations
- S&T Paper Clipping
- BANSDOC e-Books.



সেমিনার/কর্মশালা/অবহিতকরণ সভা

ব্যাঙ্গডকের সেবা/কার্যক্রমসমূহকে ব্যাপক প্রচারের জন্য দেশের বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ০৯ টি সেমিনার/কর্মশালা/অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ব্যাঙ্গডক কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে ৫টি ব্যাচের ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

ই-বুক প্রস্তুতকরণ প্রশিক্ষণ

তথ্য ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল পদ্ধতি প্রয়োগের অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন আরএন্ডি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ০৩টি 'তথ্য ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ ও ই-বুক প্রস্তুতকরণ' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ব্যাঙ্গডক পরিচালনা বোর্ডের সভা

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ব্যাঙ্গডক পরিচালনা বোর্ডের ২টি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়েছে।

ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম

ইনোভেশন টিমের মাধ্যমে প্রতিমাসে ২টি করে ই-বুক প্রস্তুত করে ২২টি ই-বুক ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। এছাড়া ইনোভেশন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিসপ্তাহে একবার ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে মোট ৩টি 'তথ্য ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ ও ই-বুক প্রস্তুতকরণ' শীর্ষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কৌশলগত কার্যক্রম

ব্যাঙ্গডকের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/কর্মশালা যথাক্রমে ২৫.১০.২০১৬ এবং ২৯.০৫.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাঙ্গডক)-এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদনের ফলে আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের আওতায় ৫৫ জন ঘণ্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতা পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে ব্যাঙ্গডকের কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আরও বৃদ্ধি পাবে।



বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা প্রসারে ব্যাঙ্গডকের তথ্য সেবা শীর্ষক সেমিনারে মাননীয় মন্ত্রী



ই-বুক প্রস্তুতকরণ প্রশিক্ষণ



জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মশালা ২০১৬



মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম

তথ্য ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ ও দক্ষ তথ্য ব্যবস্থাপক তৈরির লক্ষ্যে রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৫টি ব্যাচে ১০২ জনকে ইন্টার্নশিপ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও আরএন্ডডি প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে 'তথ্য ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ ও ই-বুক প্রস্তুতকরণ' শীর্ষক ৩টি কোর্সে মোট ৭৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যা দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ব্যাঙ্গডক ওয়েবসাইট : www.bansdoc.gov.bd ভিজিট করে বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে ওয়েব বেইজ তথ্য সেবা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত ব্যাঙ্গডকের উল্লেখযোগ্য অর্জন

- গ্রন্থাগারে স্টাডি ক্যারল স্থাপন
- ব্যাঙ্গডক ভবনে ইলেকট্রনিক ব্যানার স্থাপন
- জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাঙ্গডকে সাইবার কর্নার স্থাপন
- তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ : ১,০১,২৬১ পৃষ্ঠা।

২০০৯-২০১৭ পর্যন্ত ব্যাঙ্গডকের উল্লেখযোগ্য অর্জন

- ইন্টার্নশিপ : ২০টি ব্যাচ।
- ই-বুক প্রশিক্ষণ: ১০টি।
- অবহিতকরণ সভা: ৬৭ টি।
- তথ্য সংগ্রহ: ১,৩৫,৬৯১ পৃষ্ঠা।
- তথ্য বিতরণ: ২,১২,২৫৩ পৃষ্ঠা।
- সুবিধাভোগী: ১,১৫,০৩১ জন।
- ব্যাঙ্গডক ওয়েবসাইটে ১০টি ডাটাবেজ স্থাপন।
- অনলাইন ভিত্তিক তথ্যসেবা কার্যক্রম শুরু।
- বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাঙ্গডক) আইন ২০১০ প্রণয়ন।
- বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাঙ্গডক)-এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, প্রণয়ন।
- ০৩ টি জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠান।
- ১,২৪২ টি বই সংগ্রহ।
- ৮৮৪ টি (issues) জার্নাল সংগ্রহ।



ইন্টার্নশিপ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সনদ বিতরণ করছেন -২০১৭



২০২১ সালের মধ্যে ব্যাঙ্গডকের সার্ভিসসমূহ অটোমেশন ও ডিজিটাইজেশনের জন্য গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

- ২০২০-এর মধ্যে ব্যাঙ্গডক গ্রন্থাগারে রক্ষিত বই, জার্নাল ও অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ আধুনিক Software-এর মাধ্যমে ডিজিটাইজড করা।
- ২০১৯-এর মধ্যে ব্যাঙ্গডকের সেবাসমূহকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত ও আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।
- ২০১৯-এর মধ্যে ব্যাঙ্গডকের গ্রন্থাগার ও অন্যান্য সেবাসমূহের জন্য উন্নতমানের Hardware এবং Software স্থাপনসহ গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ২০২১-এর মধ্যে ব্যাঙ্গডকের রিপোগ্রাফিক বিভাগ-কে আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সমৃদ্ধ করে নতুন আঙ্গিকে সাজানো।

২০৩০ সালে SDG অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাঙ্গডক কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

- ২০২৭-এর মধ্যে দেশের সকল বিভাগীয় শহরে ব্যাঙ্গডকের শাখা স্থাপন।
- ২০৩০-এর মধ্যে ব্যাঙ্গডককে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানের তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।
- ২০২৩-এর মধ্যে ব্যাঙ্গডকের ভৌত অবকাঠামো সম্প্রসারণ।
- ২০২২-এর মধ্যে ব্যাঙ্গডকে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা (সরঞ্জাম) সমৃদ্ধ হলরুম প্রতিষ্ঠা করা।

২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ গঠনে ব্যাঙ্গডকের কর্মপরিকল্পনা

- ২০৩৫-এর মধ্যে দেশের সকল গ্রন্থাগারের সাথে ব্যাঙ্গডকের সংযোগ স্থাপন করে আন্তর্জাতিক তথ্য আদান-প্রদানে শক্তিশালী কনসোর্টিয়াম স্থাপন।
- ২০৪১-এর মধ্যে দেশের সকল বিজ্ঞান গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত বিজ্ঞানী ও গবেষকদের তথ্য প্রাপ্তিতে ব্যাঙ্গডককে প্রবেশদ্বার হিসেবে স্থাপন।

চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাঙ্গডক)-এর উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পাশাপাশি কিছু চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা মোকাবেলা করে সংস্থার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে প্রশিক্ষিত জনবল, যানবাহন ও জনবলের স্বল্পতা উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত সমস্যা সমাধান হলে ব্যাঙ্গডককে আধুনিক ডকুমেন্টেশন সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার
(www.novotheatre.gov.bd)



পটভূমি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ঢাকার বিজয় সরণি এলাকায় ৫.৪৬ একর জমির উপর ১২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে দেশের একমাত্র প্ল্যানেটেরিয়াম ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার’। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০০ সালে নভোথিয়েটারের ভিত্তিপ্তস্তর স্থাপন করেন। এটি দেশের সকল নাগরিক ও শিক্ষার্থীকে বিনোদনের মাধ্যমে মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও তথ্য প্রদান এবং মহাকাশ বিজ্ঞান শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এছাড়া এখানে রয়েছে পরমাণু শক্তি তথ্য কেন্দ্র, যার মাধ্যমে পরমাণু বিদ্যুৎ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি, শিক্ষার্থীদের মাঝে পরমাণু শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি এবং পরমাণু বিদ্যুৎ বিষয়ে নাগরিক ও শিক্ষার্থীদের অহেতুক ভীতি দূরীকরণ ও সঠিক ধারণা প্রদান করা হয়।

ভিশন

মহাকাশ বিজ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারকে দেশের বিজ্ঞান শিক্ষায় একটি উৎকর্ষতার কেন্দ্রে পরিণত করা।

মিশন

বিনোদনমূলক শিক্ষার মাধ্যমে জনমনে বিজ্ঞান সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা প্রোথিত করা এবং প্ল্যানেটেরিয়াম, থ্রি-ডি, টেলিস্কোপ, বিভিন্ন সাইন্টিফিক ও ডিজিটাল প্রদর্শনীবস্তু, মহাকাশ সম্পর্কিত গবেষণা ইত্যাদির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় উৎসাহী করে তোলা।

সাংগঠনিক কাঠামো

সাংগঠনিক কাঠামোতে ১ জন মহাপরিচালক, ১জন পরিচালক, ২ জন উপ-পরিচালকসহ মোট ৬৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন।



প্রধান কার্যাবলি

- মহাকাশ বিষয়ক অপটো-মেকানিক্যাল ও ডিজিটাল ছবি প্রদর্শনী পরিচালনা।
- বিভিন্ন সায়েন্টিফিক ও ডিজিটাল এক্সিবিট-এর বৈজ্ঞানিক দিকসমূহ জনগণের কাছে বিশেষত শিক্ষার্থীদের সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন।
- অ্যাস্ট্রোভিশন শো এবং ফিল্ম আধুনিকায়ন, পরিবর্তন ও যুগোপযোগীকরণ।
- জ্যোতির্বিজ্ঞানের নতুন নতুন তথ্য ও চিত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে নিয়মিত সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে দেশের জনগণ তথা দেশের ছাত্রসমাজকে অবহিতকরণ।
- সায়েন্টিফিক লাইব্রেরি স্থাপন করে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও চিত্র, সাময়িকী, বই-পুস্তক সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।
- নভোথিয়েটারের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণকে অবহিত ও আকৃষ্ট করা এবং লিফলেট ও বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে স্কুল-কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।
- স্পেস রাইড সিমুলেটর, থ্রি-ডি মুভি এবং অন্যান্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জামের মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক ও জ্ঞানবিকাশে সহায়ক সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করা।
- মহাকাশ বিষয়ক গবেষণার মাধ্যমে নভোথিয়েটারকে Centre of Excellence-এ পরিণত করা।

আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

(লক্ষ টাকায়)

| অর্থবছর | মোট আয় | | | মোট ব্যয় | উদ্বৃত্ত |
|-----------|------------|---------------|--------|-----------|----------|
| | নিজস্ব আয় | সরকারি বরাদ্দ | আয় | | |
| ২০১১-২০১২ | ১০১.৭৭ | ২৮২.৩০ | ৩৮৪.০৭ | ১৭৬.০৬ | ২০৮.০১ |
| ২০১২-২০১৩ | ১০০.৭৪ | ২২০.০০ | ৩২০.৭৪ | ২১২.৪৩ | ১০৮.৩১ |
| ২০১৩-২০১৪ | ১০৪.০৫ | ২৭৩.৫১ | ৩৭৭.৫৬ | ৩৫৫.৬৪ | ২১.৯২ |
| ২০১৪-২০১৫ | ১৮৫.৮০ | ৬৯২.২০ | ৮৭৮.০০ | ৭৬৭.৭৫ | ১১০.২৫ |
| ২০১৫-২০১৬ | ২১৯.৬০ | ৩০৭.৫০ | ৫২৭.১০ | ৩৩৬.৩৫ | ১৯০.৭৫ |
| ২০১৬-২০১৭ | ২৩৮.৪৮ | ৪৫২.০০ | ৬৯০.৪৮ | ৫৯১.০০ | ৯৯.৪৮ |

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

- সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক জীবনসংগ্রামের ওপর নির্মিত ৩০ মিনিটের ডিজিটাল ফিল্ম উদ্বোধন।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, রাজশাহী স্থাপন প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের সকল প্রদর্শনীর টিকেট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বুকিংয়ের জন্য নির্ধারিত ফরমে অনলাইন এপ্লিকেশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৬০ জনঘণ্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের গুণগত মানের উন্নতি সাধিত হয়েছে।



- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে ফেসবুক আইডি খোলা হয়েছে। ফলে আগত দর্শনার্থীগণ সহজে নভোথিয়েটারের আপডেট তথ্য জানতে পারেন।
- সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও বিশেষ শিশুদের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের প্রানেটেরিয়াম প্রদর্শনী বিনামূল্যে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে তারা বিনোদনের মাধ্যমে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের অজানা রহস্য সম্পর্কে জানতে পারছে।
- ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে নভোথিয়েটারে ২,৭৯,২৪১ জন দর্শক সমাগম হয়েছে।
- ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-এর লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জিত হয়েছে।



সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ও স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঐতিহাসিক জীবনসংগ্রামের ওপর ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে নির্মিত ৩০ মিনিটের ডিজিটাল ফিল্ম গত ২৮ জুলাই ২০১৭ তারিখে উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, রাজশাহী-এর থ্রি-ডি মডেল এবং নকশা গত ১৬.০২.২০১৭ তারিখে অনুমোদন করেন।



বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের সাথে মহাপরিচালকের মতবিনিময় সভা



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে দর্শনার্থীর শো উপভোগ



১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে উল্লেখযোগ্য অর্জন

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার প্রকল্প ১৯৯৭ সালের ১৩ মে একনেক কর্তৃক অনুমোদন।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০০ সালে নভোথিয়েটার ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।
- প্লানেটেরিয়াম যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়।

২০০৯-২০১৭ পর্যন্ত সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের উল্লেখযোগ্য অর্জন

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার আইন, ২০১০ মহান সংসদে পাস।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার প্রকল্পের জনবল ২০১৩ সালে সরাসরি রাজস্ব খাতে স্থানান্তর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার চাকরি প্রবিধানমালা প্রণয়ন।
- ২টি Large Format Film সংগ্রহ।
- একটি Smart Step Floor এবং Smart Game সংগ্রহ।
- একটি 5D Interactive Edutainment Simulator সংগ্রহ।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক জীবনসংগ্রামের ওপর ৩০ মিনিটের একটি ডিজিটাল ছবি নির্মাণ।
- প্লানেটেরিয়ামের বর্তমান অপটো-মেকানিক্যাল সিস্টেমের আপগ্রেডেশন ও ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যম হাইব্রিড সিস্টেমে রূপান্তর।
- বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান আহরণের জন্য ১৪টি সাইন্টিফিক এক্সিবিট ও ১৬টি ডিজিটাল এক্সিবিট স্থাপন।
- অত্যাধুনিক ৪০ সিটের 5D Movie Theatre স্থাপন।
- নভোথিয়েটারের সকল প্রদর্শনী ও রাইড উপভোগের জন্য অত্যাধুনিক কম্পিউটারাইজড টিকেটিং ব্যবস্থা স্থাপন।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের এন্ড্রয়েড অ্যাপস চালু।
- টেলিটক মোবাইলের মাধ্যমে ঘরে বসেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের টিকেট সংগ্রহের ব্যবস্থা।
- পরমাণু বিষয়ক তথ্য জানার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে পরমাণু শক্তি তথ্য কেন্দ্র স্থাপন।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, রাজশাহী প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদন।

১৯৯৬-২০০১ বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা

- “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার শক্তিশালীকরণ”

ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, রাজশাহী স্থাপন
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বরিশাল স্থাপন
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, খুলনা স্থাপন
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, রংপুর স্থাপন
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, সিলেট স্থাপন
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, চট্টগ্রাম স্থাপন
- ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার আধুনিকায়ন



বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের চিত্র

কর্মসূচির নাম: ডিজিটাল ফিল্ম ও এক্সিবিট সংযোজনের মাধ্যমে “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার শক্তিশালীকরণ” শীর্ষক কর্মসূচি

বাস্তবায়ন: ২০১১-১২

প্রকল্প ব্যয়: ৪৮৭.৫০ লক্ষ

বাস্তবায়নের হার : ১০০%

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা এবং বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ কর্মসূচির মাধ্যমে ২টি Large Format Film, একটি Smart Step Floor এবং Smart Game এবং একটি 5D Interactive Edutainment Simulator স্থাপন করা হয়।

প্রকল্পের নাম: “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার শক্তিশালীকরণ” প্রকল্প

সময়কাল: ২০১২-২০১৪

প্রকল্প ব্যয়: ৬৯০৫.০০ লক্ষ

বাস্তবায়নের হার : ১০০%

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারকে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করে ছাত্রসমাজের কাছে মহাকাশ বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারকে তুলে ধরা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্লানেটেরিয়াম সিস্টেমকে আপগ্রেডেশন, ৩০টি ডিজিটাল ও সাইন্টিফিক এক্সিবিটস স্থাপন ও একটি 5D মুভি থিয়েটার স্থাপন করা হয়।

২০২১ সালে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করা ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

- ২০২১-এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, রাজশাহী শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- ২০২১-এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে প্রদর্শনী দর্শনার্থীর সংখ্যা ৩ লাখে উন্নীতকরণ।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার সম্পর্কে জনগণকে আরও আগ্রহী করে গড়ে তোলার জন্য নভোথিয়েটারের ওপর ডকুমেন্টারি তৈরি করে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় তা প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে।

২০৩০ সালে SDG অর্জনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

- ২০২২-এর মধ্যে বরিশাল বিভাগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- ২০২৩-এর মধ্যে খুলনা বিভাগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- ২০২৪-এর মধ্যে রংপুর বিভাগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- ২০২৪-এর মধ্যে সিলেট বিভাগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- ২০২৫-এর মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- ২০২৬-এর মধ্যে ময়মনসিংহ বিভাগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন।

২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে কর্মপরিকল্পনা

- ২০৪১-এর মধ্যে সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের সকল নাগরিক তথা ছাত্রসমাজকে বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, নোয়াখালী, কুমিল্লা, কক্সবাজার, পটুয়াখালী, যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনা, বগুড়া ও দিনাজপুর জেলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার স্থাপন।



সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

বিনোদনের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারকে আরো আকর্ষণীয় এবং যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা এবং দেশের অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে নভোথিয়েটারকে Center of excellence হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নভোথিয়েটারে আরো নতুন নতুন এবং অত্যাধুনিক বিজ্ঞান চর্চার বিষয় স্থাপন। মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে প্রতিনিয়ত যে নব নব জ্ঞানের ভাণ্ডার সঞ্চিত হচ্ছে সেটিকে এদেশের শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন।



ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (www.nib.gov.bd)



পটভূমি

জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিসহ জাতীয় পর্যায়ে জীবপ্রযুক্তির ইতিবাচক উন্নয়ন ও প্রয়োগের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১৯৯৯ সালে ঢাকার অদূরে সাভারের গণকবাড়ীতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হয় এবং গবেষণাগারসহ অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়। পরবর্তীতে “ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি আইন, ২০১০”-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রম মূলত ইনস্টিটিউটের আইন ও “ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১১” অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল নীতিমালার আলোকে ২০১০ সাল থেকে সুনির্দিষ্ট সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্প শুরু করা হয়। এছাড়া, প্রতিষ্ঠানটি দেশে জীবপ্রযুক্তির বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় ন্যাশনাল রিসোর্স সেন্টার ও ন্যাশনাল ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে ভূমিকা পালন করছে।

ভিশন

- জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং মানবকল্যাণে এর সুফল প্রয়োগ।

মিশন

- জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন এবং দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিসহ জাতীয় পর্যায়ে জীবপ্রযুক্তির ইতিবাচক উন্নয়ন ও প্রয়োগ।
- নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও এর সফল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও ব্যবহার পদ্ধতি ভোক্তা শ্রেণির কাছে পৌঁছে দেয়া।
- জীবপ্রযুক্তি গবেষণার সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রযুক্তি বিস্তারে ভূমিকা পালন।

প্রধান কার্যাবলি

- আধুনিক জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি, পরিবেশ, চিকিৎসা ও শিল্প ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাসহ মানবকল্যাণে এর সুফল প্রয়োগ।
- জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি এবং জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ।
- জেনেটিক্যালি মডিফাইড (জিএম) ফুড ও জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম (জিএমও-এর মান নির্ণয়ন ও প্রত্যয়ন।
- নতুন গবেষকদের পেটেন্ট স্বত্ব প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান এবং উদ্ভাবিত জীবপ্রযুক্তি মাঠপর্যায়ে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ ও সহায়তা প্রদান।



- বায়োসেফটি, বায়োএথিক্স ও বায়োসার্ভিলেন্স-এর ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান।
- স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে যোগসূত্র স্থাপনপূর্বক সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ।

সাংগঠনিক কাঠামো

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি-এর সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১০৯টি। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনবলের সংখ্যা ৮৬ জন। এর মধ্যে গবেষক ৩৬ জন (সিএসও-২, এসএসও-১১, এসও-২৩ জন) এবং অন্যান্য জনবল ৫০ জন।

বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

| অর্থবছর | অনুন্নয়ন (লক্ষ টাকা) | | উন্নয়ন (লক্ষ টাকা) | |
|---------|-----------------------|--------|---------------------|--------|
| | বরাদ্দ | ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় |
| ২০১০-১১ | ১৮০.৬০ | ১৪৪.৬০ | ৩৩০.০০ | ৩২৯.০৬ |
| ২০১১-১২ | ২৫৮.১৮ | ২২৬.৬৮ | ৪০০.০০ | ৩৯৮.৪৯ |
| ২০১২-১৩ | ১৪৩.৩৩ | ১১১.৯৪ | ২৭৯.৫৭ | ২৭৯.২১ |
| ২০১৩-১৪ | ২৫০.০০ | ২২৩.৮৮ | - | - |
| ২০১৪-১৫ | ২৯৭.০০ | ২৮৬.৯৫ | - | - |
| ২০১৫-১৬ | ৪৩৯.৪৬ | ৪১৯.৩৬ | - | - |
| ২০১৬-১৭ | ৬৫৩.৮৬ | ৬২৬.০৮ | - | - |

২০১৬-১৭ অর্থবছরে জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্যক্রম

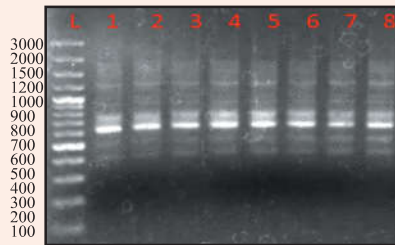
বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানের ৬টি গবেষণা বিভাগে গৃহীত/পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত অর্জন

প্লান্ট বায়োটেকনোলজি বিভাগ

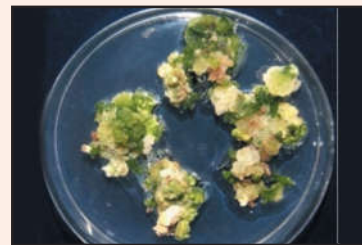
বিগত অর্থবছরে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে ঘৃতকুমারীর চারা উৎপাদনের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করে ডিএনএ ভিত্তিক আণবিক মার্কারের সাহায্যে সেগুলোর মান যাচাই করা হয়েছে। এর পর উৎপাদিত চারার সক্ষমতা নাটোরে কৃষকের মাঠে আবাদ এবং মূল্যায়নের জন্য রোপণ করা হয়েছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে চাষকৃত এলোভেরার সুনির্দিষ্ট জাত নির্বাচনের জন্য জেনেটিক ও ফাইটোকেমিক্যাল বৈচিত্র্য নির্ণয়ের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, টিস্যু কালচারের মাধ্যমে এলাচের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিক প্রোটোকল প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে পীড়নসহিষ্ণু বেগুনের জাত উদ্ভাবন বিষয়ক গবেষণা প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে গবেষণাগারে বেগুনের Agrobacterium-mediated জিন ট্রান্সফরমেশনের লক্ষ্যে রিজেনারেশন প্রোটোকল উন্নয়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রোটোকলের মাধ্যমে কাজিফু জিন (পীড়নসহিষ্ণু) বেগুনের এক্সপ্ল্যান্টে প্রবেশ করানো হয়েছে। এছাড়া ICGER ও NIB-এর যৌথ গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু ট্রান্সজেনিক বেগুনচারা উৎপাদন করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত চারাগুলোর মলিকুলার এনালাইসিসের কাজ চলমান রয়েছে।



টিস্যু কালচারের মাধ্যমে এলোভেরার চারা উৎপাদন ও কৃষকের মাঠে অনুচারা আবাদ ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন



এলোভেরার সুনির্দিষ্ট জাত নির্বাচনের জন্য জেনেটিক বৈচিত্র্য নির্ণয় লেন L= DNA মার্কার, উদ্ভিদ এবং লেন ১-১৬= দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চাষকৃত এলোভেরা



স্থানীয় জাতের বেগুনে Agrobacterium mediated ট্রান্সফরমেশন

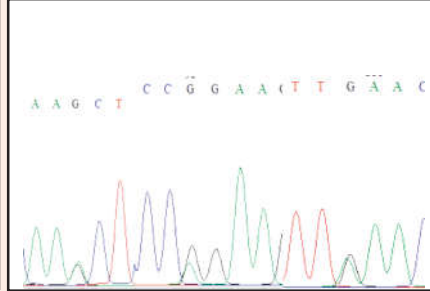


এনিমেল বায়োটেকনোলজি বিভাগ

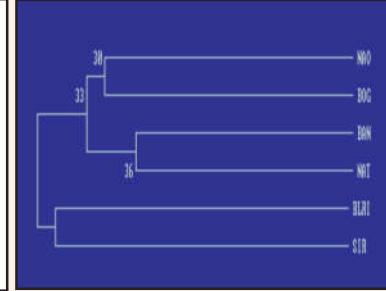
ডিএনএ মার্কার বিশ্লেষণ করে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জেনেটিক ভিন্নতা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে সাভার, নাটোর, বগুড়া, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ এবং বান্দরবান হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৩৩টি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের রক্তনমুনাসহ বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। রক্তনমুনা হতে জেনোমিক ডিএনএ পৃথকীকরণ, PCR ও ডিএনএ পুল তৈরি করে সিকোয়েন্সিং করা হয়েছে। ছাগলের রক্তনমুনা বিশ্লেষণ করে ছাগলের পুনঃউৎপাদন বৈশিষ্ট্যের জন্য জেনেটিক মার্কার উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে LEPR জিনের মধ্যে ৩টি SNP শনাক্ত করা হয়েছে। বাচ্চা উৎপাদনের সাথে SNP গুলোর সম্পৃক্ততা যাচাই করা হচ্ছে। তাছাড়া ১১টি মাইক্রোস্যাটেলাইট প্রাইমার দিয়ে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জেনেটিক ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, কবুতর ইত্যাদির জেনেটিক বৈচিত্র্যতা বিশ্লেষণ, প্রাণীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের যেমন দুধ উৎপাদন, জীবাণু প্রতিরোধিতা, জীবাণুর এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধিতার সঙ্গে নির্দিষ্ট জিনের সংশ্লিষ্টতা নির্ণয়, ডিএনএ বারকোডিং-এর মাধ্যমে সঠিকভাবে প্রাণী সনাক্তকরণ এবং সঠিক প্রজনন পদ্ধতিতে সাহায্য করার ওপর কাজ চলছে। এক্ষেত্রে প্রাণীসমূহের ৭০০ (সাতশত) রক্ত, মাংস, পশম, প্ৰভৃতি নমুনা হতে ডিএনএ পৃথকীকরণ, ডিএনএ পুল তৈরি, রেস্ট্রিকশন ডাইজেশন, পিসিআর সিকোয়েন্সিং ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।



ছাগল থেকে রক্তনমুনা সংগ্রহ



শনাক্তকৃত SNP



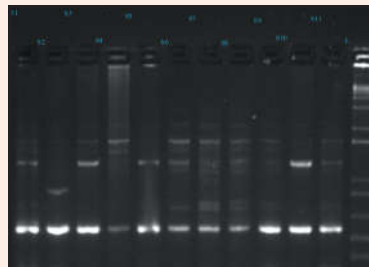
বিভিন্ন অঞ্চলের ছাগলের জেনেটিক ভিন্নতার অবস্থা।
NAO: নওগাঁ, BOG: বগুড়া, BAN: বান্দরবান, NAT: নাটোর, BLRI: সাভার, SIR: সিরাজগঞ্জ

ফিশারিজ বায়োটেকনোলজি বিভাগ

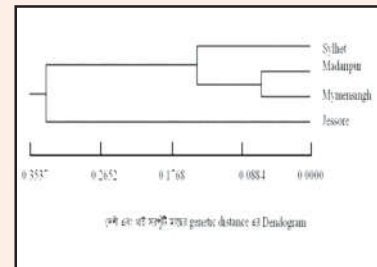
ইলিশ মাছের জেনেটিক বৈচিত্র্যতা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ইলিশের ৫টি উৎস (কক্সবাজার, চাঁদপুর, নোয়াখালী, বাগেরহাট, পটুয়াখালী) থেকে মোট ১৫০টি নমুনা সংগ্রহ করে ডিএনএ পৃথক করে মাইটোকন্ড্রিয়াল cytochrome b gene-এর প্রাইমার দ্বারা পিসিআর সম্পন্ন করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৩০টি নমুনায় কাজিফত ব্যান্ড পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে ৩০টি নমুনার ডিএনএ সিকোয়েন্সিং সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে ডাটা এনালাইসিস-এর কাজ চলমান আছে। এছাড়া দেশীয় সরপুঁটি ও থাই সরপুঁটি মাছের পার্থক্য নির্ণয় এবং ভালো জেনেটিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দেশীয় সরপুঁটির উৎস সনাক্ত করার উদ্দেশ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪টি উৎস (ময়মনসিংহ, মাদারীপুর, সিলেট, যশোর) হতে মোট ১৬০টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনাসমূহের ডিএনএ পৃথক করে ৫ সেট আরএপিডি প্রাইমার দ্বারা মাদারীপুর (রাউজের) ও সিলেট (হাকালুকি হাওড়) প্রাকৃতিক উৎসের এবং ময়মনসিংহ ও যশোর হ্যাচারি উৎসের জেনেটিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।



সংগৃহীত ইলিশ মাছ হতে ডিএনএ পৃথকীকরণের জন্য পাখনা



OPB-০৩ দ্বারা সিলেট প্রাকৃতিক উৎস হতে প্রাপ্ত ১২ টি মাছের (S1-S12) ডিএনএ'র পিসিআর প্রোডাক্টের জেল ইলেকট্রোফোরেসিস। L= 1Kb plus ladder

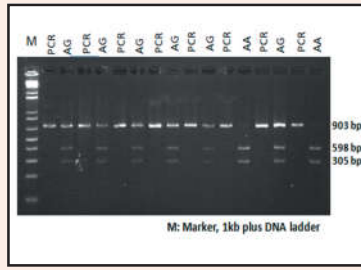


মলিকিউলার বায়োটেকনোলজি বিভাগ

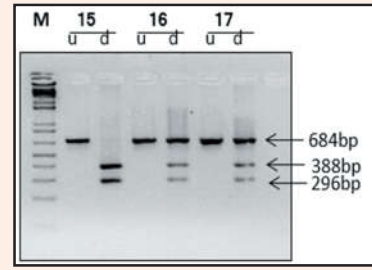
টাইপ-২ ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস সংশ্লিষ্ট জেনেটিক ভ্যারিয়েন্ট এর সাথে বাংলাদেশি মহিলাদের গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের সংশ্লিষ্টতা নির্ণয় শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৩৬ জন গর্ভবতী মহিলার রক্তনমুনা সংগ্রহ করে ডিএনএ পৃথকীকরণ সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন জেনেটিক ভ্যারিয়েন্ট এর জন্য উক্ত ডিএনএ নমুনার ১০৮টি পলিমারেজ চেইন রিয়েকশন (PCR) এবং জেনেটিক ভ্যারিয়েন্ট সনাক্তকরণ সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশি জনগণের মধ্যে পীড়ন সম্পর্কিত (Heat shock) জিনের জেনেটিক ভ্যারিয়েন্টের সাথে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের সংশ্লিষ্টতা নির্ণয় শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় HSPA1L+2437 (C/T) এবং HSPA1B (+1267A/G) এই ২টি জেনেটিক ভ্যারিয়েন্টের গবেষণার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। HSPA1L+2437 (C/T) জেনেটিক ভ্যারিয়েন্টের সাথে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশি জনসংখ্যায় মেটালোথায়োনিন ১-এ (MT1A) জিনের জেনেটিক বৈচিত্র্যতার সাথে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের সম্পর্ক নির্ণয় শীর্ষক প্রকল্পের গবেষণা ও প্রবন্ধ লেখার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।



রক্তনমুনা সংগ্রহ



পিসিআর-আরএফএলপি পদ্ধতিতে HSPA1B জিনের জেনেটিক ভ্যারিয়েন্ট নির্ণয়



পিসিআর-আরএফএলপি পদ্ধতিতে CDKAL1 জিনের জেনেটিক ভ্যারিয়েন্ট নির্ণয়
M=Marker; u= undigested; d=digested

মাইক্রোবিয়াল বায়োটেকনোলজি বিভাগ

চামড়া ও বস্ত্রশিল্পে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পরিবেশবান্ধব এনজাইম উৎপাদন পদ্ধতি উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত অর্থবছরে চামড়া হতে লোম উঠানো ও বস্ত্রশিল্পে কাপড়ের মাড় দূরীকরণের লক্ষ্যে কেরাটিনেজ ও এমাইলেজ এনজাইম উৎপাদনকারী ৩১টি অণুজীব সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৬টি অণুজীব সনাক্তকরণ এবং এদের এনজাইম উৎপাদন সক্ষমতা পরিমাপ করা হয়েছে। ৮টি অণুজীব কর্তৃক উৎপাদিত এনজাইম বস্ত্র ও চামড়ার ওপর প্রয়োগের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। বর্ণিত সময়ে ৬টি ব্যাকটেরিয়া ডিএনএ সিকুয়েন্সিং পদ্ধতিতে সনাক্তকরণ এবং ৪টি ব্যাকটেরিয়া দ্বারা কেরাটিনেজ, এমাইলেজ ও সেলুলেজ এনজাইম উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন নিয়ামকের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। একই সাথে জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম প্রস্তুতের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।



পূর্বের অবস্থা



কেমিক্যাল প্রয়োগের ৩০ ঘণ্টা পরবর্তী অবস্থা



এনজাইম প্রয়োগের ১৪ ঘণ্টা পরবর্তী অবস্থা



এনআইবিরনমেন্টাল বায়োটেকনোলজি বিভাগ

ধানচাষের জন্য সাশ্রয়ী পরিবেশবান্ধব জীবাণু সার উদ্ভাবন ও উৎপাদনের লক্ষ্যে বিগত অর্ধবছরে ধানগাছের মূল ও তৎসংলগ্ন মাটি হতে নাইট্রোজেন সংরক্ষনকারী ৩০টি ব্যাকটেরিয়া পৃথকীকরণ, সংরক্ষণ ও সনাক্ত করা হয়েছে। সনাক্তকৃত ১৬টি ব্যাকটেরিয়ার নাইট্রোজেন সংরক্ষনে সক্রিয়তা নির্ণয় ও উপযুক্ত স্ট্রেইন নির্বাচন ও ফিল্ড ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে ৪ টি অণুজীবের সন্তোষজনক নাইট্রোজেন সংরক্ষন ক্ষমতা দেখা গেছে। হেভি মেটাল সৃষ্ট মাটি ও পানির দূষণ প্রশমন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে সংরক্ষিত ৪০টি অণুজীবের Cr (VI) reduction assay করা হয়েছে। তন্মধ্যে, ২১টি অণুজীব ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৫ পিপিএম Cr (VI) reduction করতে সক্ষম। ১টি অণুজীব ডিএনএ সিকুয়েন্সিং পদ্ধতির মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে সনাক্তকরণ, অণুজীবের Cr (VI) reduction-এর ওপর বিভিন্ন নিয়ামকের প্রভাব পর্যবেক্ষণ এবং total Cr পরিমাপ করা হয়েছে।



তরল অণুজীব সার



বীজতলা থেকে সংগৃহীত ধানের চারা



অণুজীব প্রয়োগে বর্ধনশীল ধানগাছ



রাসায়নিক সারের সাথে বিভিন্ন অণুজীব প্রয়োগকৃত ধানগাছের তুলনা

গবেষণা সেবা প্রদান

- ২০১৬-১৭ অর্ধবছরে মলিকুলার বায়োটেকনোলজি বিভাগ কর্তৃক এনআইবির গবেষণাগারসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ৬১ টি নমুনার ডিএনএ সিকোয়েন্সিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- মাইক্রোবিয়াল বায়োটেকনোলজি বিভাগ কর্তৃক নিজস্ব গবেষণাগারে ২৪৬০০ ইউনিট ট্যাক ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম উৎপাদন করে এনআইবির অন্যান্য গবেষণা বিভাগে সরবরাহ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ বিভাগের কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ বিভাগের উদ্যোগে বর্ণিত অর্ধবছরে ছয় দিনব্যাপী Training on Basic Biotechnology শিরোনামে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ১৩৪ জন ছাত্রছাত্রীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১০ দিন ব্যাপী Advanced Training on Biotechnology শিরোনামে মোট ৩২ জন শিক্ষক গবেষক এবং পেশাজীবীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, National Bio-Camp-2017।



Basic Biotechnology শীর্ষক কোর্সে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রী



Advance Biotechnology শীর্ষক কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থী



National Bio-Camp-2017 এ অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রী



ডিজিটাল সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম

- বিগত অর্ধবছরে প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সেবা সংক্রান্ত ব্যান্ডউইথ-এর গতি বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আবেদন গ্রহণ প্রক্রিয়া অনলাইন সেবার আওতায় আনা হয়েছে।

এসডিজি এর লক্ষ্য পূরণে কার্যক্রম

২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি-এর লক্ষ্য- ধারা ৯.৫-এর আলোকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বৃদ্ধিকরণ ও দেশে শিল্পক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার সমতা শীর্ষক অতীষ্ট লক্ষ্য পূরণে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজিতে তথ্য অবমুক্তিকরণ নীতিমালা প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদকরণ ও চাহিদা মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

- বর্ণিত অর্ধবছরে সর্বমোট ৭ জন ছাত্রছাত্রীর এমএস থিসিস তত্ত্বাবধান করা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৭ টি গবেষণা প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।
- ২ টি সেমিনার/ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।
- যথাযথ মর্যাদায় সকল জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত সময়ে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি'র উল্লেখযোগ্য অর্জন

- ১৯৯৯ সালে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প ২৭.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে অনুমোদন।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ১৪ মে ২০০০ তারিখে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

২০০৯-২০১৭ পর্যন্ত সময়ে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি'র উল্লেখযোগ্য অর্জন

- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি আইন ২০১০, (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা ২০১১ প্রণয়ন ও সংশোধন (২০১৫) গেজেটে প্রকাশ।
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি-এর অনুকূলে রাজস্ব খাতে ১০৯টি পদ সৃজন ও ৮৬টি পদে জনবল নিয়োগ।
- জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি-২০১২ এবং জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি ২০১২ কর্মপরিকল্পনা গেজেটে প্রকাশ।
- ন্যাশনাল জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য জমির সংস্থান, ডিপপি প্রণয়ন ও মাস্টার প্লান তৈরি।
- দেশের বিভিন্ন গবেষণা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়নধীন জীবপ্রযুক্তিভিত্তিক গবেষণা প্রকল্প ও বিশেষজ্ঞ জনবলের তথ্য সংগ্রহ করে ২০১৪ ও ২০১৬ সালে “ন্যাশনাল ডাটাবেজ অন বায়োটেকনোলজি রিসার্চ এন্ড পারসোনেল” পুস্তিকা আকারে প্রকাশ।
- ডিজিটাল সেবা কার্যক্রমের আওতায় এনআইবিতে ইন্টারনেট সুবিধা চালু, ওয়েবসাইট প্রস্তুত ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ; ইন্টারনেট সেবা সংক্রান্ত ব্যান্ডউইথ-এর গতিবৃদ্ধি; ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম শুরু এবং জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আবেদন গ্রহণ প্রক্রিয়া অনলাইন সেবার আওতায় আনয়ন।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজিতে তথ্য অবমুক্তিকরণ নীতিমালা প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ। প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদকরণ ও চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ।



- এনআইবি'র গবেষণাগারসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ১১৭টি নমুনার ডিএনএ সিকোয়েন্সিং সেবা প্রদান।
- নিজস্ব গবেষণাগারে ৪৬৬০০ ইউনিট ট্যাক ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম উৎপাদন করে এনআইবি'র গবেষণা বিভাগগুলোতে ব্যবহার।
- খরাসহিষ্ণু বেগুন ও ধানের জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে স্থানীয় জাতের ব্রি ধান-১১ ও ব্রি বেগুন-০০-এর ইনভিট্রো রিজেনারেশন প্রটোকল প্রতিষ্ঠা।
- অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উদ্ভিদ যথা কলা, স্ট্রবেরি, আপেল, নিশিন্দা, স্টিভিয়া, আপাং, কালোকেশী, জার্বেরা, চন্দ্রমল্লিকা, আলু, টমেটো, এলাচ এবং এলোভেরার টিস্যু কালচারের মাধ্যমে নীরোগ চারা তৈরির প্রোটোকল প্রতিষ্ঠা।
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্লাক বেঙ্গল ছাগল ও হাঁসের মাইক্রোস্যাটেলাইট ডিএনএ বিশ্লেষণ করে জেনেটিক বিভিন্নতা নির্ণয়।
- এলোভেরার ভাইরাস-বিরোধী কার্যকারিতা নির্ণয়।
- মাছের শুক্রাণু সংরক্ষণের জন্য ক্রায়োপ্রিজার্ভেশন প্রটোকল প্রতিষ্ঠা।
- দেশি ও থাই সরপুঁটি মাছের জেনেটিক বৈচিত্র্যতা পর্যবেক্ষণ।
- টাইপ ২ ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস সংশ্লিষ্ট জেনেটিক ভ্যারিয়েন্ট এর সাথে বাংলাদেশি মহিলাদের গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের সংশ্লিষ্টতা নির্ণয়।
- দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন অঞ্চলের গরুতে দুধের বিটা-কেজিন (অ১/অ২) জিনসহ অন্যান্য জিনের বৈচিত্র্যতা বিশ্লেষণ।
- বস্ত্র ও চামড়া শিল্পে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে গবেষণাগারে এমাইলেজ ও কেরাটিনেজ এনজাইম-এর উৎপাদন পদ্ধতি প্রমিতকরণ করে কার্যকারিতা পরীক্ষা।
- রোটা ভাইরাস জনিত ডায়ারিয়া নিরাময়ের জন্য টিকা ও ওষুধের মডেল তৈরি এবং ওষুধিগাছ হতে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের সম্ভাব্য ওষুধের মডেল তৈরি।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অনুদানপ্রাপ্ত ১০টি গবেষণা প্রকল্প-এর গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন।
- প্রশিক্ষণ বিভাগের উদ্যোগে বর্ণিত সময়ে ছয় দিনব্যাপী Training on Basic Biotechnology শিরোনামে ৩৪টি ব্যাচে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৭১২ জন ছাত্রছাত্রীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ১০ দিন ব্যাপী Advanced Training on Biotechnology শিরোনামে ৬টি ব্যাচে মোট ৮৯ জন শিক্ষক গবেষক এবং পেশাজীবীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বমোট ১৪টি জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম আয়োজন করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ২৮৭৮ জন।
- এনআইবি কর্তৃক ১৩টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন।
- বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সর্বমোট ৬৫ জন শিক্ষার্থীর গবেষণা তত্ত্বাবধান।
- এনআইবি'র গবেষক কর্তৃক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় জার্নালে ৪৭টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ।



১৯৯৬-২০০১ সালে বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা

- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (জুলাই ১৯৯৯- সেপ্টেম্বর ২০০৭)



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ১৪ মে ২০০০ তারিখে এনআইবি-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

২০০৯- জুন ২০১৭ সালে বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা

- এনহান্সমেন্ট অব রিসার্চ ফ্যাসিলিটিজ অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (জুলাই ২০১০- জুন ২০১৩)

২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার সুবর্ণজয়ন্তী পালন উপলক্ষ্যে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

- ২০১৯-এর মধ্যে টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন এলোভেরা ও এলাচের মাইক্রোপ্রোপাগেশন প্রোটোকল উন্নয়ন ।
- ২০২১-এর মধ্যে জিন প্রকৌশল প্রযুক্তির মাধ্যমে খরা-সহনশীল বেগুনের জাত উদ্ভাবন ।
- ২০২১-এর মধ্যে বস্ত্র ও চামড়া শিল্পের জন্য এমাইলেজ ও কেরাটিনেজ এনজাইমের উৎপাদন কৌশল উন্নয়ন ।
- ২০২১-এর মধ্যে গবাদিপশুর জন্য ভ্যাক্সিন উন্নয়ন ।
- ২০২১-এর মধ্যে পরিবেশবান্ধব জীবাণুসার উন্নয়ন ।
- ২০২১-এর মধ্যে বায়োরিসোর্সেস হতে কার্যকরী এন্টিডায়াবেটিক কম্পাউন্ডস-এর উন্নয়ন ।
- ২০১৯-এর মধ্যে টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন এলোভেরার ও এলাচের মাইক্রোপ্রোপাগেশন প্রোটোকল উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ।
- ২০১৮-এর মধ্যে ন্যাশনাল জিন ব্যাংক স্থাপন কার্যক্রম শুরু ।
- ২০২১-এর মধ্যে নতুন বিভাগ এবং ল্যাবরেটরি স্থাপনসহ এনআইবি'র গবেষণা সুবিধাদির আধুনিকায়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন ।
- ২০১৯-এর মধ্যে মলিকুলার ডায়াগনোসিস সেন্টার স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু ।
- ২০২০-এর মধ্যে এনআইবি জেনোম রিসার্চ সেন্টার স্থাপন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু ।
- ২০২০-এর মধ্যে ডিএনএ সিকোয়েন্সিং; ডিএনএ ফিংগার প্রিন্টিং ও সিকোয়েন্সিং ডাটা এনালাইসিস; সিকোয়েন্সিং ডাটার গুণগত মান নির্ণয় ।



- ২০২০-এর মধ্যে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড অর্গানিজম-এর সনাক্তকরণের প্রোটোকল উন্নয়ন।
- ২০২১-এর মধ্যে প্রধান উদ্ভিদের রোগ নির্ণয়; খাদ্যশস্য এর টক্সিসিটি ও এলারজেনেসিটি নির্ণয়ের জন্য প্রোটোকল উন্নয়ন।
- ২০২১-এর মধ্যে মাছ, গবাদিপশু এবং পোল্ট্রির রোগের মলিকুলার ডায়াগনোসিস।
- ২০২১-এর মধ্যে খাদ্যনমুনা এনালাইসিস সংক্রান্ত সেবা প্রদান।
- ২০২১-এর মধ্যে বেসিক ট্রেনিং অন বায়োটেকনোলজি এবং এডভান্সড ট্রেনিং অন বায়োটেকনোলজি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সর্বমোট ৬০০ জন ছাত্রছাত্রী ও ১৫০ জন পেশাজীবীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ২০১৯-এর মধ্যে ডিএনএ সিকোয়েন্সিং ও ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং বিষয়ে পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ২০২০-এর মধ্যে জীবপ্রযুক্তির উন্নয়নে জনসচেতনতামূলক ৫টি কার্যক্রম আয়োজন।

২০৩০ সালে SDG অর্জনের লক্ষ্যে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

- ২০২৫-এর মধ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে খরা ও লবণসহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন।
- ২০২৩-এর মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মাইক্রোপ্রোপাগেশন প্রোটোকল উন্নয়ন।
- ২০৩০-এর মধ্যে বস্ত্র, চামড়া ও খাদ্যশিল্পে ব্যবহারের জন্য পরিবেশবান্ধব সেলুলেজ, পেকটিনেজ ও কোলাজিনেজ এনজাইমের উৎপাদন কৌশল উন্নয়ন।
- ২০২৭-এর মধ্যে বিকল্প বিদ্যুৎ ও জ্বালানির উৎস হিসেবে মাইক্রোবিয়াল ফুয়েল সেল ডিজাইন, উন্নয়ন ও পাইলট প্লান্ট স্টাডি।
- ২০২৬-এর মধ্যে মানুষের জন্য ভাইরাল ভ্যাক্সিন উৎপাদন কৌশল উন্নয়ন।
- ২০২৯-এর মধ্যে প্রোবায়োটিক ও জিলাটিন উৎপাদন কৌশল উন্নয়ন।
- ২০২৪-এর মধ্যে শিল্পের দূষণ প্রশমনে কার্যকরী কৌশল উদ্ভাবন।
- ২০২০-এর মধ্যে টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন ৩টি উদ্ভিদের মাইক্রোপ্রোপাগেশন প্রোটোকল প্রযুক্তি হস্তান্তর।
- ২০২১-এর মধ্যে জিন প্রকৌশল প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভাবিত খরা সহনশীল বেগুন হস্তান্তর।
- ২০২৫-এর মধ্যে বস্ত্র ও চামড়া শিল্পের জন্য পরিবেশবান্ধব এমাইলেজ ও কেরাটিনেজ এনজাইমের উৎপাদন প্রযুক্তি শিল্পে হস্তান্তর।
- ২০২৫-এর মধ্যে এর মধ্যে গবাদিপশু/মাছের জন্য প্রোবায়োটিক/ভ্যাক্সিন উৎপাদন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর।
- ২০২৫-এর মধ্যে মানুষের জেনেটিক ও সাধারণ রোগ নির্ণয়ের কিট উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর।
- ২০২৬-এর মধ্যে বায়োরিসোর্সেস হতে কার্যকরী এন্টিডায়াবেটিক কম্পাউন্ডস উৎপাদন প্রযুক্তি হস্তান্তর।
- ২০২৩-এর মধ্যে ন্যাশনাল জিন ব্যাংক স্থাপন কার্যক্রম সমাপ্ত করা।
- ২০২৫-এর মধ্যে ফুড, ন্যানো এবং ফার্মাসিউটিক্যাল বায়োটেকনোলজি বিভাগ স্থাপনের জন্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ।
- ২০২৫-এর মধ্যে এনআইবি জেনোম রিসার্চ সেন্টার স্থাপন।
- ২০২৭-এর মধ্যে জিএমও টেস্টিং ও সার্টিফিকেশন ল্যাবরেটরি স্থাপন।
- ২০২৮-এর মধ্যে এনআইবিতে কেন্দ্রীয় রাসায়নিক সংরক্ষণাগার তৈরি।



- ২০২৫-এর মধ্যে চলমান সেবা কার্যক্রমের পাশাপাশি মলিকুলার ডায়াগনস্টিক সেবা, জিএমও সনাক্তকরণ সেবা, গুণগতমান সম্পন্ন মাছের সিড বিতরণ, সিমেন ও এমব্রায়ো-এর লিঙ্গ নির্ধারণ এবং ভ্যাক্সিনের গুণগত মান পরীক্ষা সংক্রান্ত নতুন সেবা কার্যক্রম চালু।
- ২০২-এর মধ্যে ডিএনএ সিকোয়েন্সিং ও ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং, মলিকুলার ডায়াগনস্টিক পদ্ধতি ও নেকস্ট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং অণুজীবে জিন ক্লোনিং ও জিন এক্সপ্রেশন বিষয়ে পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ২০৩০ এর মধ্যে জীবপ্রযুক্তির উন্নয়নে জনসচেতনতামূলক ১০টি কার্যক্রম আয়োজন।

২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে কর্মপরিকল্পনা

- ২০৩১-এর মধ্যে মাঠ পর্যায়ে ট্রান্সজেনিক প্লান্ট পর্যবেক্ষণ; রিকম্বিনেন্ট প্রোটিন উৎপাদন; সিনথেটিক/সেমিসিনথেটিক প্লান্ট সেল উন্নয়ন।
- ২০৩২-এর মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মাইক্রোপ্রোপাগেশন প্রোটোকল উন্নয়ন।
- ২০৩৫-এর মধ্যে ট্রান্সজেনিক ফিশ এবং মাছের জন্য ভ্যাক্সিন উৎপাদন।
- ২০৪১-এর মধ্যে ট্রান্সজেনিক এনিমেল উৎপাদন।
- ২০২৫-এর মধ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে খরা ও লবণসহিষ্ণু ৩টি ফসলের জাত উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর।
- ২০২৯-এর মধ্যে বস্ত্র, চামড়া ও খাদ্য শিল্পে ব্যবহারের জন্য পরিবেশবান্ধব সেলুলেজ, পেকটিনেজ ও কোলাজিনেজ এনজাইমের উৎপাদন প্রযুক্তি শিল্পে হস্তান্তর।
- ২০২৭-এর মধ্যে মানুষের জন্য ভাইরাল ভ্যাক্সিন উৎপাদন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর।
- ২০২৮-এর মধ্যে প্রোবায়োটিক ও জিলাটিন উৎপাদন প্রযুক্তি হস্তান্তর।
- ২০২৯-এর মধ্যে গবাদিপশুর জন্য এন্টিজেন/ এন্টিবডি উৎপাদন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর।
- ২০২৬-এর মধ্যে মানুষের রোগ নির্ণয়ে বায়ো মার্কার উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর।
- ২০২৬-এর মধ্যে শিল্পের দূষণ প্রশমনে কার্যকরী প্রযুক্তি হস্তান্তর।
- ২০২৯-এর মধ্যে বায়োফুয়েল উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর।
- ২০৩১-এর মধ্যে বায়োটেকনোলজি ইনকিউবেটর স্থাপন (১ম পর্যায়)।
- ২০৩১-এর মধ্যে এনআইবিতে জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন এর জন্য ভৌত সুবিধাদি প্রস্তুতকরণ।
- ২০৩২-এর মধ্যে বিভাগীয় শহরের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলোতে মলিকুলার ডায়াগনোসিস সুবিধা স্থাপন।
- ২০৩২-এর মধ্যে এনআইবিতে মলিকুলার ফার্মিং রিসার্চ ল্যাবরেটরি স্থাপন।
- ২০৩৫-এর মধ্যে এনিমেল ডিজিজ, ভেকসিন এন্ড বায়োলজিক্স রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্থাপন।
- ২০৩৭-এর মধ্যে এনিমেল রিপ্ৰোডাক্টিভ বায়োটেকনোলজি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্থাপন।
- ২০৩৯-এর মধ্যে এনিমেল প্রোডাক্টিভ ডাইভারসিফিকেশন এন্ড নিউট্রিশন বায়োটেকনোলজি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্থাপন।
- ২০৪১-এর মধ্যে ফিশ ডিজিজ রিসার্চ এন্ড ম্যানেজমেন্ট সেন্টার।
- ২০৩২-এর মধ্যে চলমান সেবা কার্যক্রমের পাশাপাশি মডেল উদ্ভিদের জেনেটিক ট্রান্সফরমেশন সেবা, মাছের খাদ্যের গুণগত মান পরীক্ষা এবং জেনোম সিকুয়েন্সিং ও পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত নতুন সেবা কার্যক্রম চালু।



- ২০৩১-এর মধ্যে ডিএনএ সিকুয়েন্সিং, ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং এবং নেকস্ট জেনারেশন সিকুয়েন্সিং বিষয়ে পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ২০৩২-এর মধ্যে মলিকুলার ডায়াগনস্টিক টেকনিক বিষয়ে পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ২০৩৩-এর মধ্যে ল্যাব ডাটা ম্যানেজমেন্ট ও এনালাইসিস এবং অনুজীবে জিন ক্লোনিং, ট্রান্সফরমেশন ও জিন এক্সপ্রেসন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ২০৪১-এর মধ্যে জীবপ্রযুক্তির উন্নয়নে জনসচেতনতামূলক ১৫টি কার্যক্রম আয়োজন।

ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা

- ন্যাশনাল জিন ব্যাংক স্থাপন (১ম পর্যায়)
- নতুন বিভাগ এবং ল্যাবরেটরি স্থাপনসহ এনআইবি'র গবেষণা সুবিধাদির আধুনিকায়ন
- মলিকুলার ডায়াগনোসিস সেন্টার স্থাপন
- এনআইবি জেনোম রিসার্চ সেন্টার স্থাপন
- জিএমও টেস্টিং ও সার্টিফিকেশন ল্যাবরেটরি স্থাপন
- এনআইবিতে কেন্দ্রীয় রাসায়নিক সংরক্ষণাগার তৈরি
- এনিমেল জেনোম রিসার্চ সেন্টার স্থাপন
- ফুড, ন্যানো এবং ফার্মাসিউটিক্যাল বায়োটেকনোলজি বিভাগ স্থাপনের জন্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ
- বায়োটেকনোলজি ইনকিউবেটর স্থাপন (১ম পর্যায়)
- এনআইবিতে জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে মানবস্পদ উন্নয়ন-এর জন্য ভৌত সুবিধাদি প্রস্তুতকরণ
- বিভাগীয় শহরের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলোতে মলিকুলার ডায়াগনোসিস সুবিধা স্থাপন
- এনআইবিতে মলিকুলার ফার্মিং রিসার্চ ল্যাবরেটরি স্থাপন
- এনিমেল ডিজিজ, ভেকসিন এন্ড বায়োলজিক্স রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্থাপন
- এনিমেল রিপ্ৰোডাক্টিভ বায়োটেকনোলজি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্থাপন
- এনিমেল প্রোডাক্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড নিউট্রিশন বায়োটেকনোলজি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্থাপন
- ফিশ ডিজিজ রিসার্চ এন্ড ম্যানেজমেন্ট সেন্টার
- অণুজীবপ্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের চিত্র

| অর্থ বছর | বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) | ব্যয় (লক্ষ টাকা) | বাস্তবায়ন শতকরা হার |
|----------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ২০১০-১১ | ৩৩০.০০ | ৩২৯.০৬ | ৯৯.৭২ |
| ২০১১-১২ | ৪০০.০০ | ৩৯৮.৪৯ | ৯৯.৬২ |
| ২০১২-১৩ | ২৭৯.৫৭ | ২৭৯.২১ | ৯৯.৮৭ |



ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সফলভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত উন্নয়ন ও গবেষণামূলক দুই ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে। উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আওতায় ন্যাশনাল জিন ব্যাংক স্থাপন; ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি-এর নতুন বিভাগ চালু ও ভৌত সুবিধাদি তৈরি; জেনেটিক্যালি মডিফাইড ফুড/অর্গানিজম (জিএমও)-এর মান নির্ণয়ন ও প্রত্যয়ন-এর জন্য ল্যাবরেটরি স্থাপন; গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষয়িষ্ণু রাসায়নিক দ্রব্যের জন্য সংরক্ষণাগার প্রতিষ্ঠা; জেনোম রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা; বায়োটেকনোলজি ইনকিউবেটর স্থাপন; জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে মানবসম্পদ উন্নয়নে সুবিধাদি তৈরি; বিভাগীয় শহরের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মলিকিউলার ডায়াগনস্টিক সুবিধাদি তৈরি। এছাড়া গবেষণামূলক কার্যক্রমের আওতায় প্লান্ট টিস্যু কালচার, ট্রান্সজেনিক প্লান্ট ডেভেলপমেন্ট, ফাংশনাল জেনোমিকস, এনিমেল জেনেটিকস এন্ড ব্রিডিং, এনিমেল হেলথ এন্ড নিউট্রিশন, বায়োফার্মাটিক্স, বায়োরেমিডিয়েশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এনজাইম, ভাইরাল ভ্যাক্সিন, নন কমিউনিবেল ডিজিজ এন্ড ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট, ফিশ জেনেটিকস এন্ড ব্রিডিং, ড্রাগ-এর ফার্মাকো জেনেটিক স্টাডি, ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেবা প্রদান।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বর্তমানে কিছু সমস্যার পাশাপাশি সমস্যা সমাধানে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। ন্যাশনাল জিন ব্যাংক স্থাপনের নিমিত্ত সুবিধাজনক স্থানে ভূমি সংস্থান, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা তৈরি, গবেষণা খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ সংস্থান এবং দক্ষ জনবলের ঘাটতি পূরণসহ ঢাকায় একটি লিয়াজোঁ অফিস স্থাপনে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে।



বাংলাদেশ এটমিক এনার্জি রেগুলেটরি অথরিটি (BAERA)
(www.baera.gov.bd)



পটভূমি:

স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশে নিউক্লীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চিকিৎসা, শিল্প, গবেষণা এবং কৃষিখাতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশে নিউক্লীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার ত্বরান্বিত করার জন্য ১৯৭৩ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে (১৯৭৩ সালের ১৫নং আইন) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের দায়িত্বে বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে জনসাধারণ ও পরিবেশের সুরক্ষার জন্য সরকার কর্তৃক ১৯৯৩ সালে পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ (পানিবিনি) আইন, ১৯৯৩ জারি করা হয় এবং পরবর্তীতে এতদসংক্রান্ত পানিবিনি বিধিমালা-১৯৯৭ প্রজ্ঞাপিত হয়। “২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ” বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান সরকার রূপপুরে দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং সরকারের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ছয়টি (০৬) প্রকল্পের মধ্যে এটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং দেশের অন্যান্য নিউক্লীয় ও বিকিরণ স্থাপনাসমূহের যথাযোগ্য নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পানিবিনি আইন, ১৯৯৩ বাতিল ও সংহতকরণপূর্বক বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ প্রণয়ন করেন। উক্ত আইন মোতাবেক গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভিশন

একটি নির্ভরযোগ্য নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরমাণু শক্তির নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি নিয়ন্ত্রণ, সুরক্ষা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ।

মিশন

জনসাধারণ এবং বিকিরণকর্মীদের জীবন ও স্বাস্থ্যসুরক্ষা এবং পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত নিরাপত্তা, সিকিউরিটি, বিকিরণ সুরক্ষা ও সেফগার্ডস সংশ্লিষ্ট নিউক্লীয় নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মসূচির যথাযথ প্রতিপালন।

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ-এর প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত ৩৬০ টি পদের মধ্যে একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্যসহ মোট ১০৮ টি পদ সৃজিত হয়েছে তার মধ্যে ১১ টি পদে কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের ৪২ কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃপক্ষে স্ব-বেতনে কর্মরত আছে।



প্রধান কার্যাবলি

- পরমাণু শক্তির নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জনসাধারণ ও পরিবেশকে আনয়নকারী বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার লক্ষ্যে প্রবিধান, নির্দেশনাবলি, মানদণ্ড, সংবিধি, এবং ম্যানুয়াল প্রণয়ন।
- সকল ধরনের নিউক্লিয়ার ও বিকিরণ স্থাপনা এবং নিউক্লিয়ার তেজস্ক্রিয় পদার্থ ও সেগুলোর বর্জ্য এবং বর্ণিত যন্ত্রপাতির লাইসেন্স ও পারমিট প্রদান, নবায়ন, অব্যাহতি প্রদান, স্থগিত এবং বাতিলকরণ।
- লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্যাদি পুনঃনিরীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং পরিদর্শন।
- স্থাপনাসমূহ এবং বিকিরণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়ে আগ্রহী পক্ষগণের সাথে সেমিনার, কর্মশালা, ইলেক্ট্রনিক, প্রিন্টমিডিয়া ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য প্রদান এবং পরামর্শ ও সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।
- বিকিরণ উৎসের জন্য একটি জাতীয় নিবন্ধন বহি প্রস্তুত, সংরক্ষণ, ও নিয়মিত হালনাগাদ করণ।
- নিউক্লিয়ার ও তেজস্ক্রিয় পদার্থের সেফগার্ড ব্যবস্থা ও ভৌত সুরক্ষা, অবৈধ পাচারসহ নিউক্লিয়ার নিরাপত্তা, বিকিরণ সুরক্ষা ও রেডিওলজিক্যাল জরুরি ব্যবস্থা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি, এগ্রিমেন্ট, প্রটোকল ও কনভেনশন বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা।
- নিউক্লিয়ার রেগুলেটরি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।
- নিউক্লিয়ার নিরাপত্তা এবং বিকিরণ সুরক্ষা বিষয়ে বিদেশি নিউক্লিয়ার নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এজেন্সির সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা।
- কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ এবং পরিচালনা; এবং
- কর্তৃপক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন।

বাজেট

| বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের রাজস্ব বাজেট সমূহ | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| অর্থবছর | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ |
| বাজেট (হাজার টাকায়) | ২,৪১,৫০ | ৩,০০,০০ | ২,১৫,০০ | ২,২৫,০০ | ২,৪০,০০ |

২০১৬-১৭ অর্থ ছরে কর্তৃপক্ষের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ও অর্জন

- ৩ আগস্ট ২০১৬, কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলের রাশিয়ান ফেডারেশনের নভোভরোনেজ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শন।
- ০৫ আগস্ট ২০১৬, কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে নয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলের রাশিয়ান ফেডারেশনের MEPHI বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন এবং BAERA ও MEPHI বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে HRD বিষয়ে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত।
- ২৪ এপ্রিল ২০১৭, কর্তৃপক্ষের E-filing system-live-এ অন্তর্ভুক্তকরণ।
- ১৬ মে ২০১৭, Russian Federation-এর Regulatory Body ROSTECHNADZOR-এর TSO FSUE VO Safety-এর সাথে GFC-এর অধীনে একটি Separate Contract "Rendering Engineering Services in the Field of Nuclear and Radiation Safety Regulation to Support the main Regulatory Processes to be Performed by the Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority (BAERA) during Siting, Designing, Manufacturing and Construction Activities of the Rooppur NPP for the Period of January 2016 to December 2018" শীর্ষক একটি Contract অনুস্বাক্ষরিত।





রাশিয়ান ফেডারেশনে অনুষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ ও MEPHI বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে HRD বিষয়ে দ্বি-পক্ষীয় সভা



মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে BAERA এবং FSUE VO 'Safety' -এর মধ্যে GFC এর Separate Contract এর Initial বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত

- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য Regulatory Requirement অনুসারে EIA Report মূল্যায়নের লক্ষ্যে Draft Standard Review Procedure এবং Quality Manual প্রণয়ন।
- BAERA কর্তৃক প্রণীত Organogram অনুযায়ী ৩৬০টি পদের মধ্যে ১০৮ টি পদ সৃজন সম্পন্ন।
- Research Reactor-এর operating license renew-এর জন্য SAR Review সম্পাদন।
- BAERA এর Website-এ তথ্য সমৃদ্ধকরণ।
- কর্তৃপক্ষের ভবন সম্প্রসারণ (ষষ্ঠ ও সপ্তম তলা)।
- VO "Safety"-এর Expert-এর সহায়তায় Siting License সংক্রান্ত ডকুমেন্টসমূহ Review সম্পাদন।



মস্কোতে VO "Safety"-এর প্রধান কার্যালয়ে RNPP Documents Review বিষয়ে আলোচনা সভা

- “ডিজিটাল টাফফোর্স”-এর কর্মপরিকল্পনাসমূহের আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- Convention on Nuclear Safety (CNS)-এর ৭ম Review Meeting-এর জন্য প্রস্তুতকৃত "Bangladesh National Report to the Seventh Review Meeting of the Convention on Nuclear Safety (CNS)" IAEA-তে প্রেরণ; এবং
- International Atomic Energy Agency (IAEA)-এর Guidance Document “SSG-16” অনুযায়ী বাংলাদেশের Nuclear Safety Infrastructure Condition মূল্যায়নের লক্ষ্যে Self Assessment (SA) কার্যক্রম সম্পাদন।



■ IAEA কর্তৃক প্রেরিত নিম্নে বর্ণিত ৩টি Draft Guidance Document Review

ক) Preventive Measures for Nuclear and Other Radioactive Material out of Regulatory Control (NST011)

খ) Enhancing Nuclear Security Culture in Organizations associated with Nuclear and/or Radioactive Material (NST027) and

গ) Planning and Organization of Nuclear Security Systems and Measures for Nuclear and other Radioactive Material out of Regulatory Control (NST042)।

■ ELLS of BAERA প্রকল্পের জন্য Baseline survey কার্যক্রমের অংশ হিসেবে data collection, entry, clearing, coding and analysis-এর কাজ সম্পাদন।

■ সাভারস্থ 3MW TRIGA MK-II Research Reactor পরিচালনার জন্য Reactor Operator (RO) License প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের ২ জন বিজ্ঞানী এবং প্রকৌশলীর Reactor Operator (RO) License Examination সম্পাদন।

লাইসেন্স, পারমিট ও এনওসি প্রদান

■ এক্স-রে স্থাপনা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডের নতুন লাইসেন্স: ৪১৮টি

■ নবায়নকৃত লাইসেন্স: ১১৯৪ টি

■ আমদানি/ রপ্তানি পারমিট: ৪২০ টি

■ এনওসি প্রদান: ৩১ টি

■ আরসিও (RCO)নতুন সনদ: ৩০৪ টি

■ আরসিও (RCO) নবায়ন সনদ প্রদান: ৩৪৭ টি

■ এক্স-রে স্থাপনা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডের পরিদর্শন: ৩২৭ টি

ফ্যাসিলিটি অপারেটরদের জন্য বিকিরণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স/কর্মশালার আয়োজন

■ প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা: ১২ টি

■ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা: ৪৪১ জন

■ বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তাদের মূল সনদ দেয়ার লক্ষ্যে মোট পরীক্ষার সংখ্যা: ২০ টি

■ পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর অংশগ্রহণের সংখ্যা: ২০৮ জন

■ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীকে মূল সনদ প্রদান: ১৭৬ জন

জনসচেতনতা বৃদ্ধি

বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষার উপায় সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়

■ বিকিরণ উৎস ব্যবহারকারীর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন তথ্য এবং পরামর্শ প্রদান।

■ বিকিরণ সুরক্ষা বিষয়ে পোস্টার, লিফলেট ও ব্রশিউর বিতরণ এবং

■ বিকিরণ নিরাপত্তা বিষয়ে ইলেক্ট্রনিক, প্রিন্ট মিডিয়া ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রকাশ।



কর্তৃপক্ষের ডিজিটাইজেশন সংক্রান্ত তথ্য

- ই-ফাইলিং এবং ই-টেন্ডারিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
- অভিযোগ ও পরামর্শ সংক্রান্ত সেবা অনলাইন ভিত্তিক চালু করা হয়েছে।

প্রবিধানমালা সংক্রান্ত তথ্য

- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৭ গত ১৮ মে ২০১৭ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আয় সংক্রান্ত তথ্য

- গত এক বছরে কর্তৃপক্ষের সেবাদান খাত হতে অর্জন ১১,১২,০০,০৯৮/- (এগারো কোটি বারো লক্ষ আটানব্বই) টাকা মাত্র।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের গৃহীত কার্যক্রম

- ২১ জুন ২০১৬ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের Conditional Siting License প্রদান।
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের (RNPP) সর্বোত্তম নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে Feasibility Study (FS) Report, Engineering Survey Report, Environmental Impact Assessment (EIA) Report মূল্যায়ন।
- কর্তৃপক্ষ এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের নিউক্লিয়ার রেগুলেটরি অথরিটি Rostechnadzor-এর TSO VO “Safety”-এর মধ্যে Nuclear Regulatory Infrastructure Strengthening এবং RNPP-Gi Siting, Design and Construction License সমূহ Review and Assessment-এর লক্ষ্যে একটি General Framework Contract (GFC) স্বাক্ষর।
- RNPP Site-এর নিউক্লীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে মূলত VO “Safety” Experts এবং কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞানী/প্রকৌশলী, দেশীয় স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ ও Indian Experts-দের সমন্বয়ে RNPP-এর Soil Stabilization-এর Deep Soil Mixing (DSM) Method মূল্যায়ন।
- RNPP Site-এর নিউক্লীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞানী/প্রকৌশলী, Indian ExpertsGesVO “Safety” Experts সমন্বয়ে RNPP-এর Soil Stabilization Report মূল্যায়ন।
- RNPP Site-এর নিউক্লীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞানী/প্রকৌশলী, দেশীয় স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ, Indian Experts এবং VO “Safety” Experts সমন্বয়ে RNPP-এর Soil Stabilization, Site Protection Dam, Quality Assurance (QA) ইত্যাদি বিষয়ে Regulatory Inspection।
- RNPP-এর Design and Construction License প্রদানের লক্ষ্যে VO “Safety”-এর বিশেষজ্ঞদের সাথে Preliminary Safety Analysis Report (PSAR) মূল্যায়নের লক্ষ্যে আলোচনা।
- RNPP-এর Design and Construction License প্রদানের লক্ষ্যে BAEC, Atomstroyexport এবং VO “Safety”-এর বিশেষজ্ঞদের সাথে যৌথসভা।
- RNPP-এর Siting থেকে Decommissioning পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে Regulatory Documents মূল্যায়ন, Regulatory Supervision সহ সকল নিউক্লীয় নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বিষয়ে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে রাশিয়ান ফেডারেশনের MEPHI University-এর সাথে HRD বিষয়ে আলোচনা।
- RNPP-এর Probabilistic Safety Analysis-এর লক্ষ্যে “BAERA Workshop ২: Fundamentals of PSA, Evaluation of Engineering Aspects, Regulatory Review” শীর্ষক শিরোনামে একটি National Workshop-এর আয়োজন।



- RNPP-এর Deterministic Safety Analysis-এর লক্ষ্যে "BAERA Workshop 1: Fundamentals of Safety Assessment and DSA" শীর্ষক শিরোনামে একটি National Workshop আয়োজন।
- রূপপুর NPP Siting Licence সংক্রান্ত Environmental Impact Assessment (EIA) Report মূল্যায়নের লক্ষ্যে পারস্পরিক কর্মপরিধি নির্ধারণ ও সমন্বয় সাধনের জন্য কর্তৃপক্ষ ও পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE)-এর কর্মকর্তাদের সাথে যৌথ সভার আয়োজন।
- BAERA এবং IAEA-এর যৌথ উদ্যোগে "Awareness Mission and National Workshop on the Legal Framework for Nuclear Safety, Nuclear Security and Nuclear Liability" শীর্ষক একটি National Workshop-এর আয়োজন।
- International Atomic Energy Agency (IAEA)-এর Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) Mission-এর প্রতিনিধিদলের সাথে কর্তৃপক্ষের Integrated Nuclear Infrastructure Review সংক্রান্ত বিষয়ে মতবিনিময়।

২০০৯-২০১৭ পর্যন্ত সময়ে বাপশনিক-এর উল্লেখযোগ্য অর্জন

- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (কর্তৃপক্ষ) ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত তারিখ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের অর্জন নিম্নরূপ

| | |
|---|------------------|
| রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্থান নির্ধারণ লাইসেন্স প্রদান (সংখ্যা) | : ০১ |
| অন্যান্য নিউক্লীয় ও বিকিরণ স্থাপনাসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে নতুন লাইসেন্স প্রদান (সংখ্যা) | : ১৩২৭ |
| নিউক্লীয় ও বিকিরণ স্থাপনাসমূহ পরিচালনার লক্ষ্যে নবায়নকৃত লাইসেন্স প্রদান (সংখ্যা) | : ৪৫৬২ |
| নিউক্লীয় ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ/যন্ত্রপাতি আমদানি ও রপ্তানির লক্ষ্যে প্রদত্ত পারমিট ও এনওসি (সংখ্যা) | : ১২১৭ |
| বিকিরণ সুরক্ষা বিষয়ে বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তাদের নতুন আরসিও সনদ প্রদান (সংখ্যা) | : ৭৯৩ |
| বিকিরণ সুরক্ষা বিষয়ে বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তাদের নবায়নকৃত আরসিও সনদ প্রদান (সংখ্যা) | : ১০০৯ |
| নিউক্লীয় ও বিকিরণ স্থাপনাসমূহের নিয়ন্ত্রণমূলক পরিদর্শন (সংখ্যা) | : ১১৮২ |
| IAEA/ROSTECHNADZOR/RCA/FNCA/ANSN/AERB-এর আয়োজনে | |
| প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার/সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা (সংখ্যা) | : ২৪৯ |
| নিউক্লীয় নিরাপত্তা ও বিকিরণ সুরক্ষা বিষয়ক আয়োজিত সেমিনার/কর্মশালা/প্রশিক্ষণ (সংখ্যা) | : ৫৭ |
| নিউক্লীয় নিরাপত্তা ও বিকিরণ সুরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবল (সংখ্যা) | : ২২৮৪ |
| সেবা দান খাত থেকে অর্জিত আয় (টাকা) | : ২৫,৮৩,৬০,৭৭৬/- |

২০০৯ - জুন ২০১৭ সালে বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা

- a2i প্রোগ্রামের আওতায় "e-Licensing and e-Learning System of BAERA" শীর্ষক প্রকল্প চলমান। প্রকল্পের মেয়াদ সেপ্টেম্বর ২০১৬-সেপ্টেম্বর ২০১৭

ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের তালিকা

- "জনসাধারণ ও পরিবেশের পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ সুরক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ"।
- "Development of Nuclear Regulatory Infrastructure for Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority."



- “Development of a Structured Licensing Program with Methodologies and Tools for Effective Regulatory Oversight of the First-NPP in Bangladesh during the Construction Phase (III). IAEA TC Project”

২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার সুবর্ণজয়ন্তী পালন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

- ২০১৮ সালের মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের (RNPP) Design and Construction লাইসেন্স প্রদান ।
- ২০১৮ সালের মধ্যে বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তাদের মূল সনদ দেয়ার লক্ষ্যে পরীক্ষার আয়োজন করা ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে মূল সনদ প্রদান ।
- ২০১৯ সালের মধ্যে আয়নায়নকারী বিকিরণ উৎস/যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ব্যবহারকারী ও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে জনসচেতনতা ও প্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/সভা/সেমিনার আয়োজন ।
- ২০২০ সালের মধ্যে দেশব্যাপী জরিপ কার্যক্রমের মাধ্যমে অনির্দিষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থ ও বিকিরণ স্থাপনার অনুসন্ধান এবং রেগুলেটরি ইনভেন্টরি হালনাগাদকরণ ।
- ২০২১ সালের মধ্যে ডায়াগনস্টিক এক্সরে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রাক্টিস ও বিভিন্ন ধরনের বিকিরণ বিষয়ক মোট ৫২টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে ১৫৬০ জন প্রশিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পরিকল্পনার লক্ষ্যে একটি HRD প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ।
- ২০২১ সালের মধ্যে “জনসাধারণ ও পরিবেশের পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ সুরক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন ।

২০৩০ সালে SDG অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

- ২০২৬ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও অন্যান্য মাধ্যম হতে প্রাপ্ত বই, জার্নাল এবং রিপোর্ট ইত্যাদি সুরক্ষা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ।
- ২০২৭ সালের মধ্যে কর্তৃপক্ষের পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সকল নথি ও তথ্য নিবন্ধীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ ।
- ২০২৮ সালের মধ্যে বিকিরণকর্মীদের ব্যক্তি পরীক্ষণ ব্যাজের বিকিরণ মাত্রা পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপের জন্য ল্যাব স্থাপন ।
- ২০২৮ সালের মধ্যে Environmental radiation Monitoring-এর জন্য গবেষণাগার স্থাপনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ।
- ২০২৯ সালের মধ্যে পরমাণু চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহৃত মেশিনসমূহের মান নিশ্চিতকরণ ও বিকিরণকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরীক্ষাগার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ।
- ২০২৯ সালের মধ্যে সকল ক্যাটাগরির বিকিরণ স্থাপনার মধ্য হতে আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে Center of Excellence (CoE) নির্ণয়করণ যার মাধ্যমে অপরাপর বিকিরণ স্থাপনার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন করা যায়;
- ২০৩০ সালের মধ্যে নিউক্লীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নিজস্ব জনবল তৈরির মাধ্যমে দেশকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে “National Institute of Nuclear Safety, Security and Safeguards” শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ।
- ২০৩০ সালের মধ্যে শিল্পকারখানা ও পরমাণু চিকিৎসালয়ে বিকিরণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম অনলাইন মনিটরিং সিস্টেমের আওতায় আনয়ন ।
- ২০৩০ সালের মধ্যে ডায়াগনস্টিক এক্সরে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রাক্টিস ও বিভিন্ন ধরনের বিকিরণ বিষয়ক জানুয়ারি ২০২২ খ্রি. থেকে ডিসেম্বর ২০৩০ খ্রি. পর্যন্ত মোট ১০৮টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে ৩২৪০ জন প্রশিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ।



২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

- ২০৩৮ সালের মধ্যে সকল শ্রেণির আয়নায়নকারী বিকিরণ উৎস/যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ব্যবহারকারী ও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে বিকিরণ সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনলাইনে দ্রুততম সময়ে সম্পাদন।
- ২০৩৯ সালের মধ্যে সকল শ্রেণির বিকিরণ সুরক্ষা বিষয়ক রেগুলেটরি সেবার (লাইসেন্স, পারমিট পরামর্শ) কার্যক্রম অনলাইনে দ্রুততম সময়ে সম্পাদন।
- ২০৪০ সালের মধ্যে দেশের ছয়টি বিভাগীয় শহরে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের ছয়টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন।
- ২০৪১ সালের মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ সকল নিউক্লিয় ও বিকিরণ স্থাপনার নিউক্লিয় এবং অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা, Fresh Fuel, Spent Fuel and Radioactive Waste-এর নিরাপদ পরিবহন মনিটরিং এবং বর্ণিত পদার্থের অবৈধ পাচার রোধে পর্যায়ক্রমে দেশের তিনটি স্থানে কর্তৃপক্ষের নিউক্লিয় নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক মনিটরিং অফিস স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

নিউক্লিয় রেগুলেটরি অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ

- (ক) জনবল নিয়োগ।
- (খ) বিজ্ঞানী/প্রকৌশলীদের স্কেল নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতা।
- (গ) পরমাণু শক্তি কমিশন হতে কর্তৃপক্ষে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞানী/প্রকৌশলীদের কর্তৃপক্ষে আন্তীকরণ।
- (ঘ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াত ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা।
- (ঙ) নিউক্লিয়ার সেফটি, নিউক্লিয়ার সিকিউরিটি ও নিউক্লিয়ার সেফগার্ডস্ সংক্রান্ত প্রবিধানমালা প্রণয়ন।
- সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিভিন্ন পর্যায়ের লাইসেন্স (Design, Construction and Operation License) প্রদান; এবং।
- সকল প্রকার বিকিরণ ঝুঁকি মোকাবেলায় জনগণকে সম্পৃক্তকরণ: নিউক্লিয় রেগুলেটরি অবকাঠামো শক্তিশালীকরণসহ সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিভিন্ন পর্যায়ের লাইসেন্স (Design, Construction and Operation License) প্রদান এবং সকল প্রকার বিকিরণ-ঝুঁকি মোকাবেলায় জনগণকে সম্পৃক্তকরণ।



